কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে

কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ



সংকলন :
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা :
শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায় :
দারুল ইরফান, ঢাকা বাংলাদেশ

কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

অর্থাৎ কিয়ামত নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী। এতে কোন সন্দেহ নেই ; অথচ অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না। (গাফির/মু'মিন : ৫৯)

أَشْرَاطُ السَّاعَةِ.

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

কোর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে

কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায় :

দারুল ইরফান, ঢাকা বাংলাদেশ

কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: mrhaa123@hotmail.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায় :

দারুল ইরফান

ঢাকা–বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

পরিবেশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০

ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯৬৪৬৩৯৬

ওয়েব : www.tawheedpublications.com

ই-মেইল : tawheedpp@gmail.com

নির্ধারিত মূল্য : [redacted] টাকা মাত্র।
১২০

মুদ্রণ : তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾.

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾.

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সত্য প্রচারের জন্য। তাই তো তিনি দুনিয়ার বুকে এমন কোন কল্যাণ রেখে যাননি যা তাঁর উম্মতকে বলা হয়নি এবং এমন কোন অকল্যাণ ছেড়ে যাননি যে ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করা হয়নি।

যখন এ উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) ই সর্বশেষ নবী তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বভাবতই এ উম্মতকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দেখাবেন। তাই তিনি বহু পূর্বেই নিজ নবীর মুখে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে দেন। কারণ, তাঁর পরে তো আর কোন নবী আসবেন না যিনি বিশ্ববাসীকে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিবেন।.

মানুষের ধ্যান-ধারণা তো একেবারেই সীমাবদ্ধ। তাই সে এ জীবন ডিঙ্গিয়ে অন্য জীবনের কথা মোটেই ভাবতে চায় না। বরং সে এ দুনিয়ার

ভোগবিলাস নিয়েই থাকে সর্বদা ব্যস্ত। আখিরাতের জন্য সে কোন কিছুই করতে চায় না। যেন সে আখিরাতের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত আসার পূর্বেই এর কিছু নিদর্শন দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন যাতে মানুষ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী এবং এরপর আরেক নতুন জীবন অবশ্যই আসবে যা শুধু ভোগ করারই জীবন। তাতে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজ কর্মফলই ভোগ করবে। তাই প্রত্যেককেই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এখান থেকে সে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পুঁজি আহরণ করতে হবে। নতুবা তখন আর আফসোসের কোন শেষ থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ، أَوْ تَقُوْلَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ، أَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كَرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾.

অর্থাৎ যাতে তখন আর কাউকে এমন বলতে না হয়ঃ হায়! আমি তো আল্লাহ্ তা'আলার শানে অনেক অবহেলাই না দেখিয়েছি। আমি তো ছিলাম ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অথবা যেন কাউকে এমনও বলতে না হয়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে সঠিক পথ দেখাতেন তা হলে আমি সত্যিই মুত্তাকী হয়ে যেতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যেন কাউকে এমনও বলতে না হয়ঃ আহ্! যদি আমি দুনিয়াতে ফিরে যেতাম তা হলে আমি সৎকর্মশীল হতাম। (যুমার : ৫৬-৫৮)

কিয়ামত তো সত্যিই অতি সন্নিকটে। তবে কারোর জানা নেই যে, তা কখন হবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ﴾

অর্থাৎ মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অত্যাসন্ন ; অথচ তারা উদাসীনতায় বিভোর হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (আম্বিয়া' : ১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا﴾.

অর্থাৎ লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ কিয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই। তুমি কি জানো? কিয়ামত তো অতি সন্নিকটেই। (আহ্যাব : ৬৩)

তিনি আরো বলেনঃ ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا، وَنَرَاهُ قَرِيْبًا﴾

অর্থাৎ তারা তো ওই দিনকে সুদূর মনে করে। আর আমি দেখছি তা অতি সন্নিকটে। (মা'আরিজ : ৬-৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

অর্থাৎ কিয়ামত একেবারেই অত্যাসন্ন ; চন্দ্র তো বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (ক্বামার : ১)

আনাস্ (ؓ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

অর্থাৎ আমাকে এবং কিয়ামতকে এতো নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে যে, যেমন একটি আঙ্গুল আরেকটি আঙ্গুলের একেবারেই পাশাপাশি। (বুখারী ৬৫০৪; মুসলিম ২৯৫১)

আবূ জুবাইরাহ্ (ؓ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ بُعِثْتُ فِيْ نَسَمِ السَّاعَةِ.

অর্থাৎ আমাকে কিয়ামতের প্রাদুর্ভাব কালেই পাঠানো হয়েছে।

(দূলাবী/কুনা ১/২৩ ইব্নু মান্দাহ্/মা'রিফাহ্ ২/২৩৪/২)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেনঃ

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيْعًا، إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِيْ.

অর্থাৎ আমাকে এবং কিয়ামতকে একত্রেই পাঠানো হয়েছে। এমনকি কিয়ামত আমার আগেই আসতে চাচ্ছিলো। (আহ্মাদ্ ৫/৩৪৮)

রাসূল (ﷺ) যখন সাহাবাদেরকে দাজ্জালের বর্ণনা দিলেন তখন তাঁরা দাজ্জালকে একেবারে অতি সন্নিকটেই ভাবতে লাগলেন।

নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থাৎ একদা এক ভোর বেলায় রাসূল (ﷺ) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনাটি করেন কখনো তিনি নিচু স্বরে আবার কখনো উচ্চ স্বরে। এমনকি আমরা তখন ভাবছিলাম, হয় তো বা দাজ্জাল সামনের এ খেজুর বাগানেই। পুনরায় আমরা রাসূল (ﷺ) এর নিকট গেলে তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আমাদেরকে বললেনঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি একদা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনাটি করেন কখনো আপনি নিচু স্বরে আবার কখনো উচ্চ স্বরে। এমনকি আমরা তখন ভাবছিলাম, হয় তো বা দাজ্জাল সামনের এ খেজুর বাগানেই। তখন রাসূল (ﷺ) বললেনঃ দাজ্জাল কেন বরং অন্য ব্যাপারই আমি তোমাদের উপর বেশি আশঙ্কা করছি। দাজ্জাল যদি আমি থাকতেই বের হয়ে যায় তা হলে আমি একাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যদি সে আমার পরে বের হয় তা হলে প্রত্যেকেই নিজ দায়-দায়িত্ব নিজেই বহন করবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলাই তখন প্রত্যেক মুসলমানের সহায় হবেন। (মুসলিম ২৯৩৭)

ইতিমধ্যেই কিয়ামতের অনেকগুলো আলামত প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (ﷺ) এর সকল কথা এখন সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এতে করে সত্যিকার ঈমানদারের ঈমান আরো বেড়ে যাচ্ছে এবং সঠিক ইসলামকে তাঁরা আরো ভালোভাবে আঁকড়ে ধরছে।

কিয়ামতের নামসমূহঃ

কিয়ামতের অনেকগুলো নাম রয়েছে। কেউ কেউ তো তা আশি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আমি শুধু এখানে এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ নামই উল্লেখ করছি। যা নিম্নরূপঃ

১. "আস্‌সা'আহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾

অর্থাৎ কিয়ামত নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী ; এতে কোন সন্দেহ নেই। (গাফির/মু'মিন : ৫৯)

২. "ইয়াওমুল বা'সি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾

অর্থাৎ তোমরা তো আল্লাহ্ তা'আলার লেখা অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলে। এই তো এসে গেলো সে দিন। (রূম : ৫৬)

৩. "ইয়াওমুদ্দীন"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾

অর্থাৎ যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক। (ফাতিহা : ৩)

৪. "ইয়াওমুল হাস্‌রাতি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে সতর্ক করো পরিতাপ দিবস সম্পর্কে। (মারইয়াম : ৩৯)

৫. "আদ্‌দারুল আখিরাতু"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। ('আন্‌কাবূত : ৬৪)

৬. "ইয়াওমুত তানাদি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে ডাকাডাকির দিনের আশঙ্কা করছি। (গাফির/মু'মিন : ৩২)

৭. "দারুল ক্বারারি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (গাফির/মু'মিন : ৩৯)

৮. "ইয়াওমুল ফাস্বলি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ﴾

অর্থাৎ এটাই তো ফায়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে। (সা'ফফাত : ২১)

৯. "ইয়াওমুল জাম্'য়ি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾

অর্থাৎ আরো যেন তুমি সতর্ক করতে পারো একত্রিত হওয়ার দিনের। (শূরা : ৭)

১০. "ইয়াওমুল হিসাবি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾

অর্থাৎ এটাই হিসাবের দিনের জন্য তোমাদেরকে দেয়া (নিশ্চিত) প্রতিশ্রুতি। (স্বোয়াদ : ৫৩)

১১. "ইয়াওমুল ওয়া'য়ীদি"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ﴾

অর্থাৎ শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে। আর সে দিনই তো প্রতিশ্রুত শাস্তির দিন। (ক্বাফ : ২০)

১২. "ইয়ওমুল খুলূদ"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ، ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিরাপত্তার সঙ্গে তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো। এ দিনই তো অনন্ত জীবনের দিন। (ক্বাফ : ২০)

১৩. "ইয়াওমুল খুরূজ"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ﴾

অর্থাৎ যে দিন সত্যিই মানুষ শ্রবণ করবে এক বিকট আওয়াজ। সে দিনই তো বের হওয়ার দিন। (ক্বাফ : ৪২)

১৪. "আল-ওয়া'ক্বি'য়াহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾

অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (ওয়াক্বি'আহ্ : ১)

১৫. "আল-'হাক্বক্বাহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾

অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ? তুমি কি জানো, কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ? (আল-হাক্কাহ্ : ১-৩)

১৬. "আত্ব-ত্বাম্মাতুল কুব্‌রা"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى﴾

অর্থাৎ অতঃপর যখন মহা সঙ্কট উপস্থিত হবে। (না'যি'আত : ৩৪)

১৭. "আস্ব-স্বাখ্‌খাহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ﴾

অর্থাৎ যখন ওই ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে। ('আবাসা : ৩৩)

১৮. "আ'যিফাহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, {أَزِفَتِ الْآزِفَةُ}

অর্থাৎ আসন্ন বস্তুটি তথা কিয়ামত অত্যাসন্ন। (নাজ্‌ম : ৫৭)

১৯. "আল-ক্বারি'আহ্"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾

অর্থাৎ মহা প্রলয়। কি সেই মহা প্রলয় ? তুমি কি জানো, কি সেই মহা প্রলয় ? (ক্বারি'আহ্ : ১-৩)

কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিকটেঃ

কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিকটে। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ، لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾.

অর্থাৎ তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে যে, তা কখন হবে? তুমি বলে দাওঃ এ ব্যাপারে আমার প্রভুই একমাত্র সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। শুধু তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। তা হবে আকাশ ও পৃথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিকভাবেই তা আসবে। তাদের ধারণা মতে তুমি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অবগত তাই তো তারা

তোমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তুমি বলে দাওঃ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই ; অথচ অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (আ'রাফ : ১৮৭)

এ কারণেই হযরত জিব্রীল (ﷺ) যখন রাসূল (ﷺ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন তিনি বলেনঃ

مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

অর্থাৎ যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে এ ব্যাপারে বেশি কিছু জানেন না। অর্থাৎ আমরা কেউই এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখি না। (মুসলিম ৮)

'ঈসা (ﷺ) কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই দুনিয়াতে অবতরণ করবেন ; অথচ তিনিও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَقِيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَتَذَاكَرُوْا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرَدُّوْا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِيْ بِهَا، فَرَدُّوْا الْأَمْرَ إِلَى مُوْسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِيْ بِهَا، فَرَدُّوْا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى فَقَالَ: أَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، وَفِيْمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّيْ أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِيْ قَضِيْبَانِ، فَإِذَا رَآنِيْ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيُهْلِكُهُ اللهُ.

অর্থাৎ ইস্রা (বাইতুল্ মাক্বদিসের প্রতি রাসূল (ﷺ)এর রাত্রিকালীন বিশেষ ভ্রমণ) এর রাত্রিতে ইব্রাহীম, মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিমুস্ সালাম) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন। সবাই ব্যাপারটিকে ইব্রাহীম (ﷺ) এর প্রতিই অর্পণ করলেন। তিনি বললেনঃ না, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তাঁরা ব্যাপারটিকে মূসা (ﷺ) এর প্রতি অর্পণ করলেন। তিনিও বললেনঃ না, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। পরিশেষে সবাই ব্যাপারটিকে 'ঈসা (ﷺ) এর প্রতি অর্পণ করলেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারটি তো আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানেন না। তবে আমার প্রভু এ সম্পর্কে যা আমাকে বলেছেন তা হলোঃ দাজ্জাল বেরুবে। তখন আমার হাতে দু'টি ছড়ি বা গাছের ডাল থাকবে। যখন সে আমাকে দেখবে সিসার মতো গলে যাবে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। (আহ্মাদ্, হাদীস ৩৫৫৬ হা'কিম ৪/৪৮৮-৪৮৯)

কারো কারোর মতে উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন।

পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন মানুষকে সত্যিকারার্থেই পরকালমুখী করে তোলেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় ঈমান মানুষকে যে কোন ভালো কাজ করতে শিখায়। যা মানব রচিত কোন আইনই করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী মানুষ এবং এতে অবিশ্বাসী মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কাজেকর্মে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পরকালে বিশ্বাসী মানুষ দুনিয়াকে আখিরাত সঞ্চয়ের মহান ক্ষেত্র মনে করে এবং সে সর্বদা সকল ভালো কাজে অত্যন্ত উদ্যমী হয়। তার চাল-চরিত্র অন্যদের চাইতে অনেক ভিন্ন ও উন্নত মানের হয়। সে সর্বদা থাকে ন্যায়ের উপর অটল। তার চিন্তার গণ্ডি হয় খুবই প্রশস্ত। তার ঈমানী শক্তি হয় অত্যন্ত সবল। কঠিন কাজে সে সর্বদা দৃঢ় এবং বিপদাপদে সে খুবই অনড়। কারণ, সে এ সবের মাঝে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং একমাত্র তাঁর কাছেই সে পরকালের প্রতিদান চায়।

স্বুহাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

অর্থাৎ মু'মিনের ব্যাপারটি সত্যিই আশ্চর্যজনক। কারণ, সর্বাবস্থায় তার লাভই লাভ। আর এটা মু'মিন ছাড়া আর কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তার জীবনে সুখময় কিছু ঘটলে সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে যা তার জন্য কল্যাণকর। তেমনিভাবে তার জীবনে দুঃখকর কোন কিছু ঘটলে সে তাও ধৈর্যের সাথে মেনে নেয় যা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর। (মুসলিম ২৯৯৯)

একজন পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু মানুষেরই কল্যাণ করে না বরং সে যে কোন পশুপাখির উপরও অত্যন্ত দয়াশীল হয়। এ জন্যই তো 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

لَوْ عَثَرَتْ بَغْلَةٌ فِيْ الْعِرَاقِ لَظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ سَيَسْأَلُنِيْ عَنْهَا : لِمَ لَمْ تُسَوِّ لَهَا الطَّرِيْقَ يَا عُمَرُ!.

অর্থাৎ ইরাকেও যদি রাস্তায় চলতে গিয়ে কোন খচ্চরের পা পিছলে যায় সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) আমাকে পশ্ন করবেনঃ কেন তুমি এর চলার জন্য রাস্তাটি সমান করে দিলে না? ('হিল্য়াতুল আউলিয়া : ১/৫৩)

এ চেতনা এ কারণেই যে, পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমান এ কথা মনে করেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন প্রতিটি ছোট-বড় বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন। ভালো হলে তো ভালোই আর মন্দ হলে তো কোন উপায় নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا﴾

অর্থাৎ সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সৎকর্মসমূহ সামনে উপস্থিত পাবে। মন্দ কাজসমূহ সে দিন তার সামনে উপস্থিত করা হলে সে কামনা করবে, আহ্! তার মাঝে ও তার দুষ্কর্মের মাঝে যদি সুদূর ব্যবধান হতো। (আলি 'ইম্‌রান : ২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ، فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ، وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

অর্থাৎ সে দিন আমলনামা উপস্থিত করা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে আমলনামায় লিখিত অপরাধ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হতে দেখবে। তারা তখন বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ছোট-বড় কিছুই তো বাদ রাখলো না বরং সবই হিসেব করেছে। তখন তারা তাদের সকল কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার প্রভু তো কারোর প্রতি কোন যুলুম করেন না। (কাহ্ফ : ৪৯)

ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী নয় সে তো সর্বদা দুনিয়ার প্রতি থাকে উন্মুখ। কিভাবে কতো কামাবে তাই তার একমাত্র ধান্ধা। কাউকে সে সহজে কোন লাভ দিতে চায় না। সে দুনিয়ার সকল বিষয়কে নিজ স্বার্থের আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে। কাউকে কোন ফায়দা দেয়ার আগে সে নিজ ফায়দার কথা ভালোভাবেই ভেবে নেয়। তার দৃষ্টি শুধু এ দুনিয়ার প্রতি এবং তার এ বয়সের প্রতি। পরকালের প্রতি তার এতটুকুও চিন্তা নেই। কারণ, সে পরকালকে অনেক দূর ভাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থাৎ বরং মানুষ তো চায় তার সম্মুখ জীবন অস্বীকার করতে। সে প্রশ্ন করেঃ আরে কিয়ামত আসবেই বা কখন!? (ক্বিয়ামাহ্ : ৫-৬)

ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে এ চেতনা বিরাজমান ছিলো বলেই তো তারা একে অপরের রক্তপাত করতো। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে নিতো। চুরি করতো এবং ডাকাতি করতো। কারণ, তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَقَالُوْا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ﴾

অর্থাৎ তারা বলেঃ এ পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন (এরপর আর কোন জীবন নেই) এবং আমাদেরকে আর পুনরুত্থিত করা হবে না। (আন'আম : ২৯)

এ কারণেই তো এরা কখনো মরতে চায় না। বরং চায় আরো হাজার বছর বেঁচে থাকতে। যাতে দুনিয়াকে আরো ভালোভাবে ভোগ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ﴾.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি ওদেরকে (ইহুদীদেরকে) অন্যান্যদের তুলনায় বিশেষ করে মুশ্রিকদের তুলনায় আরো বেশি বেঁচে থাকতে অধিক উৎসাহী পাবে। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে, আহ্! সে যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারতো ; অথচ দীর্ঘায়ু কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তো সবার কর্মকাণ্ড দেখেই আছেন। (বাক্বারাহ্ : ৯৬)

তাই তো এদের কেউ কেউ নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পরিশেষে আত্মহত্যা করে।

পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে সত্যিকারার্থে পরকালমুখী করে বলেই তো আল্লাহ্ তা'আলা তা তাবৎ বিশ্ব মানবতাকে অনেক ভাবেই বুঝাতে চেয়েছেন। এ জন্যই তো তিনি কুর'আনুল কারীমে এ সংক্রান্ত হরেক রকমের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং এর বিরোধীদের

সকল সন্দেহ অতি সুন্দরভাবে খণ্ডন করেছেন। এমনকি তিনি রাসূল (ﷺ) কে তাঁর সত্তার কসম খেয়ে কিয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী তা তাতে সন্দিহান সকল কাফির জনগোষ্ঠীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا، قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ﴾.

অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায় ধারণা করছে যে, তাদেরকে আর কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে নবী) তুমি বলে দাওঃ বরং তা অবশ্যই করা হবে। আমার প্রভুর কসম খেয়ে বলছি, অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। অতঃপর তোমাদেরকে জানানো হবে যা তোমরা ইতিপূর্বে করেছিলে। এটি তো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য একেবারেই সহজ। (তাগাবুন : ৭)

কিয়ামতের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস পরকালে বিশ্বাসেরই অন্তর্গত এবং তা অলক্ষ্যে বিশ্বাসেরই শামিল। তাই বলে কোন হাদীসে এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখে এ কথা বিশ্বাস করার কোন জো নেই যে, আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ) গায়েব জানেন তথা তিনি স্বকীয়ভাবে ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারেন। বরং এ সংক্রান্ত যা তিনি বলেছেন তা একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ্ (عليه السلام) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার সকল ভাণ্ডার রয়েছে। আর এটাও বলছি না যে, আমি অদৃশ্যের কথা জানি। (হূদ : ৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রাসূল (ﷺ) কে এ কথা বলতে আদেশ করেন যে,

﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾.

অর্থাৎ আমি যদি গায়েব বা অদৃশ্য কথা জানতাম তা হলে আমি সমূহ কল্যাণই লাভ করতে পারতাম। আর কোন অনিষ্ট বা অকল্যাণ আমাকে ছুঁতেই পারতো না। (আ'রাফ : ১৮৮)

একদা রাসূল (ﷺ) এর একটি উষ্ট্রী হারিয়ে গেলে যায়েদ বিন্ লাস্বীত্ নামক জনৈক মুনাফিক বললোঃ মুহাম্মাদ তো ধারণা করে যে, সে নবী। তার কাছে আকাশের সংবাদ আসে ; অথচ সে নিজ উষ্ট্রীর খবর রাখে না। তখন রাসূল (ﷺ) বললেনঃ

إِنَّ رَجُلًا يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللهُ، وَقَدْ دَلَّنِيَ اللهُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِيْ شِعْبِ كَذَا، قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ، فَذَهَبُوْا فَجَاءُوْهُ بِهَا.

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি এমন এমন বলছে, আল্লাহ্'র কসম! আমি তাই জানি যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জানিয়ে দেন। এর বেশি আর কিছু নয়। এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, উষ্ট্রীটি অমুক গিরিপথে। একটি গাছ তাকে আটকে ফেলেছে। অতঃপর সাহাবাগণ গিয়ে তা নিয়ে আসলেন।

(ফাত্'হুল বারী ১৩/৩৬৪ মাগাযী/ওয়াক্বিদী ২/৪২৩-৪২৫ তারীখে ত্বাবারী ৩/১০৫-১০৬ বায়হাক্বী/দালায়িলুন্নুবুওয়াহ্ ৪/৫৯-৬০, ৫/২৩১-২৩২)

ইউসুফ ও 'ঈসা (আলাইহিমাস্‌সালাম) যে মানুষের খাবার সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ দিতে পারতেন তা একমাত্র তাঁদের মু'জিযা তথা সত্যতার নিদর্শনই ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (عليه السلام) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ তোমরা যা খাও এবং যা নিজ গৃহে সংগ্রহ করো তা সব আমি এখনই বলে দিতে পারবো। তোমরা যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকো তা হলে এতেই রয়েছে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন। (আলি 'ইমরান : ৪৯)

মুতাওয়াতির নয় এমন হাদীসও আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যঃ

মুতাওয়াতির নয় এমন হাদীসও আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। মুতাওয়াতির হাদীস বলতে বর্ণনা ধারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ব যুগে বর্ণনাকারীদের এমন এক জনগোষ্ঠীর বর্ণনাকেই বুঝানো হয় যাদের মিথ্যা বলা স্বভাবতই অসম্ভব। এর বিপরীতই হচ্ছে এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা যা এমন পর্যায়ের নয়। এ সকল হাদীসও আক্বীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

কারো কারোর ধারণা, একমাত্র মুতাওয়াতির হাদীসই আক্বীদার ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা নয় যা এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি। এমন ধারণা একেবারেই বাতিল। কারণ, কোন হাদীস রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছুলে তা মানতে ও বিশ্বাস করতে আমরা অবশ্যই বাধ্য। কারণ, তা তখন রাসূল (ﷺ) এর হাদীস বলেই প্রমাণিত। অন্য কোন সাধারণ মানুষের কথা নয়। যা মানতে হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا﴾.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) কোন কিছুর আদেশ করলে তখন আর কোন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এর অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট। (আহ্যাব : ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ﴾.

অর্থাৎ তুমি বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করো। যদি তারা তা না মানে তা হলে (তারা যেন জেনে রাখে) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না। (আলি-ইম্রান : ৩২)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا﴾.

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এর অবাধ্য হবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। (জিন : ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

অর্থাৎ যারা রাসূল (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করে তাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক এ আশংকায় যে, তাদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয় অথবা আপতিত হবে কঠিন শাস্তি। (সূরা নূর : ৬৩)

উক্ত আয়াতসমূহে কোন বিষয়কে বিশেষায়িত করা হয়নি। বরং রাসূল (ﷺ) এর সকল বাণী সর্ব বিষয়ে সমভাবেই গ্রহণযোগ্য। তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা কখনোই বৈধ নয়।

ইমাম আহ্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

كُلُّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَقْرَرْنَا بِهِ، وَإِذَا لَمْ نُقِرَّ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ، وَدَفَعْنَاهُ وَرَدَدْنَاهُ؛ رَدَدْنَا عَلَى اللهِ أَمْرَهُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَمَآ أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾.

অর্থাৎ সঠিক বর্ণন ধারায় রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট যা কিছু পৌঁছেছে তা সবই আমরা মেনে নেবো। যদি আমরা তা না মানি বরং তার কিয়দংশও প্রত্যাখ্যান করি তা হলে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশই প্রত্যাখ্যান করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা সাদরে গ্রহণ করো এবং যা করতে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে তোমরা বিরত থাকো। [সূরা আল-হাশ্‌র : ৭ (ইত্'হাফুল জামা'আহ্ ১/৪]

ইব্‌নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

قَدْ شَاعَ فَاشِيًا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، فَاقْتَضَى الاتِّفَاقَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَبُوْلِ.

অর্থাৎ এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি এমন হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীনদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। এতে কখনো কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং তা সকল বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি ঐকমত্যের রূপই ধারণ করে। (ফাত্'হুল বারী ১৩/২৩৪)

ইব্‌নু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

السُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَتْ فَإِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلَى وُجُوْبِ اتِّبَاعِهَا.

অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) এর কোন হাদীস যখন সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায় তখন সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, তা মানা সকলের উপরই ওয়াজিব। (ফাতাওয়া : ১৯/৮৫)

এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি তা যে সকল বিষয়ে মানতে হবে এর বিশেষ প্রমাণসমূহঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾.

অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য এটা কখনো উচিৎ নয় যে, তারা সবাই একই সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়বে। এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট দল বের হবে ধর্মীয় জ্ঞান শেখার জন্য যেন তারা বাকীদেরকে ভয় দেখাতে পারে যখন তারা এলাকায় ফিরে আসবে। হয়তো বা ওরা এরই মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরে আসবে। (তাওবাহ্ : ১২২)

কুর'আন মাজীদের মধ্যে একজনকেও "ত্বায়িফাহ্" বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾

অর্থাৎ মু'মিনদের দু'টি দল দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করে দিবে। ('হুজুরাত : ৯)

দু'টি দল কেন শুধুমাত্র দু'জনই কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়াও উক্ত আয়াতেরই অন্তর্গত। আর তখন এদের প্রতি জনই এক একটি ত্বায়িফাহ্ বলে গণ্য হবে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতে ধর্মীয় ব্যাপারে একজনের কথাও যে গ্রহণযোগ্য তাই প্রমাণিত হলো। চাই তা হোক আক্বীদার ক্ষেত্রে অথবা শরীয়তের যে কোন বিধানের ক্ষেত্রে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا﴾.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট যে কোন পাপাচারী কোন বার্তা নিয়ে আসলে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। ('হুজুরাত : ৬)

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, সংবাদদাতা যদি সৎ ও নির্ভরযোগ্য হয় তা হলে তার সংবাদ অবশ্যই মানতে হবে। তাতে কোন দ্বিধা করতে হবে না।

৩. তিনি আরো বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো, রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের উপরস্থদের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কোন কিছু নিয়ে মতবিরোধ ঘটলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) তথা কুর'আন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে সঠিক বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি। (নিসা' : ৫৯)

যদি রাসূল এর সকল হাদীস সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যই না হয়ে থাকে তা হলে সকল ক্ষেত্রে তাঁর হাদীসের প্রতি প্রত্যাবর্তনের কোন গুরুত্বই থাকে না।

৪. রাসূল (ﷺ) তাঁর সময়কার কাফির রাষ্ট্রপতিদের প্রতি কিছু দিন পরপর তাঁর পক্ষ থেকে দূত পাঠাতেন এবং মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি এলাকায় পাঠাতেন তাঁর আমীর উমারাদেরকে। তখন ওই সকল এলাকার লোকজন যে কোন বিষয়ে তাঁদেরই শরণাপন্ন হতো। চাই তা আক্বীদার বিষয়েই হোক কিংবা আমলের বিষয়ে। যদি তাঁদের একার বর্ণনা তথা প্রচার-ফায়সালা শরীয়তের যে কোন ব্যাপারে গ্রহণযোগ্যই না হতো তা হলে যে কোন ব্যাপারে তাদের শরণাপন্ন হওয়ার কোন মানেই থাকে না।

৫. 'উমার (রাঃ) তাঁর জনৈক আন্সারী সঙ্গীর সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তিনি রাসূল (ﷺ) এর দরবারে অনুপস্থিত থাকলে সঙ্গীটি রাসূল (ﷺ) এর সকল কথা তাঁর নিকট পৌঁছাবে। আর সে অনুপস্থিত থাকলে তিনি রাসূল (ﷺ) এর সকল কথা তার নিকট পৌঁছাবেন।

একক ব্যক্তির বর্ণনা যদি সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হতো তা হলে তাঁদের উক্ত চুক্তির কোন সার্থকতাই থাকে না।

৬. রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

نَضَّرَ اللهُ امْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সজীব ও সতেজ করুক সে ব্যক্তিকে যে আমার কোন একটি হাদীস শুনে তা মুখস্থ করলো এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। কারণ, অনেক সময় এমনো দেখা যায় যে, যার নিকট হাদীসটি পৌঁছিয়ে দেয়া হলো সে শ্রোতার চাইতেও বেশি ধারণক্ষম।

(আহ্মাদ, হাদীস ৪১৫৭)

যদি রাসূল (ﷺ) এর সকল হাদীস (চাই তা একক বর্ণনায় হোক অথবা একাধিক বর্ণনায়) সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হতো তা হলে এতো কষ্ট করে হাদীসগুলো মুখস্থ করে অন্যের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারটিকে রাসূল (ﷺ) ব্যাপকহারে উৎসাহিত করতেন না। বরং দয়ার নবী এ কথা সকলকে অবশ্যই জানিয়ে দিতেন যে, একক বর্ণনা আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তা নিয়ে এতো কষ্ট করার কোন কাম নেই।

মূলতঃ একক ব্যক্তির বর্ণনা যে আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কথাটি নব আবিস্কৃত। যদি শরীয়তে এমন কিছু থেকে থাকতো তা হলে সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই তা জানতেন এবং পরবর্তীদেরকে সে ব্যাপারে সংকেতও দিতেন।

বরং পর্যালোচিত বিষয়টি এমন মারাত্মক যে, যদি তা মানা হয় তা হলে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত এমন অনেকগুলো আক্বীদাকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয় যা এমন বর্ণনায় বর্ণিত এবং যা নিম্নরূপঃ

ক. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) সকল নবী এবং রাসূলগণের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।

খ. রাসূল (ﷺ) কিয়ামতের দিন এমন একটি বড় ধরনের সুপারিশ করবেন যা অন্য কোন নবী করতে পারবেন না।

গ. নবী (ﷺ) নিজ উম্মতের মধ্যকার কবীরা গুনাহ্গারদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন।

ঘ. কুর'আন মাজীদ ছাড়া রাসূল (ﷺ) এর সকল মু'জিযাহ্ তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ড।

ঙ. সৃষ্টির প্রারম্ভিক কথা, ফিরিশ্তা ও জিনের বর্ণনা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বিশদ বর্ণনা যা কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি।

চ. কবরে মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর।

ছ. মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভয়ঙ্কর চাপ।

জ. পুল-স্বিরাত, হাউজে কাউসার ও আমলনামা মাপার বিশেষ দাঁড়িপাল্লার বিশদ বর্ণনা।

ঋ. মায়ের পেটে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষের রিযিক, মৃত্যু, সুভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন।

ঙ. রাসূল (ﷺ) এর অনেকগুলো বিশেষত্ব যা বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায়। যেমনঃ রাসূল (ﷺ) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, সেখানে তিনি জান্নাতীদেরকে এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ দেখেছেন। তাঁর সাথের জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, রাসূল (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জান্নাতী।

ছ. কবীরা গুনাহ্গাররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। বরং প্রয়োজনীয় শাস্তি গ্রহণের পর তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে।

জ. কিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা যা কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি।

ঝ. কিয়ামতের অধিকাংশ আলামতসমূহ। যেমনঃ মাহ্দীর বের হওয়া, ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ, দাজ্জাল ও আগুনের বের হওয়া, পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠা, এক আজব পশুর বের হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরবী ভাষায় কিয়ামত তথা "আস্সা'আহ্" শব্দের বিভিন্ন ব্যবহারঃ

আরবী ভাষায় "আস্সা'আহ্" শব্দটি নিম্নোক্ত তিনটি অর্থেই ব্যবহার করা হয়ঃ

ক. ছোট কিয়ামত তথা মানুষের মৃত্যু। সুতরাং যে ব্যক্তি মারা গেলো তার কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলো। কারণ, সে পরকালে পাড়ি জমিয়েছে।

খ. মাঝারী কিয়ামত তথা একই শতাব্দীর সকল মানুষের মৃত্যু।

আরবের বেদুইনরা রাসূল (ﷺ) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের মধ্যকার অল্প বয়সের লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেনঃ

إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ.

অর্থাৎ এ লোকটি যদি বেঁচে থাকে এবং তাকে বার্ধক্য পেয়ে না বসে তা হলে তখনই তোমাদের কিয়ামত কায়েম হবে। (ফাত'হুল্ বারী ১১/৩৬৩)

গ. বড় কিয়ামত তথা হিসাব-নিকাশের জন্য মানুষের পুনরুত্থান। সাধারণত "আস্সা'আহ্" বলতে বড় কিয়ামতকেই বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

অর্থাৎ কিয়ামত একেবারেই অত্যাসন্ন ; চন্দ্র তো বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

(ক্বামার : ১)

আল্লাহ্ তা'আলা "আল্-ওয়াক্বি'আহ্" ও "আল্-ক্বিয়ামাহ্" সূরাদ্বয়ে ছোট-বড় উভয় কিয়ামতের কথাই একই সঙ্গে উল্লেখ করেন।

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ এবং তার প্রকারভেদঃ

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত।

ক. ছোট আলামতসমূহ। যা কিয়ামতের বহু পূর্ব থেকেই দেখা যাচ্ছে এবং যা খুব স্বাভাবিক গতিতেই মানব সমাজে ঘটে যাচ্ছে। যেমনঃ মূর্খতার ছড়াছড়ি, মদ্যপান, ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষ সঙ্কট ইত্যাদি ইত্যাদি।

খ. বড় আলামতসমূহ। যা কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই দেখা যাবে এবং যা হবে খুবই অস্বাভাবিক। যেমনঃ দাজ্জালের আবির্ভাব, 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের উত্থান ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার কেউ কেউ আবির্ভাবের সময়কালকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যা নিম্নরূপঃ

ক. যা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। যেমনঃ নবী (ﷺ) এর নবু'ওয়াতপ্রাপ্তি ও তাঁর মৃত্যু, বাইতুল মাক্বদিসের বিজয়, মদীনার ঐতিহাসিক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি।

খ. যা ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা এখনো প্রকাশ পাচ্ছে তবে আরো বেশি হারে। যেমনঃ ভূমিকম্প, আমানতের আত্মসাৎ, অযোগ্য লোকের ক্ষমতায়ন, জ্ঞানের বিদায়, মূর্খতার ছড়াছড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ. যা এখনো প্রকাশ পায়নি এবং যা প্রকাশ পাবে কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই। যেমনঃ দাজ্জালের আবির্ভাব, 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের উত্থান ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ কেউ আবার আবির্ভাবের স্থান বিবেচনায় সেগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যা নিম্নরূপঃ

ক. নভোমণ্ডলীয় নিদর্শনসমূহ। যেমনঃ রাসূল (ﷺ) এর যুগে চন্দ্রের বিদীর্ণ হওয়া, চাঁদ উঠতেই বড় হয়ে উঠা, পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠা ইত্যাদি ইত্যাদি।

খ. ভূমণ্ডলীয় নিদর্শনসমূহ। যেমনঃ দাজ্জালের আবির্ভাব, 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের উত্থান ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনসমূহ

নিম্নে এমন কিছু কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে যা শুধু বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃকই প্রমাণিত। তবে নিদর্শনগুলো আলোচনার সময় নিশ্চিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, এ ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ এক বা একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও সে নিদর্শনসমূহ প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যা ঘটে গেছে বলে 'উলামায়ে কিরাম ধারণা করছেন। এরপর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাকিগুলোকেও আগপর করা হয়েছে।

এ কথা সবার স্মরণ রাখতে হবে যে, কিয়ামতের কিছু কিছু ছোট নিদর্শনের আবির্ভাব সাহাবাদের যুগেই ঘটে গেছে এবং তা দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে ও যাবে। এমনকি কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একেবারেই বদ্ধমূল হয়ে পড়বে। যেমনঃ জ্ঞানের বিদায় ও মূর্খতার আবির্ভাব। তা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এমনকি তা ধীরে ধীরে চরম আকারে ব্যাপক রূপ ধারণ করবে। তবে কিছু আলিম তো থেকেই যাবে। কিন্তু তারা হবে সমাজে একেবারেই অপরিচিত এবং নিগৃহীত।

কোন বস্তু বা বিষয় কিয়ামতের নিদর্শন বলে সাব্যস্ত হলে তা এটা প্রমাণ করে না যে, উক্ত বস্তু বা বিষয় হারাম ও নিন্দনীয়। যেমনঃ অট্টালিকা নির্মানে রাখালদের প্রতিযোগিতা, মালের আধিক্য ইত্যাদি নিশ্চয়ই হারাম ও নিন্দনীয় নয়। বরং কিছু কিছু নিদর্শন জায়িয এবং ওয়াজিবও রয়েছে।

নিম্নে কিয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহ প্রমাণ সহ উল্লিখিত হয়েছেঃ

১. আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নবু'ওয়াতপ্রাপ্তিঃ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নবু'ওয়াতপ্রাপ্তি কিয়ামতের একটি ছোট নিদর্শন। কারণ, তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

আনাস্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

অর্থাৎ আমাকে এবং কিয়ামতকে এতো নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে যে, যেমন একটি আঙ্গুল আরেকটি আঙ্গুলের একেবারেই পাশাপাশি। (বুখারী ৬৫০৪; মুসলিম ২৯৫১)

আবূ জুবাইরাহ্ () থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ بُعِثْتُ فِيْ نَسَمِ السَّاعَةِ.

অর্থাৎ আমাকে কিয়ামতের প্রাদুর্ভাব কালেই পাঠানো হয়েছে।

(দূলাবী/কুনা ১/২৩ ইব্‌নু মান্‌দাহ্/মা'রিফাহ্ ২/২৩৪/২)

রাসূল () আরো বলেনঃ

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيْعًا، إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِيْ.

অর্থাৎ আমাকে এবং কিয়ামতকে একত্রেই পাঠানো হয়েছে। এমনকি কিয়ামত আমার আগেই আসতে চাচ্ছিলো। (আহ্‌মাদ ৫/৩৪৮)

মুত্ব'ইম বিন্ 'আদি' () থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

أَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ.

অর্থাৎ আমি 'হাশির যাঁর পরপরই মানুষের হাশ্‌র-নশ্‌র হবে এবং আমি 'আক্বিব যাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না।

(বুখারী ৩৫৩২; মুসলিম ২৩৫৪)

২. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াঃ

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াও কিয়ামতের একটি ছোট নিদর্শন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

অর্থাৎ কিয়ামত একেবারেই অত্যাসন্ন ; চন্দ্র তো বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

(ক্বামার : ১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ () থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِنًى إِذِ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اشْهَدُوْا.

অর্থাৎ আমরা একদা রাসূল () এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ চাঁদটি দু' টুকরো হয়ে গেলো। এক টুকরো

পাহাড়ের পেছনে এবং আরেক টুকরো পাহাড়ের সামনে। তখন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকো। (মুসলিম ৪/১১৫৮)

আনাস্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মক্কাবাসীরা রাসূল (ﷺ) এর নিকট একটি নিদর্শন কামনা করছিলো। আর তখনই তিনি তাদেরকে চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া দেখালেন। (মুসলিম ৪/১১৫৮)

৩. আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মৃত্যু বরণঃ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মৃত্যু বরণও কিয়ামতের একটি ছোট নিদর্শন।

'আউফ্ বিন্ মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

أُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِيْ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ، فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি বিষয় গুনে রাখো যা অবশ্যই ঘটবে। আমার মৃত্যু অতঃপর বাইতুল্ মাক্বদিসের বিজয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে বিপুল হারে মৃত্যু বরণ ছাগলের "কু'আস্ব" রোগের ন্যায় দেখা দিবে.। যা দেখা দিলে ছাগলের নাক দিয়ে কিছু একটা বের হয়ে ছাগলটি হঠাৎ মরে যায়। অতঃপর মানুষের মাঝে ধন-সম্পদের অত্যাধিক্য দেখা দিবে। এমনকি কাউকে একশ'টি দীনার সাদাকা দিলেও সে খুশি হবে না। অতঃপর এমন ফিতনা যা আরবদের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তোমাদের মাঝে ও রোমানদের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি ঝাণ্ডার অধীনে যুদ্ধ করবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য। (বুখারী ৩১৭৬)

৪. বাইতুল্ মাক্বদিসের বিজয়ঃ

বাইতুল্ মাক্বদিসের বিজয় কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন। যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'উমর এর যুগে তথা ষোল হিজরী সনে বাইতুল্ মাক্বদিসের মহা বিজয় সাধিত হয়। তখন হযরত 'উমার নিজেই সেখানে গিয়েছেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে চুক্তি করেছেন। তিনি উক্ত পবিত্র ভূমিকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কব্জামুক্ত করেন। এমনকি সেখানে বাইতুল্ মাক্বদিসের কিবলামুখে একটি মসজিদও তৈরি করেন।

৫. 'আম্ওয়াস মহামারীঃ

'আম্ওয়াস অঞ্চলের ভয়াবহ মহামারী কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন। যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 'আমওয়াস অঞ্চলটি ফিলিস্তিনের একটি শহর যা রামাল্লাহ্ শহর থেকে ছয় মাইল দূরে বাইতুল্ মাক্বদিসের পথেই অবস্থিত। 'উমার এর যুগে তথা আঠারো হিজরী সনে সেখানে ভয়াবহ এক মহামারী দেখা দেয়। পরে তা আশপাশের কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে সে মহামারীতে ২৫ হাজার মুসলমান মৃত্যু বরণ করে। তাতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহাবী আবূ 'উবাইদাহ্ 'আমির বিন্ জার্রাহ্ও মৃত্যু বরণ করেন।

৬. ধন-সম্পদের অত্যাধিক্যঃ

ধন-সম্পদের অত্যাধিক্য কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন। যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ.

অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না তোমাদের সম্পদ বেড়ে যায়। এমনভাবে বেড়ে যাবে যে, সম্পদই সম্পদশালীর মাথা ব্যথার কারণ হবে। সে সাদাকাহ্ গ্রহণকারীর খোঁজে বের হবে। এমনকি যাকেই সে সাদাকাহ্ দিতে চাবে সে বলবেঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী ১৪১২; মুসলিম ১৭৫)

আবূ মূসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُـمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ.

অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে স্বর্ণের সাদাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে ; অথচ তা নেয়ার জন্য সে কাউকে খুঁজে পাবে না। (মুসলিম ১০১২)

'আদি' বিন্ হা'তিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অবস্থান করছিলাম এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে দারিদ্রের অভিযোগ করছিলো আর অন্য জন করছিলো ডাকাতির অভিযোগ। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে 'আদি'! তুমি কি 'হীরায় গিয়েছিলে? আমি বললামঃ যাইনি। তবে 'হীরা এলাকার নাম শুনেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ হে 'আদি'! তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখবে যে, একদা জনৈকা মুসাফির মহিলা 'হীরা থেকে রওয়ানা করে মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে ; অথচ পথিমধ্যে সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাবে না। হযরত 'আদি' বলেনঃ তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আরে! ত্বায় গোত্রের ডাকাতরা তখন কোথায় থাকবে?! যারা অত্র অঞ্চলটিকে সর্বদা উত্তপ্ত করে রাখছিলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ হে 'আদি'! তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখবে যে, একদা কিস্রা তথা পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার তোমাদের করায়ত্তে আসবে। তখন আমি বলছিলামঃ হুরমুযের ছেলে কিস্রা?! তিনি বললেনঃ অবশ্যই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

لَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَـبٍ أَوْ فِـضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ.

অর্থাৎ (হে 'আদি'!) তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখবে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি এক করতলভর্তি সোনা বা রুপার সাদাকা নিয়ে তা গ্রহণ করার জন্য লোক খুঁজবে ; অথচ সে এমন কাউকে পাবে না। (বুখারী ৩৫৯৫)

ঐতিহাসিকদের মতে 'উমার বিন্ 'আব্দুল আযীযের যুগে এমনটি ঘটেছিলো। তখন সাদাকা নেয়ার কেউ ছিলো না। 'ঈসা ও মাহ্দী (আলাইহিমাস্

সালাম) এর যুগে আবারো ধনাধিক্য দেখা দিবে। তখনো সাদাকা নেয়ার জন্য কেউ থাকবে না। জমিন তখন তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার উগলে দিবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَقِيْءُ الأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا، أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيْءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ : فِيْ هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيْءُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ : فِيْ هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ، وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ : فِيْ هَذَا قُطِعَتْ يَدِيْ، ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ، فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا.

অর্থাৎ জমিন তখন তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার সোনা-রুপার খুঁটির ন্যায় উগলে দিবে। তখন হত্যাকারী তা দেখে বলবেঃ এ সম্পদের জন্যই তো আমি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বলবেঃ এ সম্পদের জন্যই তো আমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিলাম। চোর বলবেঃ এ সম্পদের জন্যই তো আমার হাত খানা কাটা হয়েছিলো। অতঃপর কেউই উক্ত সম্পদ গ্রহণ করবে না। তা যথাস্থানে রেখেই সবাই চলে যাবে। (মুসলিম ১০১৩)

৭. ফিতনার আবির্ভাবঃ

ফিতনা বলতে প্রথমত কোন না কোন বিপদাপদের মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করাকেই বুঝানো হতো। পরবর্তীতে তা কর্তৃক পরীক্ষার ফল স্বরূপ অনভিপ্রেত যে কোন ব্যাপারকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এমনকি পরিশেষে তা যে কোন অকল্যাণ ও গুনাহ্'র কর্মকাণ্ডেই ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কুফরি, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভ্রষ্টতা, মতানৈক্য ইত্যাদি।

কোন মহৎ উদ্দেশ্য থেকে গাফিল থাকাকেও ফিতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও ছেলে-সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা তথা তোমাদেরকে মূল উদ্দেশ্য থেকে গাফিল করে দেয়। তবে এর জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান।

(তাগাবুন : ১৫)

কাউকে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য করাকেও ফিতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমানদার নর-নারীদেরকে ফিতনায় ফেলেছে তথা তাদেরকে সত্য ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে অতঃপর তারা উক্ত কাজ থেকে তাওবা'ও করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। (বুরূজ : ১০)

রাসূল (ﷺ) কিয়ামতের নিদর্শন সরূপ ফিতনার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেন। তখন সত্য-মিথ্যার মাঝে কোন ব্যবধানই থাকবে না। বিশেষ করে তখন ঈমানেরই খুব দ্রুত অবনতি ঘটবে। সকালে কেউ ঈমানদার বলে বিবেচিত হলে বিকেলে হবে সে কাফির। আবার বিকেলে কেউ ঈমানদার বলে বিবেচিত হলে সকালে হবে সে কাফির। যখনই কোন ফিতনা দেখা দিবে তখনই মু'মিন ব্যক্তি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠবেঃ এতেই তো আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর তা কেটে গিয়ে আরেকটি ফিতনা দেখা দিলে সে বলবেঃ এটি, এটি। এমনিভাবেই ফিতনার পর ফিতনা আসতেই থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

আবূ মূসা আশ্'আরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ، فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوْا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوْا بِسُيُوْفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ফিতনার পর ফিতনা দেখা দিবে যেমন আঁধার রাতের টুকরোসমূহ। কোন ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকলে বিকেলে হবে কাফির এবং বিকেলে ঈমানদার থাকলে সকালে হবে কাফির। এমন পরিস্থিতিতে বসা ব্যক্তি উত্তম দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি উত্তম চলন্ত ব্যক্তির চাইতে এবং চলন্ত ব্যক্তি উত্তম

দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে। অতএব তোমরা তখন নিজ নিজ ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তারগুলোও ছিঁড়ে ফেলবে। তলোয়ারগুলো পাথরে মেরে ওগুলোর ধার নষ্ট করে দিবে। এরপরও কেউ জোরপূর্বক তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়লে তার সাথে আদম সন্তান হাবিলের ন্যায় আচরণ করবে তথা তার দিকে আক্রমণের হাত বাড়াবে না। (আহ্মাদ্ ৪/৪০৮ আবূ দাউদ/'আউনুল্ মা'বূদ ১১/৩৩৭ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩১০ হা'কিম ৪/৪৪০ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ২০৪৫)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ তোমরা দ্রুত আমল করো ফিতনা আসার পূর্বে যেমনঃ তা আঁধার রাতের টুকরোসমূহ। কোন ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকলে বিকেলে হবে কাফির অথবা বিকেলে ঈমানদার থাকলে সকালে হবে কাফির। ধর্মকে সে বিক্রি করে দিবে দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে। (মুসলিম ১১৮)

উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا، يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ – يُرِيْدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ – رُبَّ كَاسِيَةٍ فِيْ الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِيْ الْآخِرَةِ.

অর্থাৎ রাসূল () একদা রাত্রি বেলায় ভয়ে ও আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে বললেনঃ আশ্চর্য! কতই না ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন কতই না ফিতনা। কে আছে আমার হুজরাবাসী স্ত্রীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিবে। দুনিয়াতে বহু কাপড় পরিহিতা আখিরাতে উলঙ্গিনী থাকবে। (বুখারী ৭০৬৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহ আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِيْ

أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيْبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا، وَتَجِيْءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِيْ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيْءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থাৎ আমার পূর্বে যত নবীই এসেছেন তাঁর উপর দায়িত্ব ছিলো এই যে, তিনি তাঁর উম্মতকে এমন সব কল্যাণ বাতলিয়ে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য কল্যাণ মনে করেন এবং এমন সব অকল্যাণ থেকে তিনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবেন যা তিনি তাদের জন্য অকল্যাণ মনে করেন। নিশ্চয়ই এ উম্মতের শুরু ভাগেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তার শেষাংশের উপর অচিরেই নেমে আসবে সমূহ বিপদ ও অকল্যাণ। ফিতনার পর ফিতনা নেমে আসবে। পরের ফিতনার অতি ভয়ঙ্করতার দরুন সে আগের ফিতনাকে অনেকটা হালকা করে দিবে। কোন ফিতনা নেমে আসলে ঈমানদার ব্যক্তি বলে উঠবেঃ এতেই তো আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর তা কেটে গিয়ে আরেকটি ফিতনা দেখা দিলে সে বলবেঃ এটি, এটি। সুতরাং যে ব্যক্তি চায় তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক তার মৃত্যু যেন এসে যায় আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী থাকাবস্থায়। (মুসলিম ১৮৪৪)

ফিতনা সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। রাসূল (ﷺ) সেগুলোর মাধ্যমে নিজ উম্মতকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যতো দিন বাড়বে ফিতনা ততো বেশি দেখা দিবে।

আনাস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

اصْبِرُوْا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ.

অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধরো। কারণ, সামনে যতো দিন আসবে তা পূর্বের চাইতেও আরো খারাপ হবে যতক্ষণ না তোমরা নিজ প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে। (বুখারী ৭০৬৮)

ফিতনা তো আসবেই। তবে তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস, কুর'আন ও হাদীসের সত্যিকার অনুসারী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল্ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, ফিতনা থেকে দূরে থাকা ও তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাওয়া।

যায়েদ বিন্ সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

অর্থাৎ তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। (মুসলিম ২৮৬৭)

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থাৎ সবাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করতেন কল্যাণ সম্পর্কে। আর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম সকল প্রকারের অকল্যাণ। যেন আমি ভবিষ্যতে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! একদা তো আমরা ছিলাম জাহিলিয়্যাত তথা সকল প্রকারের অকল্যাণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দয়া করে সমূহ কল্যাণের পথে উঠিয়েছেন। অতএব এরপরও কি আরো অকল্যাণ রয়েছে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ সে অকল্যাণের পরও কি আরো কল্যাণ রয়েছে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। তবে তাতে রয়েছে প্রচুর ধোঁয়া বা মলিনতা। আমি বললামঃ সে মলিনতা কেমন? তিনি বললেনঃ কিছু সংখ্যক লোক আমার আদর্শ ভিন্ন

অন্য আদর্শে আদর্শবান হবে। তাদের কিছু কর্মকাণ্ড তোমাদের নিকট সঠিক বলে মনে হবে আর কিছু অসঠিক। আমি বললামঃ সে কল্যাণের পরও কি আরো অকল্যাণ রয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নামের দরোজায় দাঁড়িয়ে তারা সরাসরি মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেনঃ তারা আমাদেরই জাতি। আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললামঃ তখন আপনি আমাদেরকে কি করতে বলছেন? তিনি বললেনঃ মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললামঃ যদি তাদের একক কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেনঃ তা হলে তুমি সকল দল থেকে দূরে থাকবে। এমনকি তোমাকে যদি কোন গাছের গোড়া আঁকড়ে ধরেই মরতে হয় তাও তোমার জন্য অনেক ভালো তাদের কোন এক দলের সঙ্গে জড়িত হওয়ার চাইতে। (বুখারী ৭০৮৪; মুসলিম ১৮৪৭)

নিম্নে কিছু সংখ্যক ফিতনার বর্ণনা দেয়া হলোঃ

ফিতনা সাধারণত পূর্ব দিক থেকেই আসে এবং ভবিষ্যতেও সকল ফিতনা সে দিক থেকেই আসবেঃ

ইতিপূর্বে যত ফিতনা মুসলিম সমাজে দেখা দিয়েছে তা পূর্ব দিক থেকেই জন্ম নিয়েছে। সে দিক থেকেই শয়তানের চেলা-চামুণ্ডাদের আবির্ভাব।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) একদা পূর্ব দিকে ফিরে বলেনঃ

أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ الْمَشْرِقَ.

অর্থাৎ জেনে রাখো, ফিতনা এ দিক থেকেই আসবে। ফিতনা এ দিক থেকেই আসবে। যে দিক থেকে শয়তানের চেলা-চামুণ্ডারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুফরির হোতারা এ দিক থেকেই জন্ম নিবে। যে দিক থেকে শয়তানের চেলা-চামুণ্ডারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে। (বুখারী ৩৫১১;; মুসলিম ২৯০৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) একদা নিম্নোক্ত দো'আ করেনঃ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا وَيَمَنِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَفِيْ عِرَاقِنَا، قَالَ: إِنَّ بِهَا قَرْنَ الشَّيْطَانِ، وَتَهِيْجُ الْفِتَنُ، وَإِنَّ الْجَفَاءَ بِالْمَشْرِقِ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনি বরকত দিন আমাদের সা' ও মুদে এবং বরকত দিন আমাদের শাম ও ইয়েমেনে। জনৈক ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহ্'র নবী! আপনি বলুনঃ এবং বরকত দিন আমাদের ইরাকে। তখন রাসূল (ﷺ) বলেনঃ সেখানে শয়তানের চেলা-চামুণ্ডারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে এবং ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি পূর্ব এলাকায়ই পারস্পরিক সকল সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। কঠোরতা দেখা দিবে।

(মুখ্তাস্বারুত্ তারগীবি ওয়াত্-তারহীব ৮৭)

ইরাক থেকেই বেরিয়েছে খারিজী, শিয়া, রাফিযী, বাত্বিনী, ক্বাদারী, জাহ্মী, মু'তাযিলী এবং বহু কুফরি কথার জন্মই তো এ পূর্ব এলাকায়। যার্দাশ্তিয়্যাহ্ ও মানাবিয়্যাহ্ তথা আলো-আঁধার থেকেই পৃথিবীর সকল বস্তুর সৃষ্টি, মুয্দাকিয়্যাহ্ তথা পৃথিবীর সকল মানুষই যে কোন মেয়ে ও যে কোন মালের সমান অংশীদার, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম, কাদিয়ানী, বাহায়ী ইত্যাদি অত্র এলাকারই জন্ম। তাতারীদের আবির্ভাবও এ দিক থেকে। এ পর্যন্তও অত্র পূর্ব এলাকা সকল ফিতনা, অকল্যাণ, বিদ্'আত ও আল্লাহ্ বিরোধীদের ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। ইয়াজূজ-মা'জূজ অচিরেই এ দিক থেকেই বেরুবে।

হযরত 'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) এর হত্যাঃ

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) এর হত্যার পর থেকেই ফিতনা শুরু হয়ে যায়। তিনি জীবিত থাকাবস্থায় ফিতনা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠার কোন সুযোগ পায়নি। কারণ, তিনি ছিলেন ফিতনার পথে একটি সুকঠিন রুদ্ধদ্বার। অতএব যাদের অন্তরে এখনো ঈমান ঠাঁই পায়নি তারা তাঁর হত্যার পর পরই মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে।

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيْءٌ فَكَيْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيْدُ، وَلَكِنِّيْ أُرِيْدُ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا، قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ: سَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ، قَالَ: فَقُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَا تَعْنِيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ.

অর্থাৎ তোমাদের কারোর মুখস্ত আছে কি রাসূল (ﷺ) এর ফিতনা সংক্রান্ত হাদীসটি? 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেনঃ হাদীসটি আমার হুবহু মুখস্ত আছে। তা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেনঃ তুমি তো এ ব্যাপারে খুবই সাহস দেখাচ্ছো! আচ্ছা, বলো তো হাদীসটি। 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেনঃ আমি বললামঃ হাদীসটি এইরূপঃ কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশী সংক্রান্ত ফিতনার কাফ্ফারা হয়ে যায় নামায, সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মাধ্যমে। 'উমার (রাঃ) বললেনঃ আমি তো তোমাকে এ জাতীয় ফিতনার হাদীসটি বলতে বলিনি। বরং আমি চাচ্ছি এমন ফিতনার হাদীসটি তুমি আমাকে বলবে যা আসবে সমুদ্রের বৃহৎ ঢেউয়ের ন্যায়। 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেনঃ আমি বললামঃ এ ব্যাপারে আপনাকে কোন চিন্তাই করতে হবে না। তাতে আপনার কোন অসুবিধে নেই। আপনার মাঝে ও তার মাঝে রয়েছে একটি সুকঠিন রুদ্ধদ্বার। 'উমার (রাঃ) বললেনঃ সে দরোজাটি ভাঙ্গা হবে, না কি খোলা হবে? 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেনঃ আমি বললামঃ না, খোলা হবে না বরং তা ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রাঃ) বললেনঃ ভেঙ্গে ফেলা হলে তো তা আর কখনোই বন্ধ করা যাবে না। 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেনঃ আমি বললামঃ তা অবশ্যই। জনৈক বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা 'হুযাইফাহ্ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি যে, সে দরোজাটি কে? তখন আমরা মাস্রূক্

(রাহিমাহুল্লাহ) কে বললামঃ আপনিই তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেনঃ দরোজাটি হচ্ছে 'উমার। আমরা বললামঃ 'উমার কি জানেন রুদ্ধ দরোজাটি বলতে আপনি তাঁকেই বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেনঃ তা অবশ্যই জানেন যেমনিভাবে জানেন দিনের পর রাত্রি আসবে। কারণ, আমি তাঁকে এমন হাদীস শুনিয়েছে যা মিথ্যা নয়। (বুখারী ৫২৫, ১৪৩৫, ১৮৯৫, ৩৫৮৬, ৭০৯৬;; মুসলিম ১৪৪)

রাসূল () যা বলেছেন তা সত্যিই ঘটেছে। 'উমার কে হত্যা করা হয়েছে। দরোজাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ফিতনা শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে সর্ব প্রথম ফিতনাই হচ্ছে কিছু সংখ্যক অকল্যাণকামীদের হাতে 'উসমান এর হত্যা। তারা ইরাক ও মিসর থেকে এসে মদীনায় জড়ো হয়ে 'উসমান কে তাঁর ঘরে ঢুকেই হত্যা করে।

রাসূল () 'উসমান কে এ ব্যাপারে বহু পূর্ব থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই তো তিনি এ কঠিন মুহূর্তে বিপুল ধৈর্য ধরেছেন। সাহাবাদেরকে যে কোন ধরনের হত্যাকাণ্ড চালাতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন। যাতে তাঁর জন্য মুসলমানদের একটুখানি রক্তও প্রবাহিত না হয়।

আবূ মূসা আশ্'আরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () একদা মদীনার এক বাগান বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন বাগান বাড়ির দরোজাটি ছিলো বন্ধ। দরোজায় এসে হযরত 'উসমান ঢুকার অনুমতি চাইলে রাসূল () আবূ মূসা আশ্'আরী কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ.

অর্থাৎ তাকে ঢুকার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তবে তার ভাগ্যে রয়েছে অনেকগুলো বিপদ। (বুখারী ৩৬৭৪; মুসলিম ২৪০৩)

রাসূল () 'উসমান এর ব্যাপারে আসন্ন বিপদের কথাই উল্লেখ করেছেন ; অথচ 'উমার এর উপরও বিপদ এসেছিলো। তাঁকেও হত্যা করা হয়েছিলো। কারণ, 'উসমান যতটুকু বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন ততটুকু বিপদের সম্মুখীন হননি 'উমার। যালিমরা তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে খিলাফত ছাড়তে কঠিনভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। এমনকি তারা তাঁকে যুলুমের অপবাদও দিয়েছে।

'উসমান এর হত্যার পর মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এমনকি তাদের মাঝে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘৃণিত কাজটিও সংঘটিত হয়েছে। অতি দ্রুত আনাচে-কানাচে ফিতনা ও প্রবৃত্তি পূজা ছড়িয়ে

পড়েছে। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। মানব সমাজে অনেক মত ও পথ জন্ম নিয়েছে। এমনকি সাহাবাদের সে স্বর্ণ যুগেও কয়েকটি কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মদীনার এক উঁচু ঘরের ছাদে উঠে সাহাবাদেরকে বলেনঃ

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

অর্থাৎ তোমরা কি দেখছো আমি যা দেখছি? আমি ফিতনার স্থানগুলো দেখছি তোমাদের ঘর-বাড়ির মাঝে। যেমনঃ বৃষ্টির জায়গাগুলো।

(মুসলিম ২৮৮৫)

আধিক্য এবং ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করেই ফিতনার স্থানগুলোকে বৃষ্টির স্থানগুলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ ফিতনা বেশি আকারে দেখা দিবে এবং সকল মানুষকে ঘিরে নিবে। এরই মাধ্যমে সাহাবাদের মধ্যকার কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমনঃ জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধ, স্বিফ্‌ফীন যুদ্ধ, হার্‌রাহ্ যুদ্ধ, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যা, 'হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।

উষ্ট্র যুদ্ধঃ

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করার পর যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো তা ছিলো উষ্ট্র যুদ্ধ। যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো 'আলী এবং 'আয়িশা, ত্বাল্‌'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম) এর মাঝে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটটি ছিলো এরূপঃ যখন 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করা হলো তখন হত্যাকারীরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে বললোঃ আপনার হাত খানি বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বায়'আত করবো। তিনি বললেনঃ সবাই এ ব্যাপারে প্রথমে পরামর্শ করে নিক তারপর। তখন উপস্থিত কেউ কেউ বললোঃ হত্যাকারীরা যখন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং এ দিকে কোন খলীফাও থাকবে না তখন পুরো জাতির মধ্যে মহা দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে অবশ্যই। তাই আপনি সবাইকে বায়'আত করে নিন।

এভাবেই তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বায়'আত গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছিলো। অতএব তিনি চাপের মুখে তাদেরকে এবং আরো অন্যান্যদেরকে বায়'আত করে নেন। যারা তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন ত্বাল্‌'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা)। বায়'আত

শেষে তাঁরা 'উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা মক্কায় থাকাবস্থায় 'আয়িশা এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তাঁরা 'উসমান এর হত্যার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা পূর্বক বসরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বসরায় গিয়ে তাঁরা 'আলী এর নিকট 'উসমান এর হত্যাকারীদেরকে তাঁদের হাতে সোপর্দ করার আবেদন করেন। 'আলী তাঁদের আবেদনে এতটুকুও সাড়া দেননি। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, 'উসমান এর যে কোন ওয়ারিশ তাঁর নিকট এ ব্যাপারে আবেদন করুক। আবেদনের পরিপেক্ষিতে কারোর ব্যাপারে হত্যার বিষয়টি প্রমাণিত হলে তিনি শুধু তার থেকেই ক্বিস্বাস নিবেন। সুতরাং এ দিকে তাঁরা এ ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ করছিলেন। অন্য দিকে হত্যাকারীরা ভয় পাচ্ছিলো, পরিশেষে যদি তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই হয়ে যায় তা হলে তাদের আর কোন রক্ষা নেই। তাই তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলো।

খুব অচিরেই যে 'আলী ও 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে কিছু একটা ঘটে যাবে এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই রাসূল 'আলী কে সঙ্কেত দিয়েছেন।

আবূ রাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) 'আলী কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ، قَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا.

অর্থাৎ তোমার মাঝে ও 'আয়িশার মাঝে খুব অচিরেই কিছু একটা ঘটে যাবে। তখন 'আলী বললেনঃ আমিই সেই ব্যক্তি হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)!? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, তুমিই। 'আলী বললেনঃ তা হলে আমিই তো তখনকার সব চাইতে বড়ো দুর্ভাগা ব্যক্তি। রাসূল (ﷺ) বললেনঃ না, তবে এমন কিছু ঘটলে তুমি তাকে তখন নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে। (আহ্মাদ্ ৬/৩৯৩)

'আয়িশা, ত্বাল্'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কস্মিনকালেও যুদ্ধের জন্য বের হননি। তাঁরা বের হয়েছিলেন মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক মীমাংসা সাধন করতে।

ক্বাইস্ বিন্ আবূ 'হাযিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 'আয়িশা যখন বনূ 'আমিরদের এলাকায় পৌঁছেন তখন কিছু কুকুর তাঁকে দেখে ডাক

ছাড়তে শুরু করে। তখন তিনি উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কোন এলাকা? তারা বললোঃ এটি 'হাউআব নামক এলাকা। যা বসরার অতি নিকটবর্তী। তখন তিনি বললেনঃ তা হলে আমি আর যাচ্ছি না। তখন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ না, আপনার এখন আর পেছনে যাওয়া হচ্ছে না। আপনি আরো সামনে চলুন। তখন লোকেরা আপনাকে দেখবে। হয়তো বা আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা সাধন করবেন। তবুও 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ না, আমি আর যাচ্ছি না। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ.

অর্থাৎ তোমাদের কোন এক জনের তখন কি অবস্থা হবে যখন তাকে দেখে 'হাউআবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে। ('হাকিম ৩/১২০)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ স্ত্রীদেরকে বলেনঃ

أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ، تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحَهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا قَتْلَى كَثِيْرَةٌ، وَتَنْجُوْ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কে হবে সে দিন চেহারায় বেশি পশম বিশিষ্ট উটের আরোহিণী। সে ঘর থেকে বেরুবে। পথিমধ্যে তাকে দেখে 'হাউআবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে। তার ডানে-বাঁয়ের অনেকগুলো লোককে হত্যা করা হবে। এরপরই সে এ কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। (ফাত্হুল্ বা'রি ১৩/৫৫)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখনই উক্ত ঘটনার কথা স্মরণ করতেন তখনই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এমনকি তাঁর ওড়না চোখের পানিতে ভিজে যেতো। ত্বাল্'হাহ্, যুবায়ের এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) ও এ ব্যাপারে কম লজ্জিত হননি।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কখনো 'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হত্যার ব্যাপারে রাজি ছিলেন না। না তিনি তাঁকে হত্যার ব্যাপারে হত্যাকারীদেরকে কোন ধরনের সহযোগিতা দিয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুবার আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে এ ব্যাপারে তাঁর অসম্পৃক্ততা ঘোষণা করেন। অন্য দিকে হত্যাকারীরা ভয় পাচ্ছিলো, পরিশেষে যদি তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই হয়ে যায় তা হলে তাদের আর কোন রক্ষা নেই। তাই তারা

রাতের অন্ধকারে ত্বাল্'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে বসে। তখন ত্বাল্'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) ধারণা করছিলেনঃ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ই হয়তো বা তাদের উপর আক্রমণ করে বসেছেন। তাই তাঁরা নিজ আত্মরক্ষায় মেতে উঠলেন। এ দিকে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মনে করলেনঃ হয়তো বা 'আয়িশা, ত্বাল্'হাহ্ ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) ই তাঁর উপর আক্রমণ করে বসেছেন। তাই তিনি নিজ আত্মরক্ষায় মেতে উঠলেন। এমনিভাবেই তাঁদের সবার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধটি ঘটে গেলো। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন ছিলেন উষ্ট্রারোহিণী। না তিনি যুদ্ধ করেছেন। না তিনি যুদ্ধের অর্ডার দিয়েছেন।

স্বিফ্ফীন যুদ্ধঃ

উষ্ট্র যুদ্ধ ছাড়া সাহাবাদের মধ্যে আর যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে তা হচ্ছে স্বিফ্ফীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের প্রতিও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই সাহাবাদেরকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ، يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধ করবে। যুদ্ধটি হবে খুবই ভয়াবহ এবং তাদের দাবিও হবে একই।

(বুখারী ৩৬০৮, ৩৬০৯, ৬৯৩৫, ৭১২১; মুসলিম ১৫৭)

তবে উভয় দলের মধ্যে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দলটিই ছিলো সত্যের উপর।

যায়েদ বিন্ ওয়াহ্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেনঃ তোমাদের কি অবস্থা হবে?! ; অথচ তোমরা একে অপরকে হত্যা করছো। তখন উপস্থিত সবাই বললোঃ তা হলে আপনি আমাদেরকে এ মুহূর্তে কি করতে বলছেন? তিনি বললেনঃ

انْظُرُوْا الْفِرْقَةَ الَّتِيْ تَدْعُوْ إِلَى أَمْرِ عَلِيٍّ، فَالْزَمُوْهَا، فَإِنَّهَا عَلَى الْحَقِّ.

অর্থাৎ তোমরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষকে সমর্থন করবে এবং তাদের সাথেই সর্বদা থাকবে। কারণ, তারাই সত্যের উপর। (ফাত্হুল্ বা'রি ১৩/৮৫)

পরিশেষে হিজরী ছত্রিশ সনের জিল্‌হজ্জ মাসে 'আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর উভয় পক্ষের মাঝে 'ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকা রিক্বার পার্শ্ববর্তী ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিফ্‌ফীন নামক এলাকায় এক মহা যুদ্ধ বেধে যায়। তাতে একে অপরের উপর সর্বমোট সত্তরটি আক্রমণ করে। যাতে প্রাণ হারায় প্রায় সত্তর হাজার মানুষ।

'আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) কখনো এ যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। তবে প্রত্যেক পক্ষেই ছিলো কিছু প্রবৃত্তিপূজারী মানুষ। যেমনঃ আশ্‌তার নাখা'য়ী, হাশিম বিন্‌ 'উত্‌বাহ্‌ আল-মিরক্বাল, আব্দুর রহ্‌মান বিন্‌ খালিদ বিন্‌ ওলীদ, আবূ ল-আ'ওয়ার আস-সুলামী প্রমুখ। তারা অন্যদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের কেউ ছিলো 'উসমান ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর অতি ভক্ত তথা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) কে এতটুকুও সহ্য করতে পারতো না। আবার কেউ ছিলো 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) এর অতি ভক্ত। তারা মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) কে এতটুকুও সহ্য করতে পারতো না। এভাবেই পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় এবং তারা 'আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

যুদ্ধটি নিয়মতান্ত্রিক ছিলো না। বরং তা ছিলো জাহিলী যুদ্ধের ন্যায়। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এলোমেলো। চিন্তা-চেতনা ছিলো বিভিন্ন ধরনের। এ জন্যই ইমাম যুহ্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ফিতনা শুরু হয়েছে। তখনো সাহাবাদের অনেকেই জীবিত। তাঁরা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, কুর'আনের অপব্যাখ্যা করে যত রক্তই প্রবাহিত হয়েছে, যত সম্পদই লুট-পাট হয়েছে এবং যত ইয্‌যতই লুণ্ঠিত হয়েছে তা সবই অযথা। এর কোন বিচার নেই। তা জাহিলী যুগের বিশৃঙ্খলার ন্যায়।

খারিজীদের আবির্ভাবঃ

ফিতনাগুলোর মধ্যে আরেকটি ভয়াবহ ফিতনা হচ্ছে খারিজীদের ফিতনা। স্বিফ্‌ফীন যুদ্ধ শেষে যখন উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত বিশিষ্ট দু' সাহাবী তথা আবূ মূসা আশ্‌'আরী ও 'আমর বিন্‌ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর বিচার মেনে নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনই কুফায় ফিরার পথে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) এর দল থেকে কিছু সংখ্যক লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর তারা কুফা থেকে দু' মাইল দূরে 'হারূরা' নামক এলাকায় অবস্থান নেয়। তাদের সংখ্যা ছিলো মতান্তরে আট বা ষোল

হাজার। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে সাধ্যমত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবারো সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে তাদের নিকট পাঠান। তিনি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝালে তাদের অনেকেই সুপথে ফিরে আসে। আর বাকিরা উক্ত ভুল পথেই থেকে যায়।

খারিজীরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে এ কথা অপপ্রচার করে যে, তিনি খিলাফত ছেড়ে দিয়েছেন। তখন তাদের কেউ কেউ তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসে। অতঃপর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফার মসজিদে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তখন মসজিদের আনাচে-কানাচে থেকে এ চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মানি না, মানবো না এবং তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিচারে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করেছেন। আপনি মানুষের বিচার মেনে নিয়েছেন। আপনি কুর'আনের বিচার মানেন না।

তখন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোন উপায়ান্তর না পেয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আজ থেকে তোমাদের সাথে আমাদের আচরণ এই হবে যে, আমরা তোমাদেরকে কখনো মসজিদে আসা থেকে বারণ করবো না, ফাই তথা যুদ্ধ ছাড়া লব্ধ সমূহ সম্পদ থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবো না এবং তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবো না যতক্ষণ না তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো।

অতঃপর তারা সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়। তাদের পাশ দিয়ে যেই যায় তাকে তারা হত্যা করে। একদা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ খাব্বাব বিন্ আরাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী। তারা তাঁকে হত্যা করেছে এবং তাঁর স্ত্রীর পেট কেটে সন্তানটি বের করে ফেলেছে। ঘটনাটি জানতে পেরে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে কে আব্দুল্লাহ্কে হত্যা করেছে? তারা বললোঃ আমরা সবাই আব্দুল্লাহ্কে হত্যা করেছি। তখন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং নাহ্রাওয়ান নামক এলাকায় তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। সামান্য লোক ছাড়া কেউই তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেলো না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খারিজীদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যা মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াতে এ সংক্রান্ত তিরিশেরও বেশি হাদীস উল্লেখ করেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে কিছু সংখ্যক লোক তাদের দল থেকে বের হয়ে যাবে। তাদেরকে হত্যা করবে সত্যের নিকটবর্তী দলটিই। (মুসলিম ১০৬৫)

একদা আবূ সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে 'হারূরী তথা খারিজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ আমি 'হারূরীদেরকে চিনি না। তবে আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

يَخْرُجُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যেই এমন এক দল লোক জন্ম নিবে যাদের নামাযের পাশে তোমাদের নামায কিছুই মনে হবে না। তারা কুর'আন পড়বে ; অথচ তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় ধনুক থেকে তীর।

(বুখারী ৬৯৩১; মুসলিম ১০৬৪)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে হত্যা করতে বলেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। এতে করে তাদের ব্যাপারটি যে কতো ভয়ঙ্কর তা অনুধাবন করা যায়।

'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ অচিরেই শেষ যুগে এমন এক জাতি জন্ম নিবে। যারা হবে বয়সে ছোট এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন। ভালো মানুষের ন্যায় তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। তবে তাদের ঈমান গলা অতিক্রম করবে না। তারা

ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় ধনুক থেকে তীর। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাও না কেন হত্যা করবে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করলে কিয়ামতের দিন হত্যাকারীর জন্য বিরাট সাওয়াব রয়েছে। (বুখারী ৬৯৩০; মুসলিম ১০৬৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) খারিজীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

انْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِيْ الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ তারা এমন কিছু আয়াত যা কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা মুসলমানদের ব্যাপারেই প্রয়োগ করে। (বুখারী, খারিজীদের হত্যা অধ্যায়)

ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) খারিজীদের ব্যাপারে বলেনঃ তাদের উপর কঠিন বিপদ নেমে এসেছে। তারা বাতিল আক্বীদায় বাড়াবাড়ি করেছে। তাইতো তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ডবিধি তথা রজম বাতিল ঘোষণা করেছে। চোরের হাত বগল পর্যন্ত কেটেছে। ঋতুবতী মহিলার উপর নামায পড়া ফরয করেছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেনি তাকে কাফির এবং যে ব্যক্তি অক্ষমতার কারণে তা করেনি তাকে কবীরা গুনাহ্গার বলেছে ; অথচ তাদের নিকট কবীরা গুনাহ্গারও কাফির। তারা কাফিরদের পেছনে না পড়ে মুসলমানদের পেছনেই পড়েছে। তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করেছে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়েছে।

প্রত্যেক যুগেই খারিজীদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও তা ঘটবে যতক্ষণ না দাজ্জাল বেরিয়ে আসে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَـرْنٌ قُطِـعَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – : سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ: كُلَّمَـا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً حَتَّى يَخْرُجَ فِيْ عِرَاضِهِمْ الدَّجَّالُ.

অর্থাৎ অচিরেই এমন এক নতুন প্রজন্ম আসবে যারা কুর'আন পড়বে ঠিকই কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। যখনই তারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে তখনই তা কেটে ফেলা হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু

আনহুমা) বলেনঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ যখনই তারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে তখনই তা কেটে ফেলা হবে। এমনিভাবে রাসূল (ﷺ) কথাটি বিশ বারেরও বেশি বলেছেন। এমনকি তাদের পেছনেই বেরিয়ে আসবে দাজ্জাল। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৭৪ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৮০২৭)

'হার্‌রাহ্ যুদ্ধঃ

ফিতনাসমূহের মধ্য থেকে আরেকটি ফিতনা হচ্ছে হার্‌রাহ্ যুদ্ধ। এখানে 'হাররাহ্ বলতে কালো পাথর বিশিষ্ট মদীনার পূর্বাঞ্চলকেই বুঝানো হয়েছে। যুদ্ধটি মদীনাবাসী ও ইয়াযীদের সৈন্য দলের মাঝে সংঘটিত হয়। মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের বায়'আত প্রত্যাখ্যান করলে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ইয়াযীদ মুসলিম বিন্ 'উক্ববাহ্'র নেতৃত্বে একটি সেনা দল পাঠায়। সেনা দলটি মদীনার চিরাচরিত সম্মান রক্ষা করেনি। বরং তারা সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় ঢুকে পড়ে নির্দ্বিধায় ও নির্লজ্জভাবে মদীনাবাসীদের মাঝে হত্যাকাণ্ড চালায়। তাতে সাত শত আন্‌সার ও মুহাজির সাহাবা সহ আরো দশ হাজার জনসাধারণকে হত্যা করা হয়।

সা'ঈদ বিন্ মুসায়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْأُوْلَى فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَحَدٌ، ثُمَّ كَانَتِ الثَّانِيَةُ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَحَدٌ، قَالَ: وَأَظُنُّ لَوْ كَانَتِ الثَّالِثَةُ لَمْ تَرْتَفِعْ وَفِيْ النَّاسِ طِبَاخٌ.

অর্থাৎ প্রথম ফিতনা তথা 'উসমান হত্যা শুরু হলে বদ্‌রী সাহাবাদের আর কেউ বেঁচে থাকলো না। তেমনিভাবে দ্বিতীয় ফিতনা তথা 'হার্‌রাহ্ যুদ্ধ শুরু হলে 'হুদাইবিয়্যাহ্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আর কেউ বেঁচে থাকলো না। তিনি বলেনঃ আমার ধারণা, তৃতীয় আরেকটি ফিতনা শুরু হলে বুদ্ধিমান আর কেউ বেঁচে থাকবে না। (শর্‌'হুস্ সুন্নাহ্ : ১৪/৩৯৬)

খাল্‌কুল কুর'আন ফিতনাঃ

আব্বাসী খিলাফতামলে "খাল্‌কুল কুর'আন" তথা "কুর'আন মাজীদ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি" নামক একটি ফিতনা চালু হয়। উক্ত মতবাদের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা করেন আব্বাসী খলীফা মামুন। জাহ্‌মী ও মু'তাযিলীরা মুসলিম সমাজে উক্ত ফিতনার প্রচার ও প্রসার ঘটায়। যার দরুন বহু 'উলামায়ে কেরাম শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন। মুসলিম সমাজের উপর তখন বড় একটা বিপদ নেমে এসেছে। এ ব্যাপারটি মুসলিম সমাজকে দীর্ঘ দিন ব্যস্ত করে রেখেছে।

এভাবে ফিতনার পর ফিতনার আবির্ভাব ঘটেছে। এ সব কারণে এবং আরো অন্যান্য কারণে মুসলমানরা বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেকেই দাবি করছে সে সত্যের উপর এবং অন্যরা বাতিলের উপর।

এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বহু পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً.

অর্থাৎ ইহুদিরা একাত্তর বা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে, খ্রিস্টানরাও একাত্তর বা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর ভাগে। (তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৭/৩৯৭-৩৯৮ আবূ দাউদ/'আউনুল্ মা'বূদ ১২/৩৪০ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩২১)

মু'আবিয়া (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوْا فِيْ دِيْنِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَـٰذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِيْ الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِيْ النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত অচিরেই তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে। শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামী। আর সে দলটিই হচ্ছে বিক্ষিপ্ততামুক্ত মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ মূল দলটি। (আহ্মাদ ৪/১০২ আবূ দাউদ/'আউনুল্ মা'বূদ ১২/৩৪১-৩৪২ 'হা'কিম ৪/১০২)

পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসরণঃ

আরেকটি বড় ফিতনা হচ্ছে পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও অন্যান্য কাফিরদের হুবহু অনুসরণ। অপ্রিয় হলেও সত্য এই যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান আজ কাফিরদের অনুসারী। তাদের চাল-চলন, লিবাস-পোশাক ও আচার-ব্যবহার সবই কাফিরদের ন্যায়। কেউ কেউ তো আবার এমনো ভাবছেন যে, বিশ্বের সকল সভ্যতা ও উন্নতি তো

একমাত্র কুর'আন ও হাদীস পরিত্যাগ করার মধ্যেই নিহিত। তা অনুসরণে নয়। রাসূল (ﷺ) বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِيْ بِأَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُوْلَآئِكَ؟.

অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবে। হাত হাত বিঘত বিঘত। রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)! তারা কি পারস্য এবং রোমানদের মতো হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ ওরা ছাড়া আর কে? (বুখারী ৭৩১৯)

আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟!.

অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী হবে। হাত হাত বিঘত বিঘত তথা হুবহু এবং অবিকলভাবে। এমনকি তারা যদি কোন গুইসাপের গর্তে ঢুকে পড়ে তা হলে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। আমরা (সাহাবারা) বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেনঃ তারা নয় তো আর কারা? (বুখারী ৩৪৫৬, ৭৩২০; মুসলিম ২৬৬৯ মুখতালিসী, হাদীস ২১৭৮)

ফিতনা বলতে এখানেই শেষ নয়। বরং এ ছাড়া আরো অনেক ফিতনা রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। যেমনঃ নারীর ফিতনা, সম্পদের ফিতনা, প্রবৃত্তিপূজার ফিতনা, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভ জাতীয় ফিতনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

৮. নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাবঃ

নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত। তারা প্রায় তিরিশ জন। তাদের কেউ কেউ নবী যুগে আবার কেউ কেউ সাহাবাদের যুগে বেরিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এমনিভাবে আরো বেরুবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে। তারা প্রায় তিরিশ জন। তাদের প্রত্যেকেরই দাবি হবে; সে আল্লাহ্'র রাসূল। (বুখারী ৩৬০৯)

সাউবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কোন না কোন সম্প্রদায় মুশ্রিকদের সাথে মিলিত হবে এবং মূর্তি পূজা করবে। আর আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই তিরিশ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে। যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে এক জন নবী ; অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না।

(আবূ দাউদ/'আউন ১১/৩২৪ তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৬/৪৬৬)

তিরিশ জন বলতে সর্বমোট তিরিশ জনই উদ্দেশ্য নয়। বরং নবুওয়াতের দাবিদার আরো অনেক বেশি হতে পারে। তবে তিরিশ জন বলতে এমন তিরিশ জনকেই বুঝানো হচ্ছে যাদের থাকবে প্রচুর দাপট ও প্রতিপত্তি এবং যাদের অনুসারী হবে অনেক বেশি।

যারা ইতিপূর্বে নবুওয়াতের দাবি করেছে তাদের মধ্যে মিথ্যুক মুসাইলামাহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিথ্যুকটি নবী (ﷺ) এর শেষ যুগে নবম হিজরী সনে তার বংশের এক প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসে রাসূল (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু বাড়ি ফিরে কিছু দিন পরই সে নবুওয়াতের দাবি করে বসে। সে বলতোঃ এ যুগের দু' নবীর মধ্যে আমি একজন। রাতের অন্ধকারে আমার নিকট আকাশ থেকে ওহী আসে। রাসূল (ﷺ) তার কাছে একদা চিঠিও পাঠান

এবং তাকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করেন। তার অনুসারী ছিলো সংখ্যায় অনেক। মুসলমানদের পক্ষে তাকে প্রতিহত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। পরিশেষে হযরত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে ইয়ামামাহ্'র যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়। উক্ত যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালীদ, 'ইকরামাহ্ বিন্ আবূ জাহ্ল ও শুরা'হ্বীল বিন্ 'হাস্নাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। মুসাইলামাহ্ চল্লিশ হাজার সেনা বাহিনী নিয়ে সাহাবাদের মুকাবিলা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর টিকতে পারলো না। বরং বীর বাহাদুর ওয়াহ্শী বিন্ 'হার্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতেই তার জীবন সমাধি হয়।

ইয়েমেনের আস্ওয়াদ 'আন্সীও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। সে তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পুরো ইয়েমেন দখল করে নেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানতে পেরে সে এলাকার মুসলমানদেরকে তার মুকাবিলা করতে আদেশ করে চিঠি পাঠান। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সুকঠিন মুকাবিলা করে তাকে তার ঘরেই হত্যা করে। এ ব্যাপারে তার জনৈকা স্ত্রী মুসলমানদেরকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার। তাঁর স্বামীকে হত্যা করে জোরপূর্বক আস্ওয়াদ 'আন্সী তাঁকে বিবাহ্ করে নেয়। আস্ওয়াদ 'আন্সীকে হত্যা করার পর অত্র এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানরা পুনরায় জয়যুক্ত হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে জানানোর বহু পূর্বেই তিনি ওহীর মাধ্যমে খবর পেয়ে সবাইকে আস্ওয়াদ এর হত্যার ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। তার হত্যার পূর্বে সে ইতিমধ্যেই তিন বা চার মাস ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে।

সাজাহ্ বিন্তুল 'হারিস্ তাগলিবী নামক জনৈকা মহিলাও একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর নবুওয়াতের দাবি করে। সে ছিলো একজন খ্রিস্টান আরব। তার অনুসারীরা যুদ্ধ করতে করতে বানু তামীম হয়ে ইয়ামামায় পৌঁছে। সেখানে পৌঁছে মহিলাটি মুসাইলামাহ্ এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। তখন মিথ্যুক মুসাইলামাহ্ তার উপর অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়। তবে মুসাইলামাহ্ এর মৃত্যুর পর সে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে এবং তার ইসলাম সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

তুলাইহাহ্ বিন্ খুওয়াইলিদ আসাদী নামক জনৈক ব্যক্তিও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। মিথ্যুকটি নবম হিজরী সনে তার বংশের এক প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু বাড়ি ফিরে কিছু দিন পরই সে নবুওয়াতের দাবি

করে বসে। তখন রাসূল (ﷺ) যিরার বিন্ আযওয়ার (رضي الله عنه) কে সে এলাকার গভর্ণর করে পাঠান। যিরার (رضي الله عنه) সে এলাকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তুলাইহাহ্ এর ক্ষমতা একেবারেই হ্রাস পায়। কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি বলে কিছু দিন পর মানুষের মধ্যে এ কথা প্রচার পায় যে, তাকে আর হত্যা করা যাচ্ছে না। তখন আবারো তার ভক্তবৃন্দ বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে রাসূল (ﷺ) ইন্তিকাল করেন। অতঃপর আবূ বকর (رضي الله عنه) এর খিলাফতামলে তিনি খালিদ বিন্ ওয়ালীদ (رضي الله عنه) এর নেতৃত্বে তাকে শায়েস্তা করার জন্য একটি সেনাদল পাঠান। সে যুদ্ধে তার দল পরাজিত হলে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে শাম দেশে পালিয়ে যায়। তবে সে পরবর্তীতে তাওবা করে আবারো ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

তাবি'য়ীদের যুগে মুখ্তার বিন্ আবূ 'উবাইদ সাক্বাফী নামক জনৈক ব্যক্তিও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। প্রথমতঃ সে নবী (ﷺ) এর বংশধরদের প্রতি অতি ভক্তি দেখায় এবং হযরত 'হুসাইন (رضي الله عنه) এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে সে হয় বদ্ধ পরিকর। সে মুহাম্মাদ বিন্ 'হানাফিয়্যাহ্কে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার অনুসারীও ছিলো সংখ্যায় অনেক। ইব্নুয্ যুবাইর (رضي الله عنه) এর খিলাফতামলে সে কুফা শহর দখল করে নেয়। অতঃপর সে নবুওয়াতের দাবি করে এবং বলেঃ জিব্রীল (عليه السلام) স্বয়ং তার নিকট ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হন। মুস্'আব বিন্ যুবাইর (رضي الله عنه) এর সাথে তার কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধগুলোতে সে এতটুকুও জয়লাভ করতে পারেনি। বরং পরিশেষে তাকে হত্যাই করা হয়।

খলীফা আব্দুল মালিক বিন্ মার্ওয়ানের খিলাফতামলে মিথ্যুক হারিস্ বিন্ সা'ঈদও নবুওয়াতের দাবি করে। প্রথমতঃ সে খুব বুযুর্গী দেখায়। অতঃপর সে দাবি করে, সে একজন নবী। যখন সে জানতে পারলো, ব্যাপারটি খলীফা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন সে সুকৌশলে আত্মগোপন করলো। কিন্তু তার বড়ো দুর্ভাগ্য এই যে, জনৈক সুকৌশলী বসরা অধিবাসী অতি অল্প সময়ে তার খাঁটি ভক্ত বনে যায়। তখন হারিস্ তার ভক্তিতে অতি আপ্লুত হয়ে সর্বদা তার জন্য নিজ দরোজা খুলে দেয়। এ সুযোগে লোকটি খলীফার কাছে সংবাদ পৌঁছিয়ে কিছু সংখ্যক অনারব সৈন্য সাথে নিয়ে তাকে আটক করে। তাকে খলীফার কাছে পৌঁছানো হলে তিনি কিছু সংখ্যক মুফতী সাহেবকে তাকে বুঝানোর দায়িত্ব অর্পণ করে। তাতে কোন ফায়েদা হয়নি বলে পরিশেষে খলীফা তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন।

আব্বাসী খিলাফতামলে এভাবে আরো অনেকেই নবুওয়াতের দাবি করে। তবে তা এতটুকুও ধোপে টিকেনি।

আমাদের নিকটবর্তী ভারত বর্ষেও অদূর অতীতে এক মিথ্যুক বের হয়। যার নাম ছিলো মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী। সেও নবুওয়াতের দাবি করে। সে বলেঃ আমি মাসীহ্। আমি মার্‌ইয়াম। আমি যিল্লী নবী। ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়েখ সানাউল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) তার কঠিন প্রতিবাদ করেন। এমনকি পরিশেষে তেরোশত ছাব্বিশ হিজরী সনে গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী হযরতকে এ বলে চ্যালেঞ্জ করে যে, ঠিক আছে আমি দো'আ করছি, আমাদের মধ্যকার মিথ্যুক লোকটি যেন অন্য জন জীবিত থাকাবস্থায় মহামারীর মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি সত্বর মৃত্যু বরণ করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ দো'আটি তার পক্ষেই কবুল হয়ে যায়। তাই সে উক্ত দো'আর তেরো মাস দশ দিন পরই কলেরা রোগে মৃত্যু বরণ করে। এখনো আছে তার অনেক অনুসারী। এভাবেই মিথ্যুকরা একের পর এক বের হতে থাকবে। যাদের মধ্যে সর্বশেষ মিথ্যুক হবে কানা দাজ্জাল।

সামুরাহ্ বিন্ জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এক সূর্য গ্রহণের দিনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেনঃ

وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابًا، آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ.

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না বের হবে তিরিশ জন মিথ্যুক। যাদের সর্বশেষ মিথ্যুক হবে কানা দাজ্জাল। (আহ্মাদ ৫/৩৯৬)

এদের মধ্যে চারজন হবে মহিলা।

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّيْ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সাতাশ জন দাজ্জাল ও মিথ্যুক বের হবে। যাদের চার জনই হবে মহিলা ; অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। (আহ্মাদ ৫/১৬)

৯. সার্বিক নিরাপত্তাঃ

মুসলিম এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা কিয়ামতের আরেকটি আলামত। যা ছিলো এবং আবারো আসবে।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيْقِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না কোন আরোহী ইরাক ও মক্কার মাঝে নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে। তার শুধু ভয় থাকবে পথ হারিয়ে যাওয়ার। (আহ্মাদ ২/৩৭০-৩৭১)

সাহাবাদের যুগে এমনটি ঘটেছিলো। যখন পুরো এলাকায় ইনসাফ বিরাজ করছিলো।

'আদি' বিন্ হা'তিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () একদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ؛ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ.

অর্থাৎ হে 'আদি'! তুমি কি 'হীরায় গিয়েছিলে? আমি বললামঃ যাইনি। তবে 'হীরা এলাকার নাম শুনেছি। তখন রাসূল () আমাকে বললেনঃ হে 'আদি'! তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখবে যে, একদা জনৈকা মুসাফির মহিলা 'হীরা থেকে রওয়ানা করে মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে ; অথচ পথিমধ্যে সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাবে না। (বুখারী ৩৫৯৫)

ইমাম মাহ্দী ও 'ঈসা (আলাইহিমুস্ সালাম) এর যুগে পুরো বিশ্বে যখন আবারো ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আবারো সমাজের প্রতিটি স্তরে পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করবে।

১০. 'হিজাযের আগুনঃ

'হিজাযের আগুন কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিজায ভূখণ্ড (মক্কা-মদীনা) থেকে আগুন বের হয়। যে আগুনের আলোয় বুস্রা এলাকার উটের গলা নযরে পড়বে। (বুখারী ৭১১৮; মুসলিম ২৯০২)

হিজরী ছয় শত চুয়ান্ন শতাব্দীর পাঁচই জুমাদাস্ সানী রোজ জুমাবার মদীনার পূর্ব দিকের হার্‌রাহ্ এর পেছনে এ আগুন দেখা যায়। যা ছিলো খুবই ভয়াবহ। অন্তত চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী। পাথরগুলো সীসার মতো গলে গিয়ে কালো রং ধারণ করছিলো। উক্ত আগুনের আলোতে তখনকার লোকেরা তাইমা' এলাকা পর্যন্ত চলা-ফেরা করছিলো। যা ছিলো দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী। (নিহায়াহ্/আল্‌ফিতানু ওয়াল্‌মালাহিম ১/২৬-২৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমাদের যুগেই হিজরী ছয় শত চুয়ান্ন শতাব্দীতে মদীনার পূর্ব দিকের হার্‌রাহ্ এর পেছনে এ আগুন দেখা যায়। সে আগুন ছিলো খুবই ভয়াবহ। সিরিয়া ও তার আশপাশের লোকেরা এবং মদীনাবাসীরা তা অবলোকন করেছে। (শর্'হুন্ নাওয়াওয়ী ১৮/২৮)

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ বুস্‌রা এলাকার একাধিক গ্রাম্য ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা 'হিজাযের আগুনের আলোয় বুস্‌রা এলাকার উটের গলা দেখতে পেয়েছে। (নিহায়াহ্/আল্‌ফিতানু ওয়াল্‌মালাহিম ১/১৪)

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ উক্ত আগুন মক্কা ও বুস্‌রা এলাকার পাহাড়গুলোর উপর থেকে দেখা গিয়েছে। (তায্‌কিরাহ্ পৃষ্ঠা ৬৩৬)

১১. তুরকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধঃ

মুসলমানদের সাথে তুরকিস্তানীদের যুদ্ধ কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُوْنَ الشَّعْرَ، وَيَمْشُوْنَ فِيْ الشَّعْرِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা তুরকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চেহারা হবে চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট। তারা পশমের কাপড় ও জুতো পরিধান করবে। (মুসলিম ২৯১২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلْفَ الْأُنُوْفِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তুরকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চোখ হবে ছোট। চেহারা হবে লাল। নাক হবে ছোট ও চেপটা। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে। যাদের জুতো হবে পশমের।

(বুখারী ২৯২৮, ২৯২৯; মুসলিম ২৯১২)

'আমর বিন্ তাগ্‌লিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعْرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য থেকে এটিও একটি যে, তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতো পরিধান করবে। কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য থেকে এটিও আরেকটি যে, তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে চওড়া যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায়। (বুখারী ২৯২৭)

সাহাবাদের যুগেই মুসলমানরা তুরকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তখন ছিলো বনু উমাইয়াহ্ তথা মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকাল।

মু'আবিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা মু'আবিয়া বিন্ আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর জনৈক গভর্নরের কাছ থেকে এ মর্মে একটি চিঠি এসেছে যে, তিনি তুরকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেছেন। তাদের অনেককে হত্যা করেছেন এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মালও আহরণ করেছেন। তা পড়ে মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুবই রাগান্বিত হন এবং তাঁর নিকট এ মর্মে লিখতে আদেশ করেন যে, আমি তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি যে, তুমি অনেককে হত্যা করেছো এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মাল সংগ্রহ করেছো। আমি যেন আর না শুনি যে, তুমি তাদের সাথে যুদ্ধে মেতে উঠেছো যতক্ষণ না

আমার আদেশ আসবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ কেন হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি বললেনঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

لَتَظْهَرَنَّ التُّرْكُ عَلَى الْعَرَبِ حَتَّى تُلْحِقَهَا بِمَنَابِتِ الشِّيْحِ وَالْقَيْصُوْمِ.

অর্থাৎ তুরকিস্তানীরা অবশ্যই আরবদের উপর জয়ী হবে। এমনকি তারা আরবদেরকে তাড়াতে তাড়াতে শী'হ্ ও ক্বাইস্বূম নামক সুগন্ধময় উদ্ভিদ এলাকায় পৌঁছে দিবে। (ফাত্'হুল্ বারী ৬/৬০৯)

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল (ﷺ) এর নিকট বসা ছিলাম। তখন রাসূল (ﷺ) বলছিলেনঃ

إِنَّ أُمَّتِيْ يَسُوْقُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ الْأَوْجُهِ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْحَجَفُ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – حَتَّى يُلْحِقُوْهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، أَمَّا السَّابِقَةُ الْأُوْلَى؛ فَيَنْجُوْ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ؛ فَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَيَنْجُوْ بَعْضٌ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ؛ فَيَصْطَلِمُوْنَ كُلُّهُمْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللهِ ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ التُّرْكُ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَرْبِطُنَّ خُيُوْلَهُمْ إِلَى سَوَارِيْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে এমন এক জাতি যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত। নাক হবে ছোট। যেন তাদের চেহারা ঢালের ন্যায়। রাসূল (ﷺ) উক্ত কথাটি তিন বার বলেছেন। এমনকি তারা আমার উম্মতদেরকে তাড়াতে তাড়াতে আরব উপদ্বীপে পৌঁছিয়ে দিবে। প্রথম দলটির কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচবে। আর দ্বিতীয় দলটির কেউ মরবে আবার কেউ বাঁচবে। তৃতীয় দলটিকে কচু কাটা তথা একেবারেই নিঃশেষ করে দেয়া হবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র নবী! তারা কারা? তিনি বললেনঃ তারা তুরকিস্তানী। তিনি আরো বলেনঃ সে সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন! তারা তাদের ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখবে মুসলমানদের মসজিদের খুঁটির সাথে। (আহ্মাদ্ ৫/৩৪৮-৩৪৯)

এ হাদীসটি শুনে বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথে সর্বদা দু' তিনটি উট, সফরের সামান ও প্রয়োজনীয় পানপাত্র প্রস্তুত রাখতেন। যাতে তাদের খপ্পর থেকে সহজে পালানো যায়।

ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ তাদের মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে একটি দেয়াল ছিলো। তবে তা পরবর্তীতে একটু একটু করে খুলে দেয়া

হয় এবং তাদের অনেককেই বন্দী করা হয়। তাদের ব্যাপারে কিছু মুসলিম রাষ্ট্রপতি অতি উৎসাহী হয়ে পড়ে। কারণ, তারা ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও অতি সাহসী। এমনকি মু'তাস্বিম বিল্লাহ্'র অধিকাংশ সেনা সদস্য তারাই ছিলো। অতঃপর তারাই তাঁর রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করে তাঁর ছেলে মুতাওয়াক্কিল এবং আরো অন্যান্যদেরকে হত্যা করে।

এ দিকে সামানী রাষ্ট্রপতিরাও ছিলো তুরকিস্তানী। একদা মিসর, শাম এবং হিজাজও ছিলো তাদের কর্তৃত্বাধীন। তেমনিভাবে তাতারীরাও ছিলো তুরকিস্তানী। কারণ, তুরকিস্তানীদের সকল বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। চেঙ্গিজ খান ছিলো তাদের প্রধান এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো তাইমুর লঙ্ক। এক সুদীর্ঘ সময় পুরো প্রাচ্যেই চলছিলো তাদের তাণ্ডবলীলা। তারা বাগদাদে ঢুকে খলীফা মুস্তা'স্বিমকে হত্যা করে এবং শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

তবে তুরকিস্তানীদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের হাতেই ইসলাম ও মুসলমানদের বহু কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁরা একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। তাতে করে ইসলামের প্রভাব বহুলাংশেই বৃদ্ধি পায়। তাঁরা অনেকগুলো কাফির এলাকা বিজয় করেন। তার মধ্যে রোমের রাজধানী ছিলো অন্যতম।

১২. অনারবদের সাথে যুদ্ধঃ

অনারবদের সাথে যুদ্ধ কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْـرَ الْوُجُـوْهِ، فُطْسَ الْأُنُوْفِ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ، وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা খুজিস্তানী ও কিরমানীদের সাথে যুদ্ধ করবে। যারা অনারব। তাদের চেহারা হবে লাল। নাক হবে ছোট ও চেপটা। চোখ হবে ছোট। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চৌড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট এবং যাদের জুতো হবে পশমের। (বুখারী ৩৫৯০)

এরা তুরকিস্তানী নয় ঠিকই। তবে এদের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুরকিস্তানীদের বৈশিষ্ট্যের খুব একটা মিল রয়েছে। তবে এ কথা নিশ্চিত

যে, এরা সবাই অনারব এবং এ অনারবদের সাথেই হবে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক যুদ্ধ-বিগ্রহ।

সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يُوْشِكُ أَنْ يَّمْلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، ثُمَّ يَكُوْنُوْنَ أُسْدًا لَا يَفِرُّوْنَ، فَيَقْتُلُوْنَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُوْنَ فَيْئَكُمْ.

অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তথা মুসলমানদের মধ্যে অনারবদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিবেন। তারা হবে সিংহের মতো অতি সাহসী। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তারা কখনোই পিছপা হবে না। তারা তোমাদের যুদ্ধবাজ সৈন্যদেরকে হত্যা করবে এবং পেছনে ফেলে আসা ধন-সম্পদ খাবে। (আহ্মাদ ৫/১১ মাজ্মাউয্ যাওয়ায়িদ ৭/৩১০)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يُوْشِكُ أَنْ يَكْثُرَ فِيْكُمْ مِنَ الْعَجَمِ أُسْدٌ لَا يَفِرُّوْنَ، فَيَقْتُلُوْنَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُوْنَ فَيْئَكُمْ.

অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তথা মুসলমানদের মধ্যে অনারবদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিবেন। তারা হবে সিংহের মতো অতি সাহসী। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তারা কখনোই পিছপা হবে না। তারা তোমাদের যুদ্ধবাজ সৈন্যদেরকে হত্যা করবে এবং পেছনে ফেলে আসা ধন-সম্পদ খাবে। (মাজ্মাউয্ যাওয়ায়িদ ৭/৩১১)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসদ্বয় দুর্বল। তবে ইমাম হাইসামী হাদীসদ্বয়কে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৩. আমানতের খিয়ানতঃ

আমানতের খিয়ানত কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

অর্থাৎ যখন তুমি দেখবে আমানতের খিয়ানত হতে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তা আবার

কিভাবে? তিনি বললেনঃ যখন কোন গুরু দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। (বুখারী ৬৪৯৬)

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে একদা মানুষের অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন অন্তরে উহার দাগ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

'হুযাইফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) আমানত উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে বলেনঃ

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّيْ الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

অর্থাৎ কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তার অন্তর থেকে আমানত টুকু উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন এর দাগ টুকু তার অন্তরে কোন এক বিন্দুর দাগের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। আবারো সে ঘুমিয়ে পড়লে আমানতের বাকি অংশ টুকু তার অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন এর দাগ টুকু তার অন্তরে কোন এক কর্মঠ ব্যক্তির হাতের দাগের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। যেমনঃ তুমি কোন জ্বলন্ত কয়লা অসতর্কভাবে পায়ের উপর ফেলে দিলে। আর তখনই সেখানে একটি ফোস্কা ফুটে গেলো। তখন ফোস্কাটিকে দেখতে উঁচু দেখা যাবে ঠিকই ; কিন্তু তাতে দূষিত পানি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ভোর হলে সবাই একে অপরের হাতে বায়'আত করবে ঠিকই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তার উপর অর্পিত আমানত টুকু আদায় করবে। তখন এ কথা বলা হবে যে, শুনেছিলামঃ অমুক বংশে নাকি একজন আমানতদার ব্যক্তি ছিলো। তখন কারো কারোর সম্পর্কে এ কথাও বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান! কতই না চালাক! কতই না বীর সাহসী! অথচ তার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই। (বুখারী ৬৪৯৭)

১৪. ধর্মীয় জ্ঞানের আকাল ও মূর্খতার ছড়াছড়িঃ

ধর্মীয় জ্ঞানের আকাল ও মূর্খতার ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয়, মূর্খতা প্রকাশ পায়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মূর্খতা জেঁকে বসে, মদ পান করা হয়, ব্যভিচার প্রকাশ পায়, পুরুষ কমে যায় এবং মহিলা বেড়ে যায়। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।
(বুখারী ৮০, ৮১, ৬৮০৮; মুসলিম ২৬৭১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ও আবূ মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন কিছু দিন আসবে যখন মূর্খতা অবতীর্ণ হবে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে। (বুখারী ৭০৬২, ৭০৬৩, ৭০৬৪, ৭০৬৬; মুসলিম ২৬৭২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

অর্থাৎ সময় খুবই নিকটবর্তী হবে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, কার্পণ্য নিক্ষিপ্ত হবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হারজ কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হারজ মানে হত্যাকাণ্ড। (মুসলিম ১৫৭)

এমন হবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলিমদের অন্তর থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন। বরং তা উঠিয়ে নেয়া হবে আলিমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَ أَضَلُّوْا.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন না। বরং তিনি তা উঠিয়ে নিবেন আলিমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে। যখন তিনি দুনিয়াতে আর কোন আলিমই রাখবেন না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিবে। তখন তারা নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী ১০০)

কারো কারোর ব্যাখ্যা মতে ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়ার মানে এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বেশি বেশি গুনাহ্ করবে তখন তার জ্ঞান তার অন্তর থেকেই সরাসরি উঠিয়ে নেয়া হবে।

আবার কারো কারোর ব্যাখ্যা মতে ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়ার মানে এই যে, তখন পরিস্থিতি এমন হবে যে, জনসমাজে ধর্মীয় জ্ঞান প্রচারের কোন ধরনের সুযোগ দেয়া হবে না। আর তখন এমনিতেই ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে।

আবার কারো কারোর ব্যাখ্যা মতে ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়ার মানে এই যে, মানুষ কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়ন করবে ঠিকই। কিন্তু কেউই তদনুরূপ আমল করবে না।

কারো কারোর মতে আলিমগণ ধীরে ধীরে কুর'আন ও হাদীস ভুলে যেতে শুরু করবে। আর এভাবেই ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে।

মোটকথা, যেভাবেই হোক না কেন ধর্মীয় জ্ঞান কমতে থাকবে এবং মূর্খতা বাড়তেই থাকবে। পরিশেষে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ ইসলামের ফরয বিষয়গুলোও জানবে না।

'হুযাইফাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِيْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِيْ الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ : الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ

: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ؛ يَقُوْلُوْنَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ : مَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِيْ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ! تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا.

অর্থাৎ ইসলাম মুছে যাবে যেমনিভাবে মুছে যায় কাপড়ের ডোরা ডোরা দাগগুলো। পরিশেষে এমন পরিস্থিতি হবে যে, কেউ জানবে না রোযা কি, নামায কি, হজ্জ কি এবং সাদাকা কি? এমন একটি রাত আসবে যখন কুর'আনের একটি আয়াতও আর থাকবে না। তবে এমন কিছু লোক বেঁচে থাকবে যারা হবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তারা বলবেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে দেখতাম তারা বলতোঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তথা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। অতএব আমরাও তাই বলি। বর্ণনাকারী স্বিলাহ্ বিন্ যুফার আব্সী তাবি'য়ী 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তাদের কি ফায়দায় আসবে বলুন তো? অথচ তারা জানে না নামায কি, রোযা কি, হজ্জ কি এবং সাদাকা কি? 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন স্বিলাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) কথাটি সর্বমোট তিনবার বলেনঃ প্রত্যেকবারই 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হে স্বিলাহ্! এ কালিমাহ্ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২/১৩৪৪-১৩৪৫ 'হাকিম ৪/৪৭৩)

উক্ত কালিমাহ্ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে এ জন্যই যে, তখন তাদের পক্ষে এর চাইতে আর বেশি কিছু জানা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তারা এর চাইতে আর বেশি কিছু জানতে অক্ষম হবে বলেই তো রক্ষা পাবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কারোর উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَيُنْزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا، فَيَذْهَبُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ، فَلَا يَبْقَى فِيْ الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ.

অর্থাৎ তোমাদের মাঝ থেকে কুর'আন মাজীদ ছিনিয়ে নেয়া হবে। এমন এক রাত্রি আসবে যখন তা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাবে। অতঃপর জমিনে তার কিয়দংশও বাকি থাকবে না।

(মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৯-৩৩০ ফাত্'হুল্ বারি ১৩/১৬)

এর চাইতেও আরো মারাত্মক পরিস্থিতি হবে এই যে, দুনিয়াতে তখন এমন কোন লোক বেঁচে থাকবে না যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনবে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করবে। আর তখনই কিয়ামত কায়িম হবে।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِيْ الْأَرْضِ : اللهُ، اللهُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনবে ও তাঁর নাম উচ্চারণ করবে এমন ব্যক্তি বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে না। (মুসলিম ১৪৮)

যখন আমরা জানতে পারলাম, অচিরেই ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। তাই সময় থাকতেই আমাদের প্রত্যেককে ধর্মীয় ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করতে হবে তা উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে।

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا لِيْ أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُوْنَ، وَجُهَّالُكُمْ لَا يَتَعَلَّمُوْنَ، فَتَعَلَّمُوْا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

অর্থাৎ এমন কেন হলো! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের আলিমগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন ; অথচ তোমাদের মূর্খরা তাদের থেকে জ্ঞান আহরণ করছে না। তোমরা জ্ঞান আহরণ করো তা উঠিয়ে নেয়ার আগে। কারণ, আলিমগণ বিদায় নেয়া মানে ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাওয়া।

(দারেমী ১/৬৯ জামি'উ বায়ানিল্ 'ইল্মি ওয়া ফাযলিহী ২০৭)

১৫. পুলিশ প্রশাসন ও অধিক হারে যালিমদের সহযোগীর আবির্ভাবঃ

পুলিশ প্রশাসন ও অধিক হারে যালিমদের সহযোগীর আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ غَضَبِهِ.

অর্থাৎ শেষ যুগে এ উম্মতের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় লাঠি। তারা সকাল বেলা অতিবাহিত করবে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেল বেলাও অতিবাহিত করবে তাঁরই অসন্তুষ্টি নিয়ে। (আহ্মাদ্ ৫/২৫০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ شُرْطَةٌ يَغْدُوْنَ فِيْ غَضَبِ اللهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ.

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন কিছু পুলিশ বেরুবে। যারা সকাল বেলা অতিবাহিত করবে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেল বেলাও অতিবাহিত করবে তাঁরই অসন্তুষ্টি নিয়ে। তুমি অবশ্যই তাদের সহযোগী হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে।

(স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৬০ ইত্'হাফুল্ জামা'আহ্ ১/৫০৭-৫০৮)

রাসূল (ﷺ) এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

অর্থাৎ 'দু' জাতীয় মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় লম্বা লাঠি। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলারা যারা হবে কাপড় পরিহিতা ; অথচ উলঙ্গা। অন্যকে আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও হবে অন্যের প্রতি আকৃষ্টা। তাদের মাথা হবে খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে

প্রবেশ করবে না। এমনকি উহার সুগন্ধও পাবে না। অথচ উহার সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম ২১২৮)

১৬. ব্যভিচারের ছড়াছড়িঃ

ব্যভিচারের ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয়, মূর্খতা প্রকাশ পায়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মূর্খতা জেঁকে বসে, মদ পান করা হয়, ব্যভিচার প্রকাশ পায়, পুরুষ কমে যায় এবং মহিলা বেড়ে যায়। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।

(বুখারী ৮০, ৮১, ৬৮০৮; মুসলিম ২৬৭১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ... وَتَشِيْعُ فِيْهَا الْفَاحِشَةُ.

অর্থাৎ অচিরেই এমন কিছু বছর আসবে যা মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিবে। তাতে অশ্লীল কাজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে।

('হাকিম ৪/৫১২ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৩৫৪৪)

শুধু ব্যভিচার যে ছড়িয়ে পড়বে তা নয়। বরং তা একদা হালালও মনে করা হবে।

আবূ 'আমির আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড় পরিধান, মদ্য পান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। (বুখারী ৫৫৯০)

এ দিকে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে উক্ত ব্যভিচার প্রকাশ্যে ও দিবালোকে শুরু হবে। এমনকি তা রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়বে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَا تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشُهَا فِيْ الطَّرِيْقِ، فَيَكُوْنُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ: لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ !.

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! এ উম্মত নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না জনৈক পুরুষ জনৈকা মহিলাকে রাস্তায় শুইয়ে ব্যভিচার করবে। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই হবে যে বলবেঃ যদি তুমি মহিলাটিকে এ দেয়ালটির আড়ালে নিয়ে ব্যভিচার করতে!

(মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ্ ৭/৩৩১)

যখন সকল খাঁটি মু'মিন-মুসলমান মৃত্যু বরণ করবে তখন দুনিয়াতে এমন কিছু লোক বেঁচে থাকবে যারা গাধার ন্যায় জনসমক্ষে ব্যভিচার করবে।

নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

অর্থাৎ তখন একমাত্র খারাপ লোকই বেঁচে থাকবে। যারা গাধার ন্যায় জনসমক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের উপরই কায়িম হবে কিয়ামত।

(মুসলিম ২৯৩৭)

১৭. সুদের ছড়াছড়িঃ

সুদের ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সমাজের সর্বস্তরে সুদ বিস্তার লাভ করবে।

(আত্তারগীবু ওয়াত্তারহীবু ৩/৯)

আর তা এ কারণেই হবে যে, তখন মানুষ শুধু সঞ্চয়ের পেছনেই পড়ে থাকবে। এ কথা সে কখনোই মাথায় নিবে না যে, তা হালাল পথে আসছে না কি হারাম পথে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِيْ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.

অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি এ কথা ভাববে না যে সে কিভাবে তার সম্পদগুলো সঞ্চয় করেছে ; হালাল পথে না কি হারাম পথে। (বুখারী ২০৬৯, ২০৮৩)

বর্তমানে সুদি ব্যাংকের কোন অভাব নেই। বরং পুরস্কারে ভূষিত করে এ সব ব্যাংকগুলোকে আরো উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাই এদের গাহকও দিন দিন আরো বেড়েই চলছে এবং এদের মাধ্যমেই আজ সমাজে সুদের বিপুল বিস্তার।

১৮. বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়িঃ

বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

সাহ্ল বিন্ সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، قِيْلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ.

অর্থাৎ অচিরেই শেষ যুগে দেখা দিবে ভূমি ধস, নিক্ষেপ ও বিকৃতি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তা কখন? তিনি বললেনঃ যখন বাদ্যযন্ত্র ও গায়ক-গায়িকারা বেশি হারে প্রকাশ পাবে। (ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৫০ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৩৫৫৯)

শুধু বাদ্যযন্ত্র যে ছড়িয়ে পড়বে তা নয়। বরং তা হালালও মনে করা হবে।

আবূ 'আমির আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড় পরিধান, মদ্য পান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। (বুখারী ৫৫৯০)

১৯. মদ্যপানের ছড়াছড়িঃ

মদ্যপানের ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয়, মূর্খতা প্রকাশ পায়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মূর্খতা জেঁকে বসে, মদ পান করা হয়, ব্যভিচার প্রকাশ পায়, পুরুষ কমে যায় এবং মহিলা বেড়ে যায়। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।

(বুখারী ৮০, ৮১, ৬৮০৮; মুসলিম ২৬৭১)

শুধু মদ্যপান যে ছড়িয়ে পড়বে তা নয়। বরং তা একদা হালালও মনে করা হবে।

আবূ 'আমির আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড় পরিধান, মদ্য পান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। (বুখারী ৫৫৯০)

কেউ কেউ তা সরাসরি হালাল মনে না করলেও ভিন্ন নামে উহাকে হালাল মনে করবে।

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদকে হালাল মনে করবে প্রচলিত নাম ভিন্ন অন্য নামে। যা তারাই সুচতুরভাবে চয়ন করবে।

(আহ্মাদ্ ৫/৩১৮ ইব্নু মাজাহ্ ২/১১২৩ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৪৯৪৫)

মা'রিফাতপন্থী কিছু কাফির মদকে রূহের খোরাক বলেও মনে করে।

মদকে হালাল মনে করা আবার দু' ধরনের হতে পারেঃ

ক. মদ পান করা হালাল বলে বিশ্বাস করা।

খ. পানির মতো তা অত্যধিক পান করা। যা কার্যতঃ হালাল হওয়াই প্রমাণ করে।

বর্তমান যুগে প্রকাশ্যভাবে মদের ব্যবসা ও যত্রতত্র উহার পান কিয়ামত অতি সন্নিকটে বলেই প্রমাণ করে।

২০. মসজিদগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত করণ ও তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করাঃ

মসজিদগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত করণ ও তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِيْ الْمَسَاجِدِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করে। (আহ্মাদ্ ৫/৩১৮ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৭২৯৮)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ তারা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে ঠিকই। তবে মসজিদের মুসল্লী হবে খুবই কম।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেনঃ

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى.

অর্থাৎ তোমরা একদা মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করবে যেমনিভাবে সুসজ্জিত করেছে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের মন্দিরগুলোকে। (ফাত্'হুল্ বারী ১/৫৩৯)

মসজিদ নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ মুসল্লীদেরকে গরম, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে নববী সংস্কারের সময় অধিনস্থ কর্মকর্তাকে এ বলে আদেশ করেনঃ

أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

অর্থাৎ মানুষকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করো। লাল বা হলদে বানাতে যাবে না। তা হলে মানুষ নামায থেকে অন্য মনস্ক হয়ে যাবে। (ফাত্'হুল্ বারী ১/৫৩৯)

বর্তমান যুগে মসজিদগুলোকে শুধু লাল বা হলদেই বানানো হচ্ছে না বরং উহাকে কাপড়ের নকশার মতো নকশাদার করা হচ্ছে। বিশ্বের বুকে এমন অনেক মসজিদ রয়েছে যা আজো কারুশিল্পের এক এক ভাস্কর দৃষ্টান্ত।

মসজিদ ও কুর'আনের কারুকার্য যখন ব্যাপক রূপ ধারণ করবে তখনই মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য।

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ؛ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.

অর্থাৎ যখন তোমরা মসজিদ ও কুর'আন মাজীদকে কারুমণ্ডিত করবে তখনই তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। (স'হীহুল্ জামি' ৫৯৯)

২১. বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতাঃ

বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِيْ الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا.

অর্থাৎ যখন রাখালরা বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা করবে তখনই তা কিয়ামতের একটি আলামত। (মুসলিম ৯)

'উমর বিন্ খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামত এটাও যে, তখন তুমি কাপড়-জুতোবিহীন গরিব ছাগল রাখালকে দেখবে অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা করতে। (মুসলিম ৮)

২২. বান্দির তার প্রভুকে জন্ম দেওয়াঃ

বান্দির তার প্রভুকে জন্ম দেওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا.

অর্থাৎ যখন কোন বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দিবে তখনই তা কিয়ামতের একটি আলামত। (মুসলিম ৯)

বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দেয়ার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে যা নিম্নরূপঃ

ক. ইসলাম যখন জোরপূর্বক কাফির এলাকায় প্রবেশ করবে তখন মুসলমানরা কাফিরদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বান্দি হিসেবে ব্যবহার করবে।

অতঃপর তার থেকে যে সন্তান জন্ম নিবে একদা সে মিরাসী সূত্রে উক্ত বান্দির মনিব হয়ে যাবে।

খ. মালিকরা যখন বাচ্চার জননী বান্দিকে সচরাচর বিক্রি করে দিবে। যা মূলতঃ না জায়িয। তখন ভাগ্যচক্রে তারই সন্তান তাকে বান্দি হিসেবে খরিদ করবে। অথচ সে জানবে না যে, এই তার মা জননী।

গ. বান্দির সাথে তার মালিক ছাড়া অন্য কেউ সন্দেহ বশতঃ হালাল মনে করে সহবাস করবে। তখন তো তার পেট থেকে স্বাধীন পুরুষই জন্ম নিবে। যে পরবর্তীতে তারই প্রভু হবে। এমনো হতে পারে যে, তার সাথে শরীয়ত সম্মতভাবে বিবাহ্ পূর্বক সহবাস করা হবে অথবা ব্যভিচার করা হবে। এরপর তাকে বাজারে বিক্রি করা হলে ঘটনাচক্রে তার সন্তানই তাকে খরিদ করে একদা তার মালিক হয়ে যাবে।

ঘ. সন্তান তার মাতা-পিতার চরম অবাধ্য হবে। তখন সন্তান তার মায়ের সাথে বান্দির আচরণই করবে। তাকে গালি দিবে, মারবে ও তার খিদমত নিবে। আল্লামাহ্ ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত বলে মত ব্যক্ত করেন।

ঙ. শেষ যুগে বান্দিরা অত্যধিক সম্মান পাবে। তখন তাদেরকেই প্রভাবশালীরা বিবাহ্ করবে এবং তাদের ঘর থেকেই তখন তাদের মনিব জন্ম নিবে। আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত মত ব্যক্ত করেন।

২৩. অত্যধিক হত্যাকাণ্ডঃ

অত্যধিক হত্যাকাণ্ড কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْهَرْجُ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে হারজ বেড়ে যায়। সাহাবাগণ বললেনঃ হারজ কি? হে আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেনঃ হত্যা, হত্যা। (মুসলিম ১৫৭)

উক্ত হত্যাকাণ্ডের মূল কারণই হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব ও মূর্খতার ছড়াছড়ি। যার দরুন সামান্য ছুতানাতা নিয়েই হত্যাকাণ্ডের ন্যায় জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُوْلُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيْهَا الْجَهْلُ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে চলবে হত্যাকাণ্ডের যুগ। তাতে ধর্মীয় জ্ঞান বিদায় নিবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে। (বুখারী ৭০৬৬)

তবে এতে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে এই যে, উক্ত হত্যাকাণ্ড তখন কাফিরদের বিরুদ্ধে চালানো হবে না বরং তা চালানো হবে মুসলমানদেরই পক্ষ থেকে এবং মুসলমানদেরই বিপক্ষে।

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، قَالُوْا: أَكْثَرَ مِمَّا نَقْتُلُ؟ إِنَّا نَقْتُلُ فِيْ الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، قَالُوْا: وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَيُنْزَعُ عُقُوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوْا عَلَى شَيْءٍ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে হার্জ দেখা দিবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হার্জ কি? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ অত্যধিক হত্যাকাণ্ড। সাহাবাগণ বললেনঃ এখন আমরা যা হত্যা করছি তার চাইতেও বেশি? আমরা তো হত্যা করছি প্রতি বছর সত্তর হাজারেরও বেশি লোক। রাসূল (ﷺ) বললেনঃ মুশ্রিকদেরকে হত্যা করা নয়। তখন তোমরা হত্যা করবে নিজেরা একে অপরকে। সাহাবাগণ বললেনঃ তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সচল থাকবে? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ সে যুগের অধিকাংশ মানুষেরই বিবেক-বুদ্ধি উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন শুধু বেঁচে থাকবে অযোগ্য অপদার্থ জগাখিচুড়ি লোক। তাদের অধিকাংশই মনে করবে, তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছে ; অথচ তারা ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই করছে না।

(আহ্মাদ্ ৪/৪১৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৯৫৯ শর'হুস্ সুন্নাহ্, হাদীস ৪২৩৪ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ২০৪৩)

তখন বিবেক-বুদ্ধি এতোই হ্রাস পাবে যে, হত্যাকারী ব্যক্তি বলতে পারবে না সে কি জন্য হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে এবং হত্যাকৃত ব্যক্তিও জানবে না তাকে কি জন্য হত্যা করা হচ্ছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِيْ الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَا قُتِلَ؟ فَقِيْلَ: كَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِيْ النَّارِ.

অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না এমন এক দিন আসবে যে দিন হত্যাকারী বলতে পারবে না সে কি জন্য হত্যা করছে এবং হত্যাকৃত ব্যক্তিও বলতে পারবে না তাকে কি জন্য হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ সেটা আবার কি ধরনের? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ এটার নামই তো হার্জ তথা অমূলক হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারী ও হত্যাকৃত উভয়ই জাহান্নামী। (মুসলিম ২৯০৮)

রাসূল (ﷺ) যা বলে গেছেন তা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধ হয়েছে। তবে এর অনেকগুলোরই মূল যৌক্তিক কারণ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বর্তমান যুগে রাজনীতির ধাপাধাপি ও অস্ত্রের ছড়াছড়ির কারণে হত্যাকাণ্ড দিন দিন আরো বেড়েই চলছে। মানুষ এখন যৎসামান্য কারণেই একে অপরকে হত্যা করছে। যা বুদ্ধিশূন্যতারই মহা পরিচায়ক।

এরপরও এতটুকু মনে করেই শান্তি পেতে হয় যে, এ উম্মত তো আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ করুণার পাত্র। আখিরাতে তাদের জন্য কোন শাস্তি নেই। এ দুনিয়াতেই তাদের যতটুকু শাস্তি। যা ফিতনা, ভূমিকম্প, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত।

আবূ বুরদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি যিয়াদের শাসনামলে বাজারে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে এক হাতের উপর অপর হাত ক্ষেপণ করছিলাম। তা দেখে জনৈক আন্সারী সাহাবীর ছেলে আমাকে বললেনঃ হে আবূ বুরদাহ্! তুমি আশ্চর্য হচ্ছো

কেন? আমি বললামঃ আমি আশ্চর্য হচ্ছি এমন এক জাতির কথা স্মরণ করে যাদের ধর্ম এক, নবী এক, দা'ওয়াত এক, হজ্জ এক, যুদ্ধ এক। তারপরও তারা একে অপরকে হত্যা করা হালাল মনে করছে। তখন সে বললোঃ এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আমি আমার পিতা থেকে বর্ণনা করছি তিনি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেনঃ

إِنَّ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا فِيْ الْآخِرَةِ حِسَابٌ وَّلَا عَذَابٌ، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِيْ الْقَتْلِ وَالزَّلَازِلِ وَالْفِتَنِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার উম্মত এক করুণাপ্রাপ্ত উম্মত। আখিরাতে তাদের কোন শাস্তি ও হিসেব হবে না। তাদের শাস্তি হত্যা, ভূমিকম্প ও ফিতনার মাঝে। ('হাকিম ৪/২৫৩-২৫৪ সিলসিলাহ্ স'হীহাহ্ ২/৬৮৪-৬৮৬)

২৪. সময়ের দ্রুত গমনঃ

সময়ের দ্রুত গমন কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى... يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সময় পরস্পর নিকটবর্তী হবে তথা দ্রুত গমন করবে। (বুখারী ৭১২১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُوْنَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُوْنَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُوْنَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সময় পরস্পর নিকটবর্তী হবে তথা দ্রুত গমন করবে। বছর হবে মাসের ন্যায়, মাস হবে সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ হবে দিনের ন্যায়, দিন হবে ঘন্টার ন্যায়, ঘন্টা হবে বিশেষ চর্ম রোগের দংশন বা জ্বলনের ন্যায়। (আহ্মাদ্ ২/৫৩৭-৫৩৮ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৭২৯৯)

সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে যা নিম্নরূপঃ

ক. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে উহার বরকত কমে যাওয়া।

খ. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে 'ঈসা ও মাহ্দী (আলাইহিমাস্ সালাম) এর যুগে যখন মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকবে তখন সময় অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে।

গ. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে ধর্মহীনতায় সে যুগের সকল লোক একই রকম হওয়া।

ঘ. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতির কারণে সে যুগের সকল মানুষ পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া।

ঙ. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে বাস্তবেই সময়ের দ্রুত গমন।

২৫. হাট-বাজার পরস্পর নিকটবর্তী হওয়াঃ

হাট-বাজার পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, মিথ্যা বেড়ে যায় এবং বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হয়। (আহ্মাদ্ ২/৫১৯)

বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার এতো চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, মানুষ বিশ্বের যে কোন জায়গায় বসে ইন্টারনেট, টেলিফোন, রেডিও, টিভির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন পণ্যের বাজার দর খুবই স্বল্প সময়ে জেনে নিতে পারে এবং এরই মাধ্যমে বিশ্বের সকল পণ্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

তেমনিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতির কারণে প্লেনে বা গাড়িতে অনেক দূরের মার্কেটেও অল্প সময়ে পৌঁছা যায়।

সুতরাং হাট-বাজার নিকটবর্তী হওয়া তিনভাবে হতে পারে যা নিম্নরূপঃ

ক. খুব দ্রুত বিশ্ব বাজারের যে কোন পণ্যের বাজার দর জেনে ফেলার সুবিধা।

খ. খুব দ্রুত পৃথিবীর যে কোন বাজারে পৌঁছে যাওয়ার সুবিধা।

গ. বিশ্ব বাজারের যে কোন পণ্যের দাম সর্বত্র কাছাকাছি হওয়া।

২৬. উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে শির্কের দ্রুত বিস্তারঃ

উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে শির্কের দ্রুত বিস্তার কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শির্ক ও শির্ক জাতীয় আমল অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। কবর পূজা, মূর্তি পূজা আজ মুসলিম বিশ্বের আনাচে-

কানাচে পুরোদমেই চলছে। ওলীদের কবর থেকে হরদম বরকত নেয়া হচ্ছে। মানুষ তাকে চুমু খাচ্ছে ও অতি সম্মান করছে। কবরের জন্য যে কোন বস্তু মানত করা হচ্ছে। ওলীদের কবরকে নিয়ে বার্ষিক ওরস মাহফিলও করা হচ্ছে। বরং এ যুগের অনেক কবর পূর্বেকার লাত, উয্যা, মানাতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সাউবান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ؛ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ الْأَوْثَانَ.

অর্থাৎ যখন আমার উম্মতের মধ্যে হত্যাকাণ্ড শুরু হবে তখন তা আর কিয়ামত পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়া হবে না। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের মধ্য থেকে কোন না কোন সম্প্রদায় মুশ্‌রিকদের সাথে মিশে যায় এবং মূর্তি পূজা করে। (আবূ দাউদ/'আউনুল্ মা'বূদ্ ১১/৩২২-৩২৪ তিরমিযী ৬/৪৬৬ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৭২৯৫)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِيْ الْخَلَصَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস্ গোত্রের মহিলারা পাছা নাচিয়ে যুল্‌খালাসা নামক মূর্তির তাওয়াফ করবে।

(বুখারী ৭১১৬; মুসলিম ২৯০৬ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৮৫ ইব্‌নু হিব্বান, হাদীস ৬৭১৪ আব্দুর রায্‌যাক, হাদীস ২০৭৯৫)

'আয়িশা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى.

অর্থাৎ দিন-রাত নিঃশেষ হবে না তথা কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না লাত ও 'উয্‌যার পূজা করা হয়। (মুসলিম ২৯০৭)

'আয়িশা বলেনঃ আমি উক্ত হাদীস শুনে রাসূল () কে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি তো মনে করতাম, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেনঃ

﴿هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ﴾.

অর্থাৎ তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত তথা কুর'আন এবং সত্য ধর্ম দিয়ে। যেন তিনি বিজয়ী করতে পারেন উক্ত ধর্মকে সকল ধর্মের উপর। যদিও তা মুশ্‌রিকরা অপছন্দ করে। (তাওবাহ্ : ৩৩)

আমি তো মনে করতাম যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন তখন ইসলাম ধর্ম অবশ্যই পরিপূর্ণরূপে পুরো বিশ্বে প্রকাশ পাবে। রাসূল (ﷺ) তা শুনে বললেনঃ

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِمْ.

অর্থাৎ তুমি যা মনে করতে তাই হবে। তবে যতো দিন আল্লাহ্ তা'আলা তা ইচ্ছে করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ধরনের উত্তম হাওয়া বইয়ে দিবেন যা প্রত্যেক মু'মিন বান্দাহ্‌কে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবে যার অন্তরে একটি রাইয়ের দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। এরপর এমন সব লোক বেঁচে থাকবে যাদের মধ্যে কোন কল্যাণই থাকবে না এবং তারা সবাই নিজ বাপ-দাদার ধর্মের দিকে আবারো ফিরে যাবে।

(মুসলিম ২৯০৭)

নবী (ﷺ) এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। দাউস্ ও তার আশেপাশের গোত্রগুলো একদা যুল্‌খালাসা নামক মূর্তির পূজা শুরু করেছে। তখন শায়েখ মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহিমাহুল্লাহ্) তাদেরকে তাওহীদের দিকে ডাকলেন। শায়েখের দা'ওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইমাম আব্দুল আজিজ বিন্ মুহাম্মাদ বিন্ স'ঊদ্ (রাহিমাহুল্লাহ) যুল্‌খালাসা অভিমুখে দা'য়ীদের একটি দল পাঠান। যাঁরা সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উক্ত মূর্তি ধ্বংস করতে সক্ষম হন। তবে অত্র এলাকায় স'ঊদ্ বংশের ক্ষমতা কিছু দিনের জন্য অকার্যকর হলে মূর্খরা আবারো যুল্‌খালাসার পূজা শুরু করে দেয়। অতঃপর স'ঊদ্ বংশের প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি আব্দুল আজীজ বিন্ আব্দুর রহ্‌মান আবারো ক্ষমতায় আরোহণ করলে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন।

শির্ক শুধু গাছ, পাথর আর কবর পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা আরো অনেক ব্যাপক। বর্তমান যুগে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি তাগুতদেরকেও বিশেষ অবস্থান দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়া সংবিধান রচনা করে মানুষের উপর তা চাপিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে মানুষও তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿اِتَّخَذُوْآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوْآ إِلَّا لِيَعْبُدُوْآ إِلَهًا وَّاحِدًا، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾.

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম, ধর্ম যাজক ও মার্‌ইয়ামের পুত্র মাসীহ্ (ঈসা) (عليه السلام) কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তিনি তাদের শির্ক হতে একেবারেই পূতপবিত্র। (তাওবাহ্: ৩১)

'আদি' বিন্ হাতিম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِيُّ! اِطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٍ:﴿اِتَّخَذُوْآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾ قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ.

অর্থাৎ আমি নবী (ﷺ) এর দরবারে গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলিয়ে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ডেকে বলেনঃ হে 'আদি'! এ মূর্তিটি (ক্রুশ) গলা থেকে ফেলে দাও। তখন আমি তাঁকে উক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি। হযরত 'আদি' বলেনঃ মূলতঃ খ্রিষ্টানরা কখনো তাদের আলিমদের উপাসনা করতো না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতো। আর এটিই হচ্ছে আলিমদেরকে প্রভু মানার অর্থ তথা আনুগত্যের শির্ক। (তিরমিযী, হাদীস ৩০৯৫)

হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া যদি এতো বড়ো অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে ইসলাম বিরোধী মতবাদ তথা ধর্ম নিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদকে জীবন

সাফল্যের একান্ত চাবিকাঠি বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তা প্রচারে মদমত্ত হয়ে উঠে তারা কি আবার মুসলমান হতে পারে?

২৭. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও অশ্লীলতার ছড়াছড়িঃ

প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوْءُ الْمُجَاوَرَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানব সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও প্রতিবেশীর সাথে অশুভ আচরণ করা হয়। (আহ্মাদ্ ১০/২৬-৩১)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে ব্যাপক অশ্লীলতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। (মাজ্মাউয্ যাওয়ায়িদ্ ৭/২৮৪)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ... قَطْعَ الْأَرْحَامِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ বিশেষভাবে দেখা দিবে। (আহ্মাদ্ ৫/৩৩৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে। মানুষ এখন আর গল্প-গুজবের সময় শরীয়তের কোন তোয়াক্কাই করে না। মুখে যাই আসে সে তাই বলে ফেলে।

মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে যায় ; অথচ আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়ের কোন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে নিজ উম্মতকে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করেন।

জুবায়ের বিন্ মুত্ব'ইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

(বুখারী ৫৯৮৪; মুসলিম ২৫৫৬ তিরমিযী, হাদীস ১৯০৯ আবূ দাউদ, হাদীস ১৬৯৬ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২০২৩৮ বায়হাক্বী, হাদীস ১২৯৯৭)

আবূ মূসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী () ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে নাঃ অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।

(আহ্মাদ্, হাদীস ১৯৫৮৭ হা'কিম, হাদীস ৭২৩৪ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫৩৪৬)

কেউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَـذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكِ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুল সৃজন শেষে আত্মীয়তার বন্ধন (দাঁড়িয়ে) বললোঃ এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বললোঃ আমি এ কথায় অবশ্যই রাজি আছি হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তা হলে তোমার জন্য তাই হোক। (বুখারী ৪৮৩০, ৫৯৮৭; মুসলিম ২৫৫৪)

এরপর রাসূল () নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَآئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ﴾.

অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা

এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। (মুহাম্মাদ্ : ২২-২৩)

বর্তমান যুগে কোন প্রতিবেশীর খবরাখবর তার নিকটতম প্রতিবেশীও নিতে চায় না। বরং সুযোগ পেলে তাকে কষ্ট দিতেও ছাড়ে না ; অথচ নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (মুসলিম ৪৬)

যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের মু'মিন নয়।

আবূ শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟!

قَالَ: الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেনঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী ৬০১৬)

নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক।

আবূ হুরাইরাহ্ এবং আবূ শুরাইহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হয়। (মুসলিম ৪৭, ৪৮)

২৮. বুড়োদের কৃত্রিমভাবে যৌবন দেখানোঃ

বুড়োদের সাদা চুলকে কালো করে কৃত্রিমভাবে যৌবন দেখানো কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنَ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন কিছু লোক বেরুবে যারা সাদা চুলকে কালো করবে। মনে হবে যেন কবুতরের পেট। তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (আহ্মাদ্ ৪/১৫৬ আবূ দাউদ/'আউন ১১/২৬৬)

বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক লোক তো তাদের চেহারাকে বাস্তবেই কবুতরের পেট বানিয়ে ফেলে। চার দিক থেকে কামিয়ে শুধু থুতনির উপরই কিছু দাঁড়ি রেখে দেয় এবং তা কালো রঙ্গে রঙ্গীন করে। তখন থুতনিটাকে হুবহু কবুতরের পেটের মতোই দেখা যায়।

চুল বা দাঁড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোন রঙ ব্যবহার করা যায়। বরং তা করাই শ্রেয়। কারণ, তাতে করে ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে এক ধরনের অমিল সৃষ্টি হয় যা শরীয়তের একান্ত কাম্য।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কু'হাফাকে রাসূল (ﷺ) এর সামনে উপস্থিত করা হলো। তাঁর দাঁড়ি ও মাথার চুলগুলো ছিলো সাগামা উদ্ভিদের ন্যায় সাদা। তা দেখে রাসূল (ﷺ) সাহাবাদেরকে বললেনঃ

غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ.

অর্থাৎ এর চুল-দাঁড়িগুলোকে কোন কিছু দিয়ে রঙ্গীন করে নাও। তবে কালো রঙ লাগাবে না। (মুসলিম ২১০২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ.

অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানরা চুল-দাঁড়ি কালার করে না। অতএব তোমরা তাদের উল্টোটা তথা দাঁড়ি-চুলগুলোকে কালার করবে। (মুসলিম ২১০৩)

২৯. অত্যধিক কার্পণ্যঃ

অত্যধিক কার্পণ্য কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَّظْهَرَ الشُّحُّ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, তখন কার্পণ্য প্রকাশ পাবে। (মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

অর্থাৎ সময় খুবই নিকবর্তী হবে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, কার্পণ্য নিক্ষিপ্ত হবে এবং হার্‌জ বেড়ে যাবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হার্‌জ কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হার্‌জ মানে হত্যাকাণ্ড। (মুসলিম ১৫৭)

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا.

অর্থাৎ দিন দিন পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হবে এবং মানুষ ধীরে ধীরে আরো কৃপণ হয়ে উঠবে। (মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ্ ৮/১৪)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে ইমাম হাইসামী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কার্পণ্য সমূহ ধ্বংসের মূল।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

অর্থাৎ তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। তেমনিভাবে তোমরা কার্পণ্য থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কার্পণ্য পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কার্পণ্য তাদেরকে উৎসাহিত করেছে একে অপরের রক্তপাত ঘটাতে এবং একে অপরের ইয্‌যত-আবরু লুণ্ঠন করতে। (মুসলিম ২৫৭৮)

কার্পণ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার মধ্যেই সমূহ সফলতা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾.

অর্থাৎ যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত রয়েছে তারাই সফলকাম।

(হাশ্‌র : ৯ তাগাবুন : ১৬)

৩০. অত্যধিক ব্যবসা-বাণিজ্যঃ

অত্যধিক ব্যবসা-বাণিজ্য কিয়ামতের আরেকটি আলামত। ব্যবসা-বাণিজ্য তখন এতো অধিকহারে সম্প্রসারিত হবে যে, মহিলারাও তাতে অংশ গ্রহণ করবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِيْ التِّجَارَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই সালাম দেয়া হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে। এমনকি মহিলারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরুষের সহযোগী হবে।

(আহ্‌মাদ্ ৫/৩৩৩ 'হাকিম ৪/৪৪৫-৪৪৬)

'আমর বিন্ তাগ্‌লিব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত এই যে, ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে।

(নাসায়ী, হাদীস ৭/২৪৪ আহ্‌মাদ্ ৫/৬৯)

রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতের ব্যাপারে দরিদ্রতার ভয় পাননি। বরং তিনি ভয় পেয়েছেন ধনাধিক্য ও দুনিয়া কামাইয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতার।

'আমর বিন্ 'আউফ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّيْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكُهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার ভয় পাচ্ছি না। বরং ভয় পাচ্ছি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের উপর দুনিয়া উন্মুক্ত করে

দেয়া হবে যেমনিভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তীদের উপর। অতঃপর তোমরা তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে যেমনিভাবে ওরা প্রতিযোগিতা করেছে এবং এ দুনিয়াই তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেমনিভাবে ওদেরকে ধ্বংস করেছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ দুনিয়াই তোমাদেরকে গাফিল করবে যেমনিভাবে ওদেরকে গাফিল করেছে।

(বুখারী ৪০১৫, ৬৪২৫; মুসলিম ২৯৬১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّوْمُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَقُوْلُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُوْنَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

অর্থাৎ যখন রোম ও পারস্য স্বাধীন হবে তখন তোমরা কি করবে? হযরত আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেনঃ তখন আমরা তাই বলবো যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ না কি এ ছাড়া অন্য কিছু। বরং তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে। হিংসা-বিদ্বেষ করবে। একে অপরের পেছনে পড়বে। পরস্পর শত্রুতা করবে অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু। (মুসলিম ২৯৬২)

৩১. অত্যধিক ভূমিকম্পঃ

অত্যধিক ভূমিকম্প কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ভূমিকম্প বেড়ে যাবে। (বুখারী ৭১২১)

ইতিপূর্বে অনেক ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে। তবে কিয়ামত যতই ঘনিয়ে আসবে ততই ভূমিকম্প আরো ব্যাপক এবং আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'হওয়ালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) নিজের হাত খানা আমার মাথায় রেখে বললেনঃ

يَا ابْنَ حَوَالَةَ ! إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ؛ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَ الْبَلَايَا وَ الْأُمُوْرُ الْعِظَامُ، وَ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدِيْ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ.

অর্থাৎ হে ইব্নু 'হাওয়ালাহ্! যখন তুমি দেখবে, বাইতুল্ মাক্বদিসে খিলাফত প্রথা চালু হয়েছে তখন মনে করবে, ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং বড়ো বড়ো অঘটনসমূহ অতি সন্নিকটে। তখন কিয়ামত এতো অতি সন্নিকটে যেমন আমার হাত তোমার মাথার সন্নিকটে। (আহ্মাদ্ ৫/২৮৮ আবূ দাউদ/'আউন ৭/২০৯-২১০ 'হাকিম ৪৫/৪২৫ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৭৭১৫)

৩২. ভূমিধস, বিকৃতি ও ক্ষেপণঃ

ভূমিধস, বিকৃতি ও ক্ষেপণ কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ.

অর্থাৎ এ উম্মতের শেষ দিকে দেখা দিবে ভূমিধস, বিকৃতি ও ক্ষেপণ। হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা কি তখন ধ্বংস হয়ে যাবো ; অথচ তখনো আমাদের মধ্যে থাকবে সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। রাসূল (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, তাই হবে যখন অপকর্ম সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করবে। (তিরমিযী ৬/৪১৮ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৮০১২)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَ خَسْفٌ وَ قَذْفٌ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে বিকৃতি, ভূমিধস ও নিক্ষেপ দেখা দিবে।

(ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৪৯)

বিশেষ করে তাক্বদীরে যারা অবিশ্বাসী তাদের মধ্যেই বিকৃতি ও নিক্ষেপ দেখা দিবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ مَسْخٌ وَقَذْفٌ، وَهُوَ فِيْ الزَّنْدَقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ.

অর্থাৎ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে বিকৃতি ও নিক্ষেপ। তবে তা হবে বিশেষ করে তাক্বদীরে অবিশ্বাসীদের মাঝে। (আহ্মাদ্ ৯/৭৩-৭৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِيْ أَهْلِ الْقَدْرِ.

অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে ভূমিধস, বিকৃতি ও নিক্ষেপ। আর তা হবে বিশেষ করে তাক্বদীরে অবিশ্বাসীদের মাঝে। (তিরমিযী ৬/৩৬৭-৩৬৮)

কিয়ামতের পূর্বে আরবরাই বিশেষভাবে ভূমিধসের স্বীকার হবে।

আব্দুর রহ্মান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ তাঁর পিতা বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ؟ قَالَ: فَعَرَفْتُ حِيْنَ قَالَ: قَبَائِلَ أَنَّهَا الْعَرَبُ، لِأَنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না কয়েকটি আরব বংশ ভূমিধসে আক্রান্ত হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হবেঃ অমুক বংশের আর কে বেঁচে আছে? বর্ণনাকারী সাহাবী বলেনঃ "ক্বাবায়িল" শব্দ শুনতেই আমার মনে হলো, এরা আরব। কারণ, অনারবদেরকে এলাকার প্রতি সম্পৃক্ত করেই তাদের পরিচয় দেয়া হয়। যেমনঃ বলা হতোঃ রোমান, পারস্যবাসী ইত্যাদি। (আহ্মাদ্ ৪/৪৮৩ মাজ্মা'উয্ যাওয়ায়িদ ৮/৯)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে ইমাম হাইসামী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বাক্বীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে মিম্বরে খুতবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيْبًا؛ فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ.

অর্থাৎ যখন তুমি শুনবে আমার সেনাদল অতি নিকটেই ভূমিধসে আক্রান্ত হয়েছে তখন মনে করবে, কিয়ামতই এসে গেছে।

(আহ্মাদ্ ৬/৩৭৮-৩৭৯ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৬৩১)

ইতিপূর্বে যে ভূমিধসগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দেখা দিয়েছে তা গুনাহ্গারদের প্রতি সংকেত মাত্র। যাতে তারা পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসে।

'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

অর্থাৎ এ উম্মতের মাঝে ভূমিধস, বিকৃতি ও নিক্ষেপ দেখা দিবে। জনৈক সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রসূল! তা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন গায়ক-গায়িকা ও হরেক রকমের বাদ্যযন্ত্র বিস্তার লাভ করবে এবং মদ পান করা হবে। (তিরমিযী, হাদীস ৪৫৮ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৪১১৯)

আবূ মালিক আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

অর্থাৎ অচিরেই আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে পরিচিত নাম ভিন্ন অন্য নামে। তাদের সামনেই বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূমিধসে আক্রান্ত করবেন এবং তাদের কাউ কাউকে শূকর ও বানরে পরিণত করবেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০২০ স'হীহুল্ জামি', হাদীস ৪১১৯)

বিকৃতি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ভাবেই হতে পারে। তবে যদি তা অপ্রকাশ্যভাবেই ধরে নেয়া হয় তা হলে তা এখনই পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, যারা বর্তমানে গুনাহ্'র কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক বা হালাল মনে করছে তাদের অন্তরের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। তারা হালাল-হারাম, বৈধাবৈধের মাঝে কোন পার্থক্যই করে না। এ দিকে প্রকাশ্য বিকৃত তো তাদের জন্য বরাদ্দ থাকছেই।

৩৩. নেককার লোকদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়াঃ

নেককার লোকদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া এবং খারাপ লোকের আধিক্য কিয়ামতের আরেকটি আলামত। এমনকি পরিশেষে শুধু খারাপ লোকই দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকবে। আর তখনই তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ.

অর্থাৎ একমাত্র নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে।

(মুসলিম ২৯৪৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللهُ شَرِيْطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَبْقَى فِيْهَا عَجَاجَةٌ، لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا، وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ্দেরকে এ বিশ্ব ভুবন থেকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর এ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে শুধু নিকৃষ্ট জন সাধারণ। তারা ভালোকেও ভালো বলবে না এবং খারাপকেও খারাপ বলবে না। (আহ্মাদ্ ১১/১৮১-১৮২ 'হাকিম ৪/৪৩৫)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে ইমাম 'হাকিম, যাহাবী ও আল্লামাহ্ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'আমর বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغَرْبَلُوْنَ فِيْهِ غَرْبَلَةً، يَبْقَى مِنْهُمْ حُثَالَةٌ، قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوْا، فَكَانُوْا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

অর্থাৎ এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষকে চালন দিয়ে চালিয়ে তথা যাচাই-বাছাই করে ভালো লোকদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন শুধুমাত্র খারাপ লোকই বেঁচে থাকবে। তাদের কোন আমানত ও অঙ্গীকার ঠিক থাকবে না। তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। যেন এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে ঢুকানো হয়েছে।

(আহ্মাদ্ ১২/১২ 'হাকিম ৪/৪৩৫)

৩৪. সমাজে নিচু শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বঃ

সমাজে নিচু লোকদের নেতৃত্ব কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

যতই কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে ততই সমাজের নিচু শ্রেণীর লোকেরা সমাজের নেতৃত্ব দিবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষমতাধররা ধর্মীয় জ্ঞানে মূর্খ এবং ধার্মিকতায় একেবারেই শূন্যের কোঠায় ; অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে সমাজের নেতৃত্ব ওরাই দিবেন যাঁরা হবেন ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ও আল্লাহ্ভীরু। কারণ, তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র সম্মানের পাত্র।

এ কারণেই রাসূল (ﷺ) কোন এলাকার দায়িত্বশীল নিয়োগ করতেন

এমন ব্যক্তিকে যিনি ছিলেন উপস্থিত সবার মধ্যে বেশি জ্ঞানের অধিকারী এবং উক্ত কাজের সত্যিকারের উপযুক্ত। তেমনিভাবে তাঁর খলীফাগণও উক্ত নিয়োগ পদ্ধতি পালন করেন।

একদা নাজরানবাসীরা রাসূল (ﷺ) এর নিকট তাদের উপর দায়িত্বশীল হিসেবে একজন আমানতদার ব্যক্তি কামনা করছিলো। তখন রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট একজন সত্যিকার আমানতদার ব্যক্তি পাঠাবো। তখন সবাই উঁকিঝুঁকি মারছিলো রাসূল (ﷺ) কাকে পাঠাবেন তা জানার জন্য। অতঃপর রাসূল (ﷺ) হযরত আবূ 'উবাইদাহ্ বিন্ জার্রাহ্ (রাঃ) কেই পাঠিয়ে দিলেন। (বুখারী ৪৩৮১)

নিম্নে উক্ত আলামত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হলোঃ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهَا سَتَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ سِنُوْنَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الْأَمِيْنُ، وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيْلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: السَّفِيْهُ يَتَكَلَّمُ فِيْ أَمْرِ الْعَامَّةِ.

অর্থাৎ অচিরেই এমন কিছু বছর আসবে যাতে মানুষ ধোকা খাবে। তাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। আত্মসাৎকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদারকে আত্মসাৎকারী মনে করা হবে। সে সময় রুওয়াইবেযা কথা বলবে। রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ রুওয়াইবেযা কে? তিনি বললেনঃ রুওয়াইবেযা হচ্ছে সে বেকুব লোক যে জাতীয় ব্যাপারে কথা বলবে। (আহ্মাদ ১৫/৩৭-৩৮)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا.

অর্থাৎ যখন জামা-কাপড় ও জুতোবিহীন লোকেরা মানুষের নেতৃত্ব দিবে তখনই মনে করবে কিয়ামত অতি সন্নিকটে। (মুসলিম ৯)

'উমর বিন্ খাত্তাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে অযোগ্য অপদার্থ লোক দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়া। (মায্মা'উয্যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৫)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ইরশাদ করেনঃ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

অর্থাৎ যখন নেতৃত্ব অযোগ্যের হাতে তুলে দেয়া হয় তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। (বুখারী ৬৪৯৬)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ... أَنْ يَعْلُوَ التُّحُوْتُ الْوُعُوْلَ، أَكَذٰلِكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتَهُ مِنْ حِبِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا : وَمَا التُّحُوْتُ؟ قَالَ: فُسُوْلُ الرِّجَالِ وَأَهْلُ الْبُيُوْتِ الْغَامِضَةِ يُرْفَعُوْنَ فَوْقَ صَالِحِيْهِمْ، وَالْوُعُوْلُ: أَهْلُ الْبُيُوْتِ الصَّالِحَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ''তু'হূত'' (নিচু লোকেরা) ''উ'উল'' (ভালো লোকের) উপর নেতৃত্ব দিবে। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ কে জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্! তুমি কি উক্ত হাদীসটি আমার প্রিয় নবী থেকে শুনছিলে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, কা'বার প্রভুর কসম! আমি তা প্রিয় নবী থেকে শুনেছি। শ্রোতারা বললোঃ ''তু'হূত'' কি? তিনি বললেনঃ ''তু'হূত'' মানে নিচু লোক। অপ্রসিদ্ধ ঘরের লোকেরা ভালো লোকদের উপর মর্যাদা পাবে। আর ''উ'উল'' মানে ভালো ঘরের লোকেরা। (মায্মা'উয্যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৭)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ইরশাদ করেনঃ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيْرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ.

অর্থাৎ দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না তা অযোগ্য অপদার্থ লোকের হাতে চলে যাবে। (আহ্‌মাদ্ ১৬/২৮৪ স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৭১৪৯)

'হুযাইফাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ( ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না দুনিয়ার সব চাইতে ভাগ্যবান ব্যক্তি হবে অযোগ্য অপদার্থ। (আহ্‌মাদ্ ৫/৩৮৯ স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৭৩০৮)

এ দ্বীনহারা ঈমানহারা ব্যক্তিরাই একদা সুন্দর সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত হবে।

'হুযাইফাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ( ) আমানত উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ

يُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

অর্থাৎ তখন কারো কারোর সম্পর্কে এ কথাও বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান! কতই না চালাক! কতই না বীর সাহসী! অথচ তার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই। (বুখারী ৬৪৯৭)

৩৫. শুধু পরিচিতজনকেই সালাম দেয়াঃ

শুধু পরিচিতজনকেই সালাম দেয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ( ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ، لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে একে অপরকে সালাম দিবে শুধুমাত্র পরিচয়ের ভিত্তিতেই। (আহ্‌মাদ্ ৫/৩২৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই সালাম দেয়া হবে। (আহ্‌মাদ্ ৫/৩৩৩)

৩৬. অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করাঃ

অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ উমাইয়াহ্ জুমা'হী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ثَلَاثًا : إِحْدَاهُنَّ : أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে তিনটিঃ তার মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকটই তখন ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে। (যুহ্দ/ইবনুল্ মুবারক, হাদীস ৬১ স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৭৩০৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، وَتَفَرَّقَتْ أَهْوَاؤُهُمْ هَلَكُوْا.

অর্থাৎ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বড় বড় সাহাবী থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। আর যখন তারা ছোটদের থেকে জ্ঞান আহরণ করবে এবং তাদের খেয়াল খুশী মতো দলে দলে বিভক্ত হবে তখনই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(যুহ্দ/ইবনুল্ মুবারক, হাদীস ৮১৫ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২০৪৪৬)

৩৭. কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী মহিলাদের আবির্ভাবঃ

কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী মহিলাদের আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى سُرُوْجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوْهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা ঘরের ন্যায় আসনে তথা গাড়িতে আরোহণ করবে। যাতে চড়ে তারা মসজিদের দরজায় অবতরণ করবে। তাদের মহিলারা হবে কাপড় পরিহিতা; অথচ উলঙ্গা। তাদের মাথা হবে দুর্বল খুরাসানী উটের কুঁজোর ন্যায়। তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত করবে। কারণ, তারা অভিসম্পাত পাওয়ার উপযুক্তা। তোমাদের পর যদি অন্য কোন জাতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমাদের মহিলারা তাদের মহিলাদের খিদমত করবে যেমনিভাবে পূর্বেকার জাতির মহিলারা তোমাদের খিদমত করে।

(আহ্মাদ ১২/৩৬)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

سَيَكُوْنَ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى الْمَيَاثِرِ حَتَّى يَأْتُوْا أَبْـوَابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ.

অর্থাৎ এ উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা নরম নরম আসনে তথা উন্নত মানের গাড়িতে আরোহণ করবে। যাতে চড়ে তারা মসজিদের দরোজায় অবতরণ করবে। তাদের মহিলারা হবে কাপড় পরিহিতা ; অথচ উলঙ্গা। ('হাকিম ৪/৪৩৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّـارِ لَـمْ أَرَهُمَـا : قَـوْمٌ مَعَهُـمْ سِـيَاطٌ كَأَذْنَـابِ الْبَقَـرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِـيَاتٌ عَارِيَـاتٌ مُمِـيْلَاتٌ مَـائِلَاتٌ، رُؤُوْسُـهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় লম্বা লাঠি। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলারা যারা হবে কাপড় পরিহিতা ; অথচ উলঙ্গা। অন্যকে আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও হবে অন্যের প্রতি আকৃষ্টা। তাদের মাথা হবে খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে

প্রবেশ করবে না। এমনকি উহার সুগন্ধও পাবে না। অথচ উহার সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম ২১২৮)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَظْهَرَ ثِيَابٌ تَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ.

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য থেকে আরেকটি আলামত এই যে, তখন এমন পোশাক-পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত হবে যা পরবে এমন মহিলারা যারা হবে কাপড় পরিহিতা ; অথচ উলঙ্গা। (মায্মা'উয্যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৭)

৩৮. মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়াঃ

মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত। মু'মিনের ঈমান যতই শক্তিশালী হবে ততই তার স্বপ্ন হবে অত্যধিক সত্য।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ؛ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيْ: وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ.

অর্থাৎ (কিয়ামতের) সময় যতই ঘনিয়ে আসবে ততই কোন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তবে তোমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি সত্য স্বপ্ন দেখবে সে ব্যক্তি যে সব চাইতে বেশি সত্য কথা বলে। কারণ, মুসলমানের স্বপ্ন তো নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশাংশের একাংশ। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, আর যা নবুওয়াতের একাংশ তা তো আর মিথ্যা হতে পারে না। (বুখারী ৭০১৭; মুসলিম ২২৬৩)

কখন এ সত্য স্বপ্ন দেখা দিবে তা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক. কিয়ামতের পূর্বক্ষণে যখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে। অত্যধিক হত্যাকাণ্ড ও ফিতনার দরুন যখন শরীয়তের নিদর্শনসমূহ মুছে যাবে। তখন মানুষের প্রয়োজন দেখা দিবে কোন এক নবীর আবির্ভাবের। কিন্তু আমাদের

নবী তো সর্বশেষ নবী। তাঁর পর তো আর কোন নবী আসবেন না। তাই মুসলমানরা তখন সুসংবাদ ও সতর্কতা মূলক সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।

খ. মু'মিনদের সংখ্যা যখন কমে যাবে এবং কাফির, মুশ্রিক, ফাসিক ও মূর্খের সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন মু'মিনদেরকে সম্মান ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এ সত্য স্বপ্ন দেখানো হবে।

গ. 'ঈসা (ﷺ) যখন কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন তখনকার মু'মিনরা এ সত্য স্বপ্ন দেখবেন। কারণ, তাঁরা হবেন সত্যবাদী মুসলমান এবং তাঁদের স্বপ্নও হবে সত্য।

৩৯. লেখালেখির অধিক বিস্তারঃ

লেখালেখির অধিক বিস্তার কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ... ظُهُوْرَ الْقَلَمِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে লেখালেখির ছড়াছড়ি দৃষ্টিগোচর হবে। (আহ্মাদ্ ৫/৩৩৩-৩৩৪)

'আমর বিন্ তাগ্লিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكْثُرَ التُّجَّارُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ব্যবসায়ী বেড়ে যাওয়া এবং জ্ঞানের বিস্তার। (ত্বায়ালিসী/মিন'হাহ্ ২/১১২ নাসায়ী ৭/২৪৪)

প্রকাশন শিল্পের উন্নতির দরুন আজ যত্রতত্র বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে। এরপরও কুর'আন ও সহীহ্ হাদীস নির্ভরশীল জ্ঞানের ভীষণ আকাল।

৪০. রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতের প্রতি ভীষণ অনীহাঃ

রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতের প্রতি ভীষণ অনীহা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ؛ لَا يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদের উপর দিয়ে চলে যাবে ; অথচ সে তাতে দু' রাক্'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়বে না। (ইব্নু খুযাইমাহ্ ২/২৮৩-২৮৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أَنْ يَّجْتَازَ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ، فَلَا يُصَلِّيْ فِيْهِ.

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি মসজিদ অতিক্রম করবে ; অথচ তাতে তার নামায খানা আদায় করে নিবে না। (মায্মা'উয্যাওয়ায়িদ্ ৭/৩২৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, মসজিদগুলোকে তখন রাস্তা বানিয়ে নেয়া হবে। (ত্বায়ালিসী/মিন'হাহ্ ২/১১২ 'হাকিম ৪/৪৪৬)

আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, মসজিদগুলোকে তখন রাস্তা বানিয়ে নেয়া হবে। (ত্বায়ালিসী/মিন'হাহ্ ২/১১২ 'হাকিম ৪/৪৪৬)

অথচ যে কোন সময় মসজিদে ঢুকলে সর্ব প্রথম দু' রাক্'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়ে নিতে হয়।

রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু' রাক্'আত নামায আদায় না করে না বসে। (বুখারী ৪৪৪, ১১৬৩; মুসলিম ৭১৪)

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো এই যে, বর্তমান যুগে বিশ্বের কিছু কিছু প্রাচীন মসজিদ যিকির ও ইবাদাতের জায়গা না হয়ে পর্যটন এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। যাতে কাফির, মুশ্রিকরাও অবাধে প্রবেশ করে।

৪১. নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা দেয়াঃ

নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা দেয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ.

অর্থাৎ কিয়ামত সন্নিকটে আসার আলামত এও যে, নতুন চাঁদ তখন বড় আকারে দেখা দিবে। (স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৫৭৭৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ، فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ.

অর্থাৎ কিয়ামত সন্নিকটে আসার আলামত এও যে, নতুন চাঁদ তখন বড় আকারে দেখা দিবে। এক রাত্রির চাঁদ দেখে বলা হবেঃ এ তো দু' রাত্রির চাঁদ। (মাযমা'উয্যাওয়ায়িদ্ ৩/১৪৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত এটিও যে, তখন এক রাত্রির চাঁদ দেখে বলা হবেঃ এ তো দু' রাত্রির চাঁদ। (স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৫৭৭৫)

৪২. যত্রতত্র মিথ্যার ছড়াছড়ি এবং সংবাদ প্রচারে সত্যতা যাচাই না করাঃ

যত্রতত্র মিথ্যার ছড়াছড়ি এবং সংবাদ প্রচারে সত্যতা যাচাই না করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ أُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

অর্থাৎ অচিরেই আমার উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোক আবির্ভূত হবে যারা তোমাদেরকে এমন কিছু হাদীস শুনাবে যা তোমরা ইতিপূর্বে কারো থেকে শুনোনি। না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তারাও যেন তোমাদের থেকে দূরে থাকে। (মুসলিম ৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ.

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন কিছু মিথ্যুক দাজ্জাল বেরুবে যারা তোমাদেরকে এমন কিছু হাদীস শুনাবে যা তোমরা ইতিপূর্বে কারো থেকে শুনোনি। না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তারাও যেন তোমাদের থেকে দূরে থাকে। তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে। (মুসলিম ৭)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِيْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَيَتَفَرَّقُوْنَ، فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِيْ مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

অর্থাৎ একদা শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে কোন এক জন সমষ্টির নিকট এসে তাদের নিকট মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে। উক্ত জন সমষ্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাদের কেউ কেউ বলবেঃ আমি এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস শুনেছি যার চেহারা চিনি ; অথচ তার নাম জানি না।

(মুসলিম, ভূমিকা, হাদীস ৭ এর অধীন)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ فِيْ الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً، أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

অর্থাৎ সাগরের মধ্যে অনেকগুলো শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়েছে। যাদেরকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছেন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)। অচিরেই তারা সাগর থেকে বের হয়ে মানুষকে কুর'আন পড়ে শুনাবে ; অথচ তা কুর'আন নয়। (মুসলিম, ভূমিকা, হাদীস ৭ এর অধীন)

৪৩. সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রেখে অধিক হারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াঃ

সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রেখে অধিক হারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ شَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যই দেয়া হবে। (আহ্মাদ ৫/৩৩৩)

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া যেমন হারাম তেমনিভাবে সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখাও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَ لَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾.

অর্থাৎ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। (বাক্বারাহ্ : ২৮৩)

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ্ও বটে।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটিঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেনঃ হয়তো বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী ৬৮৭১; মুসলিম ৮৮)

এ ছাড়াও মিথ্যা সাক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে অন্যের উপর যুলুম ও মানুষের অধিকার নষ্ট করা। যা এ জাতীয় মানুষের মধ্যে ঈমানের অতি দুর্বলতা এবং আল্লাহভীতি না থাকারই প্রমাণ বহন করে।

৪৪. পুরুষের স্বল্পতা ও মহিলাদের আধিক্যঃ

পুরুষের স্বল্পতা ও মহিলাদের আধিক্য কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয়, মূর্খতা প্রকাশ পায়, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মূর্খতা জেঁকে বসে, মদ পান করা হয়, ব্যভিচার প্রকাশ পায়, পুরুষ কমে যায় এবং মহিলা বেড়ে যায়। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।

(বুখারী ৮০, ৮১, ৬৮০৮; মুসলিম ২৬৭১)

মহিলাদের সংখ্যাধিক্য জন্ম সূত্রেও হতে পারে আবার অধিক হারে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার কারণেও হতে পারে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে,

وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ.

অর্থাৎ পুরুষ চলে যাবে এবং মহিলারাই থেকে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র পরিচালনাকারী থাকবে।

উপরোক্ত হাদীসে পঞ্চাশ জন মহিলা বলতে সুনির্দিষ্ট পঞ্চাশ সংখ্যাই বুঝানো হয়নি। বরং তাতে মহিলাদের সংখ্যাধিক্যের কথাই বুঝানো হয়েছে। কারণ, অন্য হাদীসে চল্লিশ জনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে যখন জনৈক ব্যক্তি স্বর্ণের যাকাত নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে ; অথচ সে এমন কোন লোক খুঁজে পাবে না

যে তার যাকাতটুকু গ্রহণ করবে এবং যখন দেখা যাবে যে, একজন পুরুষের অধীনে রয়েছে চল্লিশ জন মহিলা যারা ভরণ-পোষণের দিক দিয়ে একমাত্র তার উপরই নির্ভরশীল। কারণ, তখন পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। (মুসলিম ১০১২)

৪৫. হঠাৎ মৃত্যুর ছড়াছড়িঃ

হঠাৎ মৃত্যুর ছড়াছড়ি কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ... أَنْ يَّظْهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যু বেশি বেশি প্রকাশ পাওয়া। (মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ ৭/৩২৫ স'হীহুল্ জা'মি', হাদীস ৫৭৭৫)

বর্তমান যুগে দেখা যায়, মানুষটি খুবই সুস্থ সবল ; অথচ একটু পরেই শুনা যায়, লোকটি মারা গেছে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ সময় থাকতে পূর্বের গুনাহ্ থেকে তাওবা করে কুর'আন ও হাদীসের সঠিক পথ গ্রহণ করা।

৪৬. মানুষে মানুষে শত্রুতা ও পরস্পর সম্পর্কহীনতাঃ

মানুষে মানুষে শত্রুতা ও পরস্পর সম্পর্কহীনতা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

'হুযাইফাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ، لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيْطِهَا، وَمَا يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْهَا، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجًا، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَالْهَرْجُ مَا هُوَ؟ قَالَ : بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ : الْقَتْلُ، وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَّعْرِفَ أَحَدًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আমার প্রভুর নিকটেই। সময় মতো তা উদ্ভাসিত করবেন একমাত্র তিনিই। তবে আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের কিছু আলামত বলবো। যা কিয়ামতের পূর্বেই দেখা দিবে। কিয়ামতের পূর্বে দেখা দিবে ফিতনা এবং হারজ। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! ফিতনা তো বুঝলাম। কিন্তু হারজ কি? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ ইথিওপীয়দের ভাষায় হারজ মানে হত্যা। আর তখন মানুষের

মাঝে সম্পর্কহীনতা ঢেলে দেয়া হবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে, তখন কেউ আর কাউকে চিনবে না। (আহ্মাদ ৫/৩৮৯)

বর্তমান যুগে প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা নিজের লাভকেই অগ্রধিকার দিয়ে থাকে। যথাসম্ভব সে অন্যের লাভকে এতটুকুও গুরুত্ব দিতে চায় না। তাই একের উপর অন্যের বিশ্বাস এখন তিরোহিত প্রায়। ভাবখানা এমন যে কেউ আর এখন কাউকে চিনে না।

৪৭. আরব ভূমি নদ-নদী ও রবিশস্যে ভরে যাওয়াঃ

আরব ভূমি নদ-নদী ও রবিশস্যে ভরে যাওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَأَنْهَارًا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ অত্যধিক হারে বেড়ে যায়, যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতি হয় যে, জনৈক ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘর থেকে বের হবে ; অথচ সে এমন কোন লোক খুঁজে পাবে না যে তার পক্ষ থেকে যাকাতটুকু গ্রহণ করবে, যতক্ষণ না আরব ভূমি নদ-নদী ও শস্যে ভরে যায়। (মুসলিম ১৫৭)

মু'আয্ বিন্ জাবাল্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা তাবুক যুদ্ধের বছর রাসূল (ﷺ) এর সাথে সফরে বের হয়েছি। তখন তিনি দু' নামায একত্রে পড়তেন। যুহর-আসর একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব-'ইশাও একত্রে পড়তেন। একদা তিনি নামায পড়তে দেরি করলেন। অতঃপর তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে যুহর-আসর একত্রে পড়ালেন। পুনরায় তাঁবুতে ঢুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বের হয়ে মাগরিব-'ইশা একত্রে পড়ালেন। অতঃপর বললেনঃ

إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوْكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوْهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ

مَاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ قَالَا : نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوْا بِأَيْدِيْهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِيْ شَيْءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيْهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.

অর্থাৎ তোমরা আগামী কাল তাবুক কূপে পৌঁছুবে। তোমরা সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সূর্য তখন আকাশে অনেক দূর উঠে যাবে। তোমাদের কেউ সেখানে পৌঁছুলে সে যেন উক্ত কুয়ার পানি এতটুকুও স্পর্শ না করে যতক্ষণ না আমি সেখানে পৌঁছোই। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা সেখানে পৌঁছুলাম। তবে আমাদের পূর্বেই সেখানে দু' জন লোক পৌঁছে যায়। কুয়োটি ছিলো এতোই সংকীর্ণ যেন জুতোর ফিতা। তা থেকে একটু একটু পানি বেরুচ্ছিলো। রাসূল (ﷺ) লোক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি ইতিপূর্বে এ কুয়োর পানি স্পর্শ করছিলে? তারা বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে মন্দ-শক্ত যাই বলার বললেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ হাতে কুয়ো থেকে একটু একটু পানি উঠাচ্ছিলেন এবং তা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছিলেন। রাসূল (ﷺ) তাতে তাঁর হাত ও চেহারা ধুয়ে পানিটুকু আবার কুয়োতে ঢেলে দেন। তাতে করে উক্ত কুয়ো থেকে প্রচুর পানি বের হতে শুরু করে। এমনকি সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পানি সেখান থেকেই সংগ্রহ করে। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেনঃ হে মু'আয্! তুমি আরো বয়স পেলে দেখবে অত্র এলাকা বাগ-বাগিচায় ভরে গেছে। (মুসলিম ৭০৬)

৪৮. বেশি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমিনে ফলন কম হওয়াঃ

বেশি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমিনে ফলন কম হওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا، لَا تُكِنُّ مِنْهَا بُيُوْتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهَا إِلَّا بُيُوْتُ الشَّعْرِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আকাশ প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে। তা থেকে মাটির ঘর কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তবে তখনকার তাঁবু এবং বর্তমান যুগের পাকা ঘরই তা থেকে রক্ষা করতে পারবে। (আহ্মাদ্ ১৩/২৯১)

আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ভারী বর্ষণ হয়। তবে সে বৃষ্টিতে জমিন কোন কিছুই ফলাবে না। (আহ্মাদ্ ৩/১৪০)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوْا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوْا وَتُمْطَرُوْا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا.

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মানে বৃষ্টি না হওয়া নয়। বরং অচিরেই এমন দুর্ভিক্ষ আসবে যখন বৃষ্টি হতেই থাকবে। তবে জমিন তখন কোন কিছুই ফলাবে না। (মুসলিম ২৯০৪)

৪৯. ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হওয়াঃ

ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّيْ أَكُوْنُ أَنَا الَّذِيْ أَنْجُوْ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হয় যার দখল নিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে মেতে উঠবে এবং যার ভয়াবহ পরিণতিতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি কথা, হয়তো বা আমিই বেঁচে যাবো। (মুসলিম ২৮৯৪)

এ অশুভ পরিণতির কথা খেয়াল করেই রাসূল (ﷺ) উক্ত পাহাড় থেকে কিছু সংগ্রহ করতে নিষেধ করেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

অর্থাৎ অচিরেই ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হবে। কেউ সেখানে উপস্থিত থাকলে সে যেন কিছু না নেয়। (মুসলিম ২৮৯৪)

৫০. হিংস্র পশু ও জড় পদার্থের মানুষের সাথে কথা বলাঃ

হিংস্র পশু ও জড়ো পদার্থের মানুষের সাথে কথা বলা কিয়ামতের আরেকটি আলামত। জড়ো পদার্থ তখন বলে দিবে কার অনুপস্থিতিতে কি ঘটেছে। মানুষের উরু তখন বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি করেছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা এক বাঘ জনৈক রাখালের পাশ দিয়ে যেতেই তার ছাগল পাল থেকে একটি ছাগল ছিনিয়ে নেয়। রাখাল বাঘটিকে তাড়িয়ে তার হাত থেকে ছাগলটিকে উদ্ধার করে। বাঘটি একটি টিলার উপর চড়ে লেজ গুটিয়ে বসে রাখালটিকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ তুমি আমার রিযিকটুকু ছিনিয়ে নিলে যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। রাখালটি তা শুনে বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি আজকের মতো কখনো কোন বাঘকে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। বাঘটি বললোঃ এর চাইতে আরো আশ্চর্য হচ্ছে দু'টি মরু প্রান্তরের মধ্যকার খেজুর গাছ বিশিষ্ট জনপদের সে জনৈক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পূর্বাপর সবকিছুই বলে দিতে পারেন। রাখালটি ছিলো ইহুদি। সে নবী (ﷺ) কে ঘটনাটি জানালে নবী (ﷺ) তাকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর বলেনঃ

إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثَهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

অর্থাৎ এটি তো কিয়ামতের আলামতগুলোর একটি আলামত। অচিরেই এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে ফিরে আসলে তার জুতা ও হাতের ছড়ি বলে দিবে তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে। (আহ্মাদ্, হাদীস ৮০৪৯)

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রীর বর্ণনায় রয়েছে,

صَدَقَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَـدِهِ ! لَا تَقُـوْمُ السَّـاعَةُ حَـتَّى يُكَلِّـمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! লোকটি তো সত্য কথাই বলেছে। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলে, কোন ব্যক্তির ছড়ির মাথা ও জুতার পিতা তার সাথে কথা বলে এবং কোন ব্যক্তির উরু বলে দেয় তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কি করেছে। (আহ্মাদ ৩/৮৩-৮৪)

৫১. কঠিন পরিস্থিতির দরুন নিজের মৃত্যু নিজেই কামনা করাঃ

কঠিন পরিস্থিতির দরুন নিজের মৃত্যু নিজেই কামনা করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি অন্যের কবরের পাশ দিয়ে যেতেই বলে উঠবেঃ আহ্! আমি যদি তার জায়গায় হতাম।

(বুখারী ৭১১৫, ৭১২১; মুসলিম ১৫৭)

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَا تَـذْهَبُ الدُّنْيَـا حَـتَّى يَمُـرَّ الرَّجُـلُ عَلَى الْقَـبْرِ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَـبْرِ، وَلَـيْسَ بِـهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ.

অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না কোন পুরুষ কবরের পাশ দিয়ে যেতেই তার উপর গড়াগড়ি করে বলেঃ আহ্! আমি যদি কবরে শায়িত ব্যক্তিটির জায়গায় হতাম ; অথচ এ কামনা ধর্মীয় কোন কারণে নয়। বরং তা হবে অধিক বিপদাপদের দরুন। (মুসলিম ১৫৭)

কখনো কখনো জীবন পরিচালনার ক্লান্তি সহ্য করতে না পেরে কেউ কেউ দাজ্জালের আবির্ভাব কামনা করবে।

'হুযাইফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيْهِ الدَّجَّالَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! بِأَبِيْ وَأُمِّيْ مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ وَالْعَنَاءِ.

অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ দাজ্জালের আবির্ভাব কামনা করবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক! তা কেন হবে? রাসূল (ﷺ) বলেনঃ কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে।

(মাজ্মা'উয্ যাওয়ায়িদ্ ৭/২৮৪-২৮৫)

৫২. রোমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করাঃ

রোমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

মুস্তাওরিদ কুরাশী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ أَكْثَرُ النَّاسِ.

অর্থাৎ কিয়ামত যখন কায়িম হবে তখন রোমানরা থাকবে সংখ্যায় অনেক। (মুসলিম ২৮৯৮)

'আউফ্ বিন্ মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ، فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

অতঃপর তোমাদের মাঝে ও রোমানদের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি ঝাণ্ডার অধীনে যুদ্ধ করবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য। (বুখারী ৩১৭৬)

নাফি' বিন্ 'উত্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ، قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ! لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّوْمُ.

অর্থাৎ তোমরা আরব দ্বীপের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয় দিবেন। তোমরা পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয় দিবেন। তোমরা রোমের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয় দিবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয় দিবেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ নাফি' বললোঃ হে জাবির! আমাদের ধারণা, দাজ্জাল বেরুবে না যতক্ষণ না রোম পরাজিত হয়। (মুসলিম ২৯০০)

রোমানদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ইয়াসীর বিন্ জাবির (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কুফায় অগ্নিবায়ু দেখা দিলে জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)! কিয়ামত তো এসেই গেলো। তখনো আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসে বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিরাস অবন্টিত থেকে যায়। যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ পেয়েও মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। অতঃপর তিনি সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেনঃ শত্রু একত্রিত হবে এবং মুসলমানরাও একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আপনি কি রোমানদের কথা বলছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। উক্ত যুদ্ধের সময় অস্ত্রের ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি বহু দূর থেকে শুনা যাবে। তখন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন একটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে রাত্রি এসে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন আরেকটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে রাত্রি

এসে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন আরেকটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যখন চতুর্থ দিন হবে তখন বাকি সব মুসলমান শত্রুর উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে তারা এ যুদ্ধেও পরাজিত হবে। তারা এমন এক যুদ্ধে মেতে উঠবে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এমনকি কোন পাখি তাদেরকে অতিক্রম করতে না করতেই সে মরে গিয়ে নিচে পড়বে। তখন একই বংশের একশত জন গণে দেখা যাবে তাদের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে। তখন যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ নিয়ে খুশি হওয়ারই বা কি থাকবে এবং কোন্ উত্তরাধিকার সম্পদই বা বন্টন করা হবে। এমতাবস্থায় তারা আরো এক কঠিন বিপদের কথা শুনতে পাবে। তারা শুনতে পাবে, দাজ্জাল তাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা সবকিছু ফেলে রেখেই ওদিকে দৌড়াতে থাকবে। সর্ব প্রথম তারা তাদের মধ্য থেকে দশ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী পাঠাবে। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ আমি তাদের নাম এবং তাদের বাপ-দাদার নামও জানি। এমনকি তাদের ঘোড়ার রংও এবং তারাই হবে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। (মুসলিম ২৮৯৯)

উপরোল্লিখিত যুদ্ধ সংঘটিত হবে সিরিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে দাজ্জাল বেরুবার কিছু কাল আগেই। তবে রোমানদের উপর মুসলমানদের বিজয় কুস্তানত্বীনিয়্যাহ্ তথা ইস্তাম্বুল শহর বিজয়েরই সূচনা সংকেত।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না রোমানরা আ'মাক্ব ও দাবিক্ব নামক এলাকাদ্বয়ে অবস্থান করবে। তখন মদীনা থেকে একটি সেনাদল তাদের উদ্দেশ্যে বেরুবে। তারাই হবে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যখন তারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হবে তখন রোমানরা বলবেঃ তোমরা ওসকল ব্যক্তিদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও যারা ইতিপূর্বে আমাদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছে। আমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবো। তখন

মুসলমানরা বলবেঃ না, তা হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পরাজিত হবে যাদের তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কবুল করবেন না। আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে হত্যা করা হবে যারা হবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ এবং আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করবে যারা আর কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। তখন তারা কুস্তানত্বীনিয়্যাহ্ তথা ইস্তাম্বুল শহর বিজয় করবে। যখন তারা নিজেদের তলোয়ারগুলো যায়তুন গাছে টাঙ্গিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদগুলো নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে তখনই শয়তান চিৎকার দিয়ে বলবেঃ দাজ্জাল তো তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা দ্রুত তার উদ্দেশ্যে বের হবে ; অথচ কথাটি একটি গুজব মাত্র। যখন মুসলমানরা সিরিয়ায় পৌঁছুবে তখনই দাজ্জাল বেরুবে। যখন তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং সবাই সারিবদ্ধ হবে তখনই নামাযের ইক্বামাত দেয়া হবে এবং ঈসা (عليه السلام) অবতীর্ণ হবেন।

আবূ দ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ فِيْ أَرْضٍ بِالْغُوْطَةِ فِيْ مَدِيْنَـةٍ يُقَـالُ لَهَا دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ.

অর্থাৎ সে মহা যুদ্ধের দিনে মুসলমানদের বসতি হবে নিম্ন ভূমিতে তথা দামেস্ক শহরে। যা তখনকার শ্রেষ্ঠ শহরগুলোর অন্যতম।

(আবূ দাউদ/'আউন ১১/৪০৬)

৫৩. কুস্তানত্বীনিয়্যাহ্ তথা ইস্তাম্বুল বিজয়ঃ

কুস্তানত্বীনিয়্যাহ্ তথা ইস্তাম্বুল বিজয় কিয়ামতের আরেকটি আলামত। যা দাজ্জাল বেরুবার পূর্বে এবং রোমানদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরেই অর্জিত হবে। তাতে কোন যুদ্ধই হবে না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِيْ الْبَرِّ، وَجَانِبٌ مِنْهَا فِيْ الْبَحْرِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنْ بَنِيْ إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاؤُوْهَا نَزَلُوْا، فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ، قَالُوْا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا، قَالَ ثَوْرٌ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: الَّذِيْ فِيْ الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخِرُ، ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوْهَا فَيَغْنَمُوْا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ.

অর্থাৎ তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছো যার এক ভাগ স্থলে; আরেক ভাগ জলে। সাহাবাগণ বললেনঃ হ্যাঁ, শুনেছি ; হে আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)! অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এ শহরে অভিযান চালাবে সত্তর হাজার ইস'হাক্ব (عليه السلام) এর বংশধর তথা রোমানরা যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা যখন উক্ত এলাকায় পৌঁছুবে তখন না তারা যুদ্ধের জন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করবে না কোন তীর। তারা শুধু বলবেঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। যার অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনিই সুমহান। আর তখনই শহরের একাংশ তথা সাগরের তীরবর্তী এলাকা মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। দ্বিতীয় বারও তারা একই কালিমা উচ্চারণ করবে। আর তখনই শহরের দ্বিতীয়াংশ মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। তৃতীবারও তারা একই কালিমা উচ্চারণ করবে। আর তখনই তাদের জন্য শহরের গেইটগুলো খুলে দেয়া হবে। তারা তখন তাতে প্রবেশ করে কাফিরদের প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করবে। যখন তারা উক্ত সম্পদগুলো বন্টনে ব্যস্ত হয়ে যাবে এমন সময় দূর থেকে চিৎকার আসবে, দাজ্জাল বেরিয়েছে। তখন তারা সকল ধন-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসবে। (মুসলিম ২৯২০)

৫৪. জনৈক ক্বাহ্ত্বানীর আবির্ভাবঃ

শেষ যুগে জনৈক ক্বাহ্ত্বানীর আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত। তিনি হবেন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন বেরুবেন তখন সে যুগের সবাই তাঁর একচ্ছত্র আনুগত্য করবে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই তারা সবাই একত্রিত হবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না জনৈক ক্বাহ্ত্বানী বের হয় ; যিনি সবাইকে একচ্ছত্র নেতৃত্ব দিবেন। (বুখারী ৩৫১৭, ৭১১৭; মুসলিম ২৯১০)

৫৫. ইহুদিদের সাথে যুদ্ধঃ

ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ কিয়ামতের আরেকটি আলামত। কারণ, শেষ যুগে ইহুদিরা হবে দাজ্জালের অনুসারী। আর মুসলমানরা হবে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারী। তখন মুসলমানরা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর পক্ষ হয়ে ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি যে কোন ইহুদি কোন গাছ বা পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকলে সে গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! এই যে জনৈক ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। আসো তাকে হত্যা করো।

সামুরাহ্ বিন্ জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ দাজ্জাল মু'মিনদেরকে বাইতুল্ মাক্বদিসে ঘেরাও করে রাখবে। তখন মু'মিনদের মাঝে এক ভারী প্রকম্পন সৃষ্টি হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। এমনকি যে কোন দেয়াল বা গাছ ডেকে ডেকে বলবেঃ হে মু'মিন! হে মুসলমান! এই যে ইহুদি। এই যে কাফির আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। আসো তাকে হত্যা করো। (আহ্মাদ্ ৫/১৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। তখন মুসলমানরা ইহুদিদেরকে হত্যা করবে। এমনকি যে কোন ইহুদি কোন গাছ বা পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকলে সে গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। আসো তাকে হত্যা করো। কিন্তু গারক্বাদ নামক গাছটি। সে তো তাদেরই গাছ। তাই সে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কিছুই বলবে না। (বুখারী ২৯২৬; মুসলিম ২৯২২)

আবূ উমামাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) একদা আমাদের সামনে আলোচনা করছিলেন। তাঁর আলোচনার অধিকাংশই ছিলো দাজ্জাল সম্পর্কীয়। তিনি দাজ্জাল থেকে আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন। দাজ্জালের আবির্ভাব, 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেনঃ একদা 'ঈসা (عليه السلام) বলবেনঃ (বাইতুল মাক্বদিসের) দরোজা খোলো। তখন দরোজা খোলা হবে। তাঁর পেছনে থাকবে দাজ্জাল এবং দাজ্জালের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদি। তাদের প্রত্যেকেই থাকবে তলোয়ারধারী এবং মোটা ছাদর পরিহিত। দাজ্জাল যখনই 'ঈসা (عليه السلام) কে দেখবে তখনই সে চুপসে বা গলে যাবে যেমনিভাবে গলে যায় পানিতে লবন এবং সে ভাগতে শুরু করবে। তখন 'ঈসা (عليه السلام) বলবেনঃ তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি কঠিন মার রয়েছে যা তুমি কখনো এড়াতে পারবে না। অতঃপর তিনি তাকে পূর্ব দিকের লুদ্দ নামক গেইটের পাশেই হত্যা করবেন। আর তখনই ইহুদিরা পরাজিত হবে। এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন সৃষ্টির পেছনে কোন ইহুদি লুকিয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা সে বস্তুকে কথা বলার শক্তি দিবেন এবং বস্তুটি তার সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলে দিবে। চাই তা পাথর, গাছ, দেয়াল কিংবা যে কোন পশুই হোক না কেন। কিন্তু গারক্বাদ নামক গাছটি। সে তো তাদেরই গাছ। তাই সে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কিছুই বলবে না।

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০৭৭)

৫৬. মদীনার খারাপ লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে তার একদা জনশূন্য হয়ে যাওয়াঃ

মদীনার খারাপ লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে তার একদা জনশূন্য হয়ে যাওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُوْ الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ : هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيْهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيْثَ، لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيْ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِيْ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে যখন জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো ভাই এবং নিকটাত্মীয়কে বলবেঃ মদীনা ছেড়ে সচ্ছলতার দিকে আসো! মদীনা ছেড়ে সচ্ছলতার দিকে আসো! অথচ মদীনা তাদের জন্য অনেক ভালো যদি তারা জানতো। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তাদের কেউ মদীনা ছেড়ে চলে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চাইতেও আরো উত্তম ব্যক্তি সেখানে নিয়ে আসবেন। আরে মদীনা তো হাপরের মতো যা খারাপকে বের করে দিবে। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মদীনা তার খারাপ লোকগুলোকে সেখান থেকে বের করে দেয় যেমনিভাবে হাপর লোহার জং দূর করে। (মুসলিম ১৩৮১)

মদীনা থেকে খারাপ লোকদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারটি বিশেষ বিশেষ সময় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যা একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে যুগের জনৈক বেদুইনের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بَايِعْنِيْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَاعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُوْمًا، فَقَالَ: أَقِلْنِيْ، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ، تَنْفِيْ خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

অর্থাৎ একদা জনৈক বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললোঃ আমাকে ইসলামের উপর বায়'আত করুন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইসলামের উপর বায়'আত করেন। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললোঃ আমার বায়'আত খানা ফিরিয়ে নিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানান। সে ফিরে গেলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

মদীনা তো হাঁপরের ন্যায়। সে খারাপকে দূরীভূত করে এবং ভালো তাতে আরো ভালো হয়ে দেখা দেয়। (বুখারী ৭২১৬; মুসলিম ১৩৮৩)

দাজ্জাল বের হওয়ার পরও তা আবার সংঘটিত হবে।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

অর্থাৎ এমন কোন শহর থাকবে না যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। তবে মক্কা ও মদীনাতে সে প্রবেশ করতে পারবে না। সেখানকার প্রতিটি গলি পথকে ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারা দিবে। অতঃপর তিন তিন বার মদীনা কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেখান থেকে প্রতিটি কাফির ও মুনাফিককে বের করে দিবেন। (বুখারী ১৮৮১; মুসলিম ২৯৪৩)

তবে একদা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মদীনার সকল লোক মদীনা ছেড়ে চলে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِيْ – يُرِيْدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ – وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا.

অর্থাৎ একদা সবাই এ সর্বশ্রেষ্ঠ মদীনা শহরটি ছেড়ে চলে যাবে। তখন তাতে থাকবে শুধু বুনো হিংস্র পশু ও পাখি। সর্বশেষ যাদের হাশর হবে তারা হবে মুযাইনাহ্ গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। মদীনায় পৌঁছে যখন তারা তাদের চাগলপালকে ডাকবে তখন সেগুলো তাদেরকে দেখে দিকবিদিক ভাগতে থাকবে। পরিশেষে যখন তারা সানিয়াতুল ওদা' নামক স্থানে পৌঁছুবে তখন তারা উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। (বুখারী ১৮৭৪; মুসলিম ১৩৮৯)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَتَتْرُكُنَّ الْمَدِيْنَةَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيَغْذِيْ عَلَى بَعْضِ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَلِمَنْ تَكُوْنُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: لِلْعَوَافِيْ : الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.

অর্থাৎ তোমরা একদা অবশ্যই এ সুন্দর মদীনা শহরটি ছেড়ে চলে যাবে। এমনকি তখন কুকুর অথবা বাঘ মসজিদে নববীর কোন না কোন পিলার কিংবা মিম্বারের গোড়ায় প্রস্রাব করে দিবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তখন এ ফল-ফলাদির মালিক হবে কে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সেগুলো তখন হিংস্র পশু ও পাখিরই খাদ্য হবে। (মালিক : ২/৮৮৮)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَسِيْرَنَّ الرَّاكِبُ بِجَنَبَاتِ الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ : لَقَدْ كَانَ فِيْ هَذَا حَاضِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَثِيْرٌ.

অর্থাৎ জনৈক আরোহী মদীনার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াবে অতঃপর বলবেঃ এতে তো একদা অনেক মুসলমানই না বসবাস করতো। (আহ্মাদ ১/১২৪)

ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ দাজ্জাল এবং 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর যুগেও মদীনায় জনবসতি থাকবে। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) সেখানেই মৃত্যু বরণ করবেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হবে। এরপরই মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫৭. এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হওয়া যার দরুন সকল মুমিন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবেঃ

এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হওয়া যার দরুন সকল মুমিন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

যখন এমন হবে তখন এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার আর কেউই থাকবে না। যারা তখন অবশিষ্ট থাকবে তারাই হবে দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট মানুষ এবং এদের উপরই তখন কিয়ামত কায়িম হবে। এ বায়ু হবে রেশমের চাইতেও অতি নরম।

নাউয়াস্ বিন্ সাম'আন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) দাজ্জাল, 'ঈসা (عليه السلام) ও ইয়াজূজ-মা'জূজ এর কথা উল্লেখ করার পর বলেনঃ

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

অর্থাৎ তারা দাজ্জাল, 'ঈসা (عليه السلام) ও ইয়াজূজ-মা'জূজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত করবেন যা তাদের বগলের নিচে এমন এক রোগের জন্ম দিবে যার দরুন সকল মু'মিন-মুসলমান মৃত্যু বরণ করবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা হবে সে যুগের দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ। তারা গাধার মতো নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ব্যবিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে। (মুসলিম ২৯৩৭)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ، فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ كَبِدَ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (عليه السلام) কে পাঠাবেন। দেখতে যেন তিনি 'উরওয়াহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (رضي الله عنه)। তখন তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর সাত বছর এমন যাবে যে, কোথাও দু' ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা থাকবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে এমন এক ঠাণ্ডা বাতাস পাঠাবেন যার দরুন দুনিয়াতে এমন কোন লোক বেঁচে থাকবে না যার অন্তরে এক অণু পরিমাণ ঈমান ও কল্যাণ থাকবে। এমনকি তোমাদের কেউ কোন পাহাড় গর্তে ঢুকলেও সেখানে সে বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটাবে। (মুসলিম ২৯৪০)

এ বায়ু দাজ্জাল, 'ঈসা (ﷺ) ও ইয়াজূজ-মা'জূজ বের হওয়ার পরই প্রবাহিত হবে যা উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে সহজেই বুঝা যায়। এমনকি তা কিয়ামতের সকল বড় বড় আলামত সংঘটিত হওয়ার পর কিয়ামতের কিছু পূর্বেই প্রবাহিত হবে।

এ বায়ু সিরিয়া থেকে বের হয়ে ইয়েমেন পৌঁছে সেখান থেকেই সর্ব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে অথবা এ জাতীয় বায়ু উক্ত দু' জায়গা থেকেই সমভাবে বের হবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيْحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ইয়েমেন থেকে এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা রেশম চাইতেও হবে অনেক নরম। সে বায়ু এমন কাউকে না মেরে ছাড়বে না যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে। (মুসলিম ১১৭)

উক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে এমন একটি দল সর্বদা টিকে থাকবে যারা হবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাউবান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের শত্রু পক্ষ কখনো তাদের এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ তথা উক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। উক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত তারা জয়ীর বেশেই থেকে যাবে। (মুসলিম ১৯২০)

৫৮. কা'বা শরীফের অবমাননা ও উহার ধ্বংসঃ

কা'বা শরীফের অবমাননা ও উহার ধ্বংস কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

কা'বা শরীফের চরম অবমাননা একমাত্র মুসলমানরাই করবে। অন্যরা নয়। আর তখনই তাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য। জনৈক ইথিওপীয় কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। তার পায়ের জংঘা দু'টি হবে ছোট ছোট। সে কা'বার পাথরগুলো একটি একটি করে খুলে ফেলবে। কা'বার গিলাফ ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিবে। আর তা এমন এক সময় হবে যখন আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার আর কেউই থাকবে না। তাই কা'বা শরীফ ধ্বংস হওয়ার পর তা আর পুনঃনির্মাণ করা হবে না।

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَّسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوْهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ، فَيُخْرِبُوْنَهُ خَرَابًا لَا يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخْرِجُوْنَ كَنْزَهُ.

অর্থাৎ রুক্ন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে জনৈক ব্যক্তির জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে। তখন কা'বা শরীফের অবমাননা একমাত্র মুসলমানরাই করবে। যখন কা'বার অবমাননা করা হবে তখন আর আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। অতঃপর ইথিওপীয়রা আসবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করে দিবে। যার পর আর কখনো কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করা হবে না এবং তারাই কা'বার সকল রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার বের করে নিয়ে যাবে। (আহ্মাদ ১৫/৩৫)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُوْ السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ : أُصَيْلِعُ أُفَيْدِعُ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ.

অর্থাৎ জনৈক ইথিওপীয় কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। তার পায়ের জংঘা দু'টি হবে ছোট ছোট। সে কা'বার গিলাফ ও অলঙ্কারাদি

ছিনিয়ে নিবে। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ আমি যেন তাকে এখনই দেখতে পাচ্ছি। তার মাথায় চুল নেই। হাত-পাগুলো বাঁকা। সে কুড়াল ও শাবল দিয়ে কা'বা শরীফের উপর আঘাত হানবে। (আহ্মাদ্ ১২/১৪-১৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدُ أَفْحَجُ يَنْقُضُهَا حَجَرًا حَجَرًا.

অর্থাৎ আমি যেন এখনই তাকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটি কালো এবং তার উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা হবে স্বাভাবিকতার চাইতেও বড়ো। সে কা'বা শরীফের পাথরগুলো একটি একটি করে সবই খুলে ফেলবে এবং এমনিভাবেই সে কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। (আহ্মাদ্ ৩/৩১৫-৩১৬)

কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতসমূহ

আলামতগুলোর ক্রম ধারাবাহিকতাঃ

আলামতগুলোর ক্রম ধারাবাহিকতার নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। কারণ, হাদীসগুলোতে নিদর্শনসমূহ উল্লেখের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তা পরস্পর দ্বন্দ্বপূর্ণ।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ তোমরা কি আলাপ-আলোচনা করছিলে ? আমরা বললামঃ আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধসঃ পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হচ্ছে ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে। (মুসলিম ২৯০১)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَالْعَاشِرَةُ : نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (عليه السلام).

অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত পরিলক্ষিত হয় ; পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধোঁয়া, দাজ্জাল, পৃথিবীর একটি বিশেষ পশু, ইয়াজূজ-মা'জূজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, 'আদানের গভীর অঞ্চল থেকে এমন এক আগুন বের হবে যা সকল মানুষকে (হাশরের মাঠের দিকে) পরিচালিত করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দশম নিদর্শন হচ্ছে ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ। (মুসলিম ২৯০১)

উপরের বর্ণনাদ্বয়ে একই ব্যক্তি একই ব্যাপারকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। যাতে উভয় বর্ণনার ক্রম ধারাবাহিকতা পরস্পর বিরোধী।

অন্য দিকে আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

অর্থাৎ তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হচ্ছে ; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত। (মুসলিম ২৯৪৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ.

অর্থাৎ তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হচ্ছে ; দাজ্জাল, ধোঁয়া, পৃথিবীর একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, কিয়ামত অথবা তোমাদের কারোর মৃত্যু। (মুসলিম ২৯৪৭)

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়েও একই ব্যক্তি একই ব্যাপারকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। যাতে উভয় বর্ণনার ক্রম ধারাবাহিকতা পরস্পর বিরোধী।

তবে যে ব্যাপারটি জানা সম্ভব তা হচ্ছে, কিছু কিছু বর্ণনায় কয়েকটি আলামতের সংঘটন ধারাবাহিকতা উল্লিখিত হয়েছে। যার দ্বারা সে কয়েকটির ধারাবাহিকতা তো অবশ্যই বুঝা যায়। যেমনঃ নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আনের হাদীসে এসেছে, দাজ্জাল বেরুবে। অতঃপর 'ঈসা (ﷺ) ওকে হত্যা করার জন্য অবতরণ করবেন। এরপর ইয়াজূজ-মা'জূজ বের হবে। 'ঈসা (ﷺ) তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করবেন।

এ ছাড়াও কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, এটিই সর্বপ্রথম নিদর্শন। আবার অন্য হাদীসে অন্য আরেকটিকে সর্বপ্রথম নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জাতীয় দ্বন্দ্ব সাহাবাদের যুগ থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে।

একদা মারওয়ান বিন্ 'হাকামের নিকট তিন জন লোক বসলে তারা শুনতে পায় যে, মারওয়ান বলছেঃ সর্বপ্রথম দাজ্জালই বের হবে। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ মারওয়ান কিছুই বলতে পারেনি। আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যা আমি এখনো ভুলিনি তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّـةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبًا.

অর্থাৎ সর্বপ্রথম নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং দুপুরের আগেই এক বিশেষ পশু বের হওয়া। দু'টোর যেটিই সর্বপ্রথম বের হবে অন্যটি এর পরপরই বের হবে। (মুসলিম ২৯৪১)

তবে 'আল্লামাহ্ ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ জাতীয় সকল হাদীস একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, ভূমণ্ডলের পরিবর্তন সর্বপ্রথম দাজ্জাল বের হওয়ার মাধ্যমেই শুরু হবে এবং শেষ হবে 'ঈসা (عليه السلام) এর মৃত্যুর মাধ্যমেই। আর নভোমণ্ডলের পরিবর্তন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার মাধ্যমেই শুরু হবে এবং শেষ হবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমেই। এমনো হতে পারে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার দিনই সে বিশেষ পশুটি বের হবে।

তিনি আরো বলেনঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠলেই তো তাওবার দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তখনই সে বিশেষ পশুটি বের হয়ে মু'মিনকে কাফির থেকে পৃথক করে ফেলবে।

তিনি আরো বলেনঃ দাজ্জাল বের হওয়া, 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ এবং ইয়াজূজ-মা'জূজ এর আবির্ভাব যদিও পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা কিংবা সে বিশেষ পশুটি বের হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ পাবে তবুও তা এমন অলৌকিক কিছু নয়। কারণ, তারা তো মানুষ। তবে তাদের কর্মকাণ্ডই হবে আশ্চর্যজনক। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠা কিংবা সে বিশেষ পশুটি বের হওয়া তা মূলতই অলৌকিক এবং সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাই এগুলোই সর্ব প্রথম এক একটি অলৌকিক নিদর্শন। (ফাত্হুল্ বারী ১১/৩৫৩)

'আল্লামাহ্ ত্বীবি বলেনঃ কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলো আবার দু' প্রকার। কিছু কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার। আর কিছু কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার। যা নিকটবর্তী হওয়ার সেগুলো হচ্ছে, দাজ্জাল, 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মা'জূজ ও ভূমিধস। আর যেগুলো কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সেগুলো হচ্ছে, ধোঁয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, সে বিশেষ পশুটির আবির্ভাব এবং সে আগুন বের হওয়া যা মানুষকে 'হাশরের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিবে।

কিয়ামতের বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলো বর্ণনার সময় 'আল্লামাহ্ ত্বীবির উক্ত ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হবে। তবে এর পূর্বে ইমাম মাহ্দীর ব্যাপারটিই সর্বপ্রথম আলোচনা করা হবে। কারণ, তাঁর আবির্ভাব এগুলোর আগেই।

কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলো খুব দ্রুতই সংঘটিত হবেঃ

যখন কিয়ামতের একটি বড়ো আলামত দেখা দিবে তখন এর পরপরই খুব দ্রুত অন্যগুলোও সংঘটিত হবে। যেমন মুক্তা, হীরা, জাওয়াহিরের হার ছিঁড়ে গেলে একটি দানার পরপরই আরেকটি দানা ছিটকে পড়ে।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

خُرُوْجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِيْ النِّظَامِ.

অর্থাৎ কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলো একটার পর আরেকটা এমনভাবে সংঘটিত হবে যেমন হীরা-জাওয়াহিরের হার ছিঁড়ে গেলে একটির পর আরেকটি দানা খুব দ্রুত ছিটকে পড়ে। (মাজ্মা'উয্যাওয়ায়িদ্ : ৭/৩৩১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُوْمَاتٌ فِيْ سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলো হারে গাঁথা হীরা-জাওয়াহিরের মতো। হারটি ছিঁড়ে গেলে যেমন একটির পর আরেকটি দানা দ্রুত ছিটকে পড়বে তেমনিভাবে কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলোর যে কোন একটি দেখা দিলে অন্যগুলোও একটির পর আরেকটি দ্রুত দেখা দিবে। (আহ্মাদ্ ১২/৬-৭)

'ঈসা (ﷺ) ইয়াজূজ-মা'জূজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বলবেনঃ

فَفِيْمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِيْ لَا يَدْرِيْ أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلَادِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا.

অর্থাৎ আমার প্রভু আমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছেন তার মধ্যে এটাও যে, যখন পরিস্থিতি এমন হবে তথা ইয়াজূজ-মা'জূজ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন কিয়ামত এতোই নিকটবর্তী হবে যেমন কোন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলার পরিবারবর্গ জানে না যে, দিন-রাতের কখন যে সে হঠাৎ সন্তানটি প্রসব করে বসে। (আহ্মাদ্ ৫/১৮৯-১৯০)

কারো কারোর মতে উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব 'ঈসা (ﷺ) এর ইন্তিকালের পর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, সে বিশেষ পশুটির আবির্ভাব এবং সে আগুন বের হওয়া যা মানুষকে 'হাশরের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিবে অতি দ্রুত সংঘটিত হবে।

নিম্নে কিয়ামতের বড়ো বড়ো আলামতগুলো ধারাবাহিক আলোচিত হলোঃ

১. ইমাম মাহ্দীঃ

শেষ যুগে রাসূল (ﷺ) এর বংশ থেকে এমন এক লোক জন্ম নিবেন যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের বিজয় দিবেন। তিনি সাত বছর ক্ষমতায় থাকবেন। তিনি ইন্সাফে পুরো বিশ্ব ভরে দিবেন। তাঁর যুগের উম্মতরা এমন নিয়ামত ভোগ করবে যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। জমিন পরিপূর্ণ ফসল দিবে। আকাশ যথেষ্ট বৃষ্টি দিবে। মানুষ তখন এমন সম্পদের মালিক হবে যার কোন হিসেব নেই।

ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ তাঁর যুগে ফল-ফলাদি বেশি হবে। ভরপুর শস্য ও প্রচুর ধন-সম্পদ হবে। শক্তিশালী ক্ষমতা ও ইসলাম সর্ব জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। শত্রু পরাজিত ও সকল কল্যাণ তখন স্থায়ী হবে।

তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ বা আহ্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ্। তিনি হযরত হাসানের বংশধর হবেন। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। তাঁর নাকের বাঁশি হবে লম্বা এবং মধ্যভাগ হবে ঢালু। তিনি পূর্ব দিক থেকে বের হবেন।

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيْرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُوْنَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ... فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ.

অর্থাৎ তোমাদের ধন-ভাণ্ডার গ্রাসের জন্য তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে। সবাই খলীফার সন্তান। কিন্তু কেউ তা শেষ পর্যন্ত দখল করতে পারবে না। অতঃপর পূর্ব দিক থেকে কয়েকটি কালো ঝাণ্ডা বের হবে। তারা তোমাদের সাথে এমন কঠিন যুদ্ধ করবে যা কেউ ইতিপূর্বে করেনি।... যখন তোমরা তাঁকে (মাহ্‌দীকে) দেখবে তাঁর হাতে বায়'আত করবে। এমনকি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করবে। কারণ, তিনি হবেন আল্লাহ্'র খলীফা মাহ্‌দী।

(ইব্‌নু মাজাহ্ ২/১৩৬৭ 'হাকিম ৪/৪৬৩-৪৬৪)

কারো কারোর মতে উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইব্‌নু কাসীর (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামাহ্ আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ উক্ত হাদীসটি অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ। তবে "তিনি হবেন আল্লাহ্'র খলীফা মাহ্‌দী" বাক্যটি অশুদ্ধ।

ইব্‌নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ উক্ত হাদীসে ধন-ভাণ্ডার বলতে কা'বার ধন-ভাণ্ডারকে বুঝানো হয়েছে। এ ধন-ভাণ্ডার গ্রাস করার জন্য খলীফাদের তিনটি সন্তান পরস্পর দ্বন্দ্ব করবে। এ ভাবেই শেষ যুগ এসে যাবে এবং ইমাম মাহ্‌দী বের হবেন। তিনি পূর্ব দিক থেকে বের হবেন।

তিনি আরো বলেনঃ পূর্বের কিছু লোক তাঁর সহযোগিতা করে তাঁকে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশীল করবেন। তাদের ঝাণ্ডাগুলো হবে কালো এবং কালো রংই গাম্ভীর্যের নিদর্শন। কারণ, রাসূল (ﷺ) এর ঝাণ্ডাও ছিলো কালো। তাঁর ঝাণ্ডাখানার নাম ছিলো 'ইক্বাব।

মূল কথা, ইমাম মাহ্‌দী পূর্ব দিক থেকেই বের হবেন। কা'বা শরীফের পার্শ্বেই তাঁর জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে। (নিহায়াহ্ ১/২৯-৩০)

বিশুদ্ধ হাদীস থেকে ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের প্রমাণঃ

নিম্নে এমন কিছু বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যার কোনটিতে ইমাম মাহ্‌দীর সরাসরি উল্লেখ আর কিছুতে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

১. আবূ সা'ঈদ্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ الْمَهْدِيُّ، يَسْقِيْهِ اللهُ الْغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَى الْمَالُ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، يَعِيْشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِيْ حِجَجًا.

অর্থাৎ আমার উম্মতের শেষাংশে মাহ্দী বেরুবে। আল্লাহ্ তা'আলা সে যুগে বেশি বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। জমিন প্রচুর ফসল দিবে। সম্পদের সুসম বন্টন হবে। ছাগট-উট বেড়ে যাবে। উম্মতে মুস্লিমাহ্ তখন শক্তিশালী হবে। সে তখন সাত বা আট বছর বেঁচে থাকবে। ('হাকিম ৪/৫৫৭-৫৫৮)

২. আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيْ، يُبْعَثُ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزَلَازِلَ، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَّظُلْمًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، يُقَسِّمُ الْمَالَ صِحَاحًا، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا صِحَاحًا؟ قَالَ: بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: وَيَمْلَأُ اللهُ قُلُوْبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ غِنًى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا، فَيُنَادِيْ، فَيَقُوْلُ: مَنْ لَهُ فِيْ مَالٍ حَاجَةٌ؟ فَمَا يَقُوْمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ، فَيَقُوْلُ: ائْتِ السَّدَّانَ يَعْنِيْ الْخَازِنَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِيْ مَالًا، فَيَقُوْلُ لَهُ: احْثُ، حَتَّى إِذَا حَجَرَهُ وَأَبْرَزَهُ نَدِمَ، فَيَقُوْلُ: كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ نَفْسًا، أَوَ عَجَزَ عَنِّيْ مَا وَسِعَهُمْ؟!، قَالَ: فَيَرُدُّهُ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَكُوْنُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ، أَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ لَا خَيْرَ لِلْعَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ ثُمَّ لَا خَيْرَ فِيْ الْحَيَاةِ بَعْدَهُ.

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে মাহ্দীর সুসংবাদ দিচ্ছি। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও ভূমি কম্প যখন বেড়ে যাবে তখনই সে প্রেরিত হবে। তখন সে পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইন্সাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অন্যায় ও অত্যাচারে। তার উপর ফেরেশ্তারা যেমন সন্তুষ্ট থাকবেন

তেমন মানুষও। তখন সম্পদের সুসম বন্টন হবে। আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তরসমূহ অমুখাপেক্ষিতায় ভরে দিবেন। মাহ্দীর ইন্সাফই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। একদা সে জনৈক ব্যক্তিকে পাঠাবে মানুষকে এ কথা ডেকে বলে দিতে যে, কার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে? তখন একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে বলবেঃ আমার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। তখন সে বলবেঃ সম্পদের প্রয়োজন থাকলে আমার কোষাধ্যক্ষকে গিয়ে বলবেঃ মাহ্দী তোমাকে আদেশ করছেন আমাকে সম্পদ দিতে। তখন সে বলবেঃ যা পারো অঞ্জলী ভরে নিয়ে নাও। যখন সে নিতে নিতে সম্পদের একটি স্তূপ বানিয়ে ফেলবে তখন সে লজ্জিত হয়ে বলবেঃ আমিই তো এ উম্মতের মধ্যকার লোভী মানুষটি। যা বন্টন করা হচ্ছে তা সবার যথেষ্ট আমার যথেষ্ট হবে না কেন?! তখন সে তা ফেরত দিবে। কিন্তু তা আর ফেরত নেয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবেঃ আমরা যা কাউকে একবার দেই তা আর ফেরত নেই না। এভাবেই সে সাত, আট বা নয় বছর কাটিয়ে দিবে। তার ইন্তিকালের পর দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আর কোন ফায়েদা নেই। (আহ্মাদ ৩/৩৭)

কারো কারোর নিকট উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ হাইসামী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ.

অর্থাৎ মাহ্দী আমারই বংশধর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একই রাত্রে উপযুক্ত বানিয়ে দিবেন। (আহ্মাদ ২/৫৮ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৬৭)

৪. আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْمَهْدِيُّ مِنِّيْ أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجُوْرًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ.

অর্থাৎ মাহ্দী আমারই বংশধর। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। তাঁর নাকের বাঁশি হবে লম্বা এবং মধ্যভাগ হবে ঢালু। সে পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইন্সাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অন্যায় ও অত্যাচারে। সে সাত বছর ক্ষমতাসীন থাকবে। (আবূ দাউদ ১১/৩৭৫ 'হাকিম ৪/৫৫৭)

৫. উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

অর্থাৎ মাহ্দী আমারই বংশধর ; ফাতিমার সন্তান।

(আবূ দাউদ ১১/৩৭৩ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৬৮)

৬. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ الْمَهْدِيُّ: تَعَالَ صَلِّ بِنَا، فَيَقُوْلُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَهُمْ أَمِيْرُ بَعْضٍ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

অর্থাৎ 'ঈসা বিন্ মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হবেন। তখন মুসলমানদের আমীর মাহ্দী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ আসুন, নামাযের ইমামতি করুন। তখন তিনি বলবেনঃ না, বরং উম্মাতে মুহাম্মাদীর একে অপরের আমীর। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের প্রতি এক বিরাট সম্মান। (ইব্নুল্ ক্বাইয়্যি/আল্-মানারুল্ মুনীফ ১৪৭-১৪৮ সুয়ূত্বী/ আল্-'হাভী ২/৬৪)

৭. আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ مِنَّا الَّذِيْ يُصَلِّيْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ.

অর্থাৎ সে আমারই বংশধর যার পেছনে 'ঈসা বিন্ মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) নামায় আদায় করবেন। (স'হী'হুল্ জামি', হাদীস ৫৭৯৬)

৮. আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِيْ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِيْ.

অর্থাৎ দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না আরবদের অধিপতি হবে আমারই বংশের একজন। যার নাম হবে আমারই নাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যার নাম হবে আমারই নাম এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। (আবূ দাউদ ১১/৩৭০)

৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ তোমাদের কেমন লাগবে! যখন 'ঈসা বিন্ মারইয়াম (ﷺ) তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। তখন তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। (বুখারী ৩৪৪৯; মুসলিম ১৫৫)

১০. জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (ﷺ)، فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ : تَعَالَ، صَلِّ لَنَا، فَيَقُوْلُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

অর্থাৎ সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর যুদ্ধ করে জয়ী হবে। অতঃপর 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (ﷺ) অবতীর্ণ হবেন। তখন মুসলমানদের আমীর বলবেঃ আসুন, নামাযের ইমামতি করুন। তখন তিনি বলবেনঃ না, বরং তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরের আমীর। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের প্রতি এক বিরাট সম্মান। (মুসলিম ১৫৬)

১১. আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী ও জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ.

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন একজন খলীফা হবেন যিনি হিসাব ছাড়া মানুষের মাঝে সম্পদ বন্টন করবেন। (মুসলিম ২৯১৩, ২৯১৪)

মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতিরঃ

উক্ত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির হাদীস বলতে বর্ণন ধারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ব যুগে বর্ণনাকারীদের এমন এক জনগোষ্ঠীর বর্ণনাকেই বুঝানো হয় যাদের মিথ্যা বলা স্বভাবতই অসম্ভব।

এ ব্যাপারে নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমের মতামত তুলে ধরা হয়েছেঃ

১. হাফিয আবূ ল হাসান সিজিস্তানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, একদা ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হবেন।

তিনি হবেন রাসূল (ﷺ) এর বংশধর। তিনি সাত বছর ক্ষমতাসীন থাকবেন। পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইন্‌সাফ দিয়ে ভরে দিবেন। একদা 'ঈসা (عليه السلام) অবতীর্ণ হয়ে দাজ্জাল হত্যায় তাঁর সহযোগিতা করবেন। তিনিই তখন এ উম্মতের ইমামতি করবেন। 'ঈসা (عليه السلام) তাঁর পেছনেই নামায আদায় করবেন। (ফাত্‌হুল-বারী ৬/৪৯৩-৪৯৪ তাহ্‌যীবুল-কামাল ৩/১১৯৪)

২. শায়েখ মুহাম্মাদ আল-বারাযাঞ্জী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল-'ইশা'আহ্ লি-আশরাত্বিস্ সা'আহ্" নামক কিতাবে বলেনঃ ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনার ভিন্নতার দরুন তা সীমাহীন।

তিনি আরো বলেনঃ মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির। তিনি রাসূল (ﷺ) এর মেয়ে ফাতিমার বংশধর।

(আল-'ইশা'আহ্ : ৮৭, ১১২)

৩. 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফারিনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো এতো বেশি যে, তা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এমনকি তা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের বিশেষ আক্বীদাভুক্তও বটে।

তিনি আরো বলেনঃ মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো বহু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'য়ীনে 'ইযাম থেকে বর্ণিত হওয়ার দরুন তা এ কথা প্রমাণ করে যে, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব একেবারেই সুনিশ্চিত এবং এর উপর ঈমান আনা একান্ত ওয়াজিব। (লাওয়ামি'উল-আন্‌হারিল-বাহিয়্যাহ্ ২/৮৪)

৪. ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ পর্যন্ত মাহ্‌দী সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো জানা সম্ভব হয়েছে তা সর্বমোট পঞ্চাশটি। নিঃসন্দেহে তা মুতাওয়াতির। কারণ, এর কম সংখ্যক হাদীসের উপরও কখনো মুতাওয়াতির শব্দ ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে মাহ্‌দী সংক্রান্ত সাহাবাদের সুস্পষ্ট বর্ণনাও অনেক। যা রাসূলের হাদীস বলেই গণ্য করা হয়। কারণ, এ জাতীয় কথা ওহী ছাড়া নিজ আন্দাজে বলা কখনোই সম্ভবপর নয়। (আল-ইযা'আহ্ : ১১৩-১১৪)

৫. 'আল্লামাহ্ সিদ্দীক হাসান খান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো অনেক বেশি। যা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে। (আল-ইযা'আহ্ : ১১২)

৬. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন্ জা'ফর আল-কাত্তানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মোটকথা, ইমাম মাহ্‌দী, দাজ্জাল ও 'ঈসা (عليه السلام) সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। (নায্‌মুল-মুতানাসির : ১৪৭)

ইমাম মাহ্দী সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি কিতাবঃ

হাদীসের কিতাবসমূহ। যেমনঃ আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্নু মাজাহ্, মুস্নাদে আহ্মাদ, মুস্নাদে বায্যার, মুস্নাদে আবী ইয়া'লা, মুস্নাদে 'হারিস্ বিন্ আবী উসামাহ্, মুস্তাদ্রাকে 'হাকিম, মুসান্নাফে ইব্নু আবী শাইবাহ্, স'হীহ্ ইব্নু খুযাইমাহ্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ছাড়াও যে কিতাবগুলো শুধু ইমাম মাহ্দীর উপরেই লেখা হয়েছে তার কিছু নিম্নরূপঃ

১. হাফিয আবূ বকর ইব্নু আবী খাইসামাহ্'র "আহাদীসুল-মাহ্দী"।

২. ইমাম সুয়ূত্বীর "আল-'উর্ফুল-ওয়ার্দী ফী আখবারিল-মাহ্দী"।

৩. ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এর "আল-মাহ্দী"।

৪. 'আলী মুত্তাক্বীর "আল-ইমামুল-মাহ্দী"।

৫. ইব্নু 'হাজার মাক্কীর "আল-ক্বাওলুল-মুখতাসার ফী 'আলামাতিল-মাহ্দী আল-মুন্তাযার"।

৬. মোল্লা 'আলী আল-ক্বারীর "আল-মাশ্রাবুল-ওয়ার্দী ফী মায্হাবিল-মাহ্দী"।

৭. মার'য়ী বিন্ ইউসুফের "ফাওয়াইদুল-ফিক্র ফী যুহূরিল-মুন্তাযার"।

৮. ইমাম শাওকানীর "আত-তাওযীহ্ ফী তাওয়াতুরি মা জাআ ফিল-মাহ্দিল-মুন্তাযারি ওয়াদ্দাজ্জালি ওয়াল-মাসীহ্"।

৯. মুহাম্মাদ্ বিন্ ইস্মা'ঈল্ আল-ইয়ামানীর "আহাদীসুল-মাহ্দী"।

মাহ্দীর হাদীস অস্বীকারকারীদের সন্দেহের উত্তরঃ

পূর্বের হাদীসসমূহ থেকে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা গেলো যে, শেষ যুগে ইমাম মাহ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) আবির্ভূত হবেন। তিনি হবেন একজন ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী শাসক। এ কথাও জানা হলো যে, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির।

এরপরও আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমান যুগের কিছু সংখ্যক আলিম এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে পরস্পর বিরোধী এবং বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ মাহ্দীর ব্যাপারটি শিয়াদের কল্পকাহিনী মাত্র। পরবর্তীতে তা সুন্নীদের কিতাবে জায়গা করে নিয়েছে।

কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইব্নু খালদূনের কথাও উল্লেখ করেন। কারণ, তিনি মাহ্দী সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত

করেছেন। মূলতঃ ইব্‌নু খালদূন (রাহিমাহুল্লাহ) ঐতিহাসিক ছিলেন সত্যিই। তবে তিনি হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে কখনো চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং দ্বন্দ্বের সময় তাঁর কথা এ ব্যাপারে কখনো মানা যাবে না। এরপরও তিনি বলেনঃ

فَهٰذِهِ جُمْلَةُ الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ خَرَّجَهَا الْأَئِمَّةُ فِيْ شَأْنِ الْمَهْدِيِّ وَخُرُوْجِهِ آخِرَ الزَّمَانِ، وَهِيَ - كَمَا رَأَيْتَ - لَمْ يَخْلُصْ مِنْهَا مِنَ النَّقْدِ إِلَّا الْقَلِيْلُ أَوِ الْأَقَلُّ مِنْهُ.

অর্থাৎ এগুলো মাহ্‌দী সংক্রান্ত কিছু হাদীস। যা আইম্মায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেনঃ তিনি শেষ যুগেই আবির্ভূত হবেন। তবে পাঠক সমাজ দেখতেই পাচ্ছেন, এগুলোর কিয়দংশই শুধুমাত্র ক্রটিমুক্ত। যা একেবারে সামান্যই। (মুক্বাদ্দামাহ্ : ৫৭৪)

তাঁর উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, কিছু হাদীস তো অবশ্যই ক্রটিমুক্ত। যেখানে একটি হাদীসই যথেষ্ট আর সেখানে অনেকগুলো শুদ্ধ হাদীসই পাওয়া যাচ্ছে। যা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে।

আল্লামাহ্ আহ্‌মেদ শাকির বলেনঃ ঐতিহাসিক ইব্‌নু খালদূন (রাহিমাহুল্লাহ) মুহাদ্দিসীনদের নিম্নোক্ত বাক্যটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। বাক্যটি হলোঃ "সাপোর্টের চাইতে প্রত্যাখ্যানই অগ্রগণ্য"

তিনি যদি মুহাদ্দিসীনদের কথাটি পুরোভাবে অনুধাবন করতে পারতেন তা হলে তিনি এমন কথা কখনোই বলতে পারতেন না। তবে এমনো হতে পারে যে, তিনি মুহাদ্দিসীনদের কথাটি পুরোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। তবে তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের কারণেই মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন।

তিনি আরো বলেনঃ ইব্‌নু খালদূন (রাহিমাহুল্লাহ) মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছেন। তেমনিভাবে হাদীসগুলোর ভুলক্রটি বর্ণনা করার ব্যাপারেও তিনি অনেকগুলো ভুলের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, হয়তো বা এগুলো ছাপার ভুলও হতে পারে। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদের টিকা ৫/১৯৭-১৯৮)

মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো অস্বীকারকারীরা 'আল্লামাহ্ রশিদ রেযার কথাও উল্লেখ করে থাকেন।

'আল্লামাহ্ রশিদ রেযা বলেনঃ মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। এরই চাইতে বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা আরো কঠিন। তাই এর অস্বীকারকারীরাও অনেক বেশি। হয়তো বা এ কারণেই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) এ সংক্রান্ত কোন হাদীস তঁদের কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেননি এবং এ কারণেই এ নিয়ে মুসলিম উম্মাহ্'র মাঝে বহু ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

(তাফসীরুল মানার : ৯/৪৯৯)

'আল্লামাহ্ রশিদ রেযা এ সংক্রান্ত কিছু হাদীসের পরস্পর দ্বন্দ্বও নমুনা সরূপ উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের নিকট প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে, তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল্লাহ্। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আহ্মাদ বিন্ আব্দুল্লাহ্। শিয়ারা বলেঃ তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন্ 'হাসান আল-'আস্কারী। তিনি এগারো নম্বর নিষ্পাপ ইমাম। যাকে 'হুজ্জাত, ক্বায়িম এবং মুন্তাযিরও বলা হয়। কাইসানীদের নিকট তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন্ আল-'হানাফিয়্যাহ্। তারা বলেঃ তিনি আজও জীবিত এবং রেযওয়া পাহাড়ে বসবাসরত।

তিনি আরো বলেনঃ প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, তিনি 'আলীর সন্তান 'হাসানের বংশধর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি 'আলীর সন্তান 'হুসাইনের বংশধর। যা শিয়াদেরও কথা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি 'আব্বাসের বংশধর।

তিনি আরো বলেনঃ এ কথা অকাট্য সত্য যে, অনেকগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে অবস্থান করে নিয়েছে। অতএব মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অধিকাংশই হয়তো বা এ ধরনেরই। অনুরূপভাবে 'আলাভী, 'আব্বাসী ও পারসীক হঠকারিতাও মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর জন্ম দিতে পারে। কারণ, তাদের প্রত্যেক দলই বিশ্বাস করে যে, একদা ইমাম মাহ্দী তাদের মধ্য থেকেই আসবেন। ইহুদী ও পারস্যবাসীরা হয়তো বা এমন হাদীস এ জন্যই রচনা করেছে যেন মুসলমানরা মাহ্দীর উপর নির্ভরশীল হয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। কারণ, তিনিই তো একদা পুরো বিশ্বে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসগুলো শুদ্ধ এবং তা অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির। যদিও অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও যয়ীফ এবং জাল হাদীস থাকতে পারে। আর সকল শুদ্ধ হাদীস যে বুখারী এবং মুসলিমেই রয়েছে তাও কিন্তু সঠিক কথা নয়। বরং অনেকগুলো শুদ্ধ হাদীস সুনান, মাসানীদ, মা'আজিম ইত্যাদিতেও রয়েছে।

ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম এমন দায়িত্ব তো নেননি যে, তাঁরা সকল শুদ্ধ হাদীসসমূহ নিজ কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করবেন। বরং এমন অনেক হাদীসও তো পাওয়া যায় যা তাঁরা শুদ্ধ বলেছেন ; অথচ তাঁরা তা বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ করেননি। যেমনঃ ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) এ জাতীয় কিছু হাদীস তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন। (আল-বা'য়িসুল 'হাসীস ২৫)

হাদীস ভাণ্ডারে যে ইসরাঈলী বর্ণনা এবং কট্টরপন্থীদের বর্ণনাও স্থান করে নিয়েছে তা অবশ্যই সঠিক। তবে হাদীস বিশারদগণ তো তা যাচাই-বাছাই করে সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করেছেন। এমনকি তাঁরা জাল ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করেছেন। উপরন্তু তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রও রচনা করেছেন। যার দরুন এমন কোন বিদ্'আতী বা মিথ্যুক বাকি থাকেনি যাদের কুৎসিত চেহারা জনসমক্ষে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়নি। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা হাদীস ভাণ্ডারটিকে বাতিলপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই আমরা মাহ্দী সংক্রান্ত কিছু জাল হাদীস অবলোকন করে এ সংক্রান্ত সঠিক ও শুদ্ধ হাদীসগুলো কখনো প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। যে হাদীসগুলোতে মাহ্দী ও তাঁর পিতার নাম এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং মাহ্দী সংক্রান্ত কারোর অমূলক দাবি যেন আমাদেরকে বিচলিত না করে। কারণ, যখন আল্লাহ্ তা'আলা চাবেন তখনই তিনি মাহ্দীর প্রকাশ ঘটাবেন এবং মানুষও তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখেই তাঁকে চিনে ফেলবে। এ জন্য কারোর সমর্থন যোগানোর কোন প্রয়োজন হবে না।

আর এ সংক্রান্ত শুদ্ধ হাদীসগুলোও কখনো পরস্পর দ্বন্দ্বপূর্ণ নয়। বরং দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে শুদ্ধাশুদ্ধ সকল প্রকারের হাদীসসমূহের মাঝে। যা আমাদের কোন চিন্তারই বিষয় নয়। তেমনিভাবে এ বিষয়ে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমাদের যা দেখার বিষয় তা হচ্ছে একমাত্র কুর'আন মাজীদ ও প্রিয় নবীর বিশুদ্ধ হাদীস ভাণ্ডার।

এ জন্যই 'আল্লামাহ্ ইব্নুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ শিয়া ইমামীরা বলে থাকে যে, মাহ্দী হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন্ 'হাসান আল-'আস্কারী। যাঁর অপেক্ষায় তারা সর্বদা ব্যস্ত রয়েছে। যিনি 'আলীর সন্তান 'হুসাইনের বংশধর। 'হাসানের বংশধর নয়। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। তবে সবার চোখেরই অন্তরালে। ছোট বেলায় তিনি সামুর্রা' নামক সুড়ঙ্গে অবস্থান নিয়েছেন। যা

আজ থেকে প্রায় আরো পাঁচ শত বছর আগের কথা। তাঁকে এরপর আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি তাঁর কোন খবরাখবরও পাওয়া যায়নি। তবুও তারা প্রতিদিন একটি সুসজ্জিত ঘোড়া নিয়ে উক্ত সুড়ঙ্গের দরোজায় তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। চিৎকার দিয়ে তাঁকে ডাকছে, হে আমাদের মাওলা! আপনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসুন ; অথচ তারা তাঁকে না পেয়ে বার বার নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসছে। তারা আদম সন্তানের জন্য এক বড়ো লজ্জা। যা শুনে যে কোন বুদ্ধিমান না হেঁসে পারে না। (আল-মানারুল মুনীফ ১৫২-১৫৩)

"লা মাহ্দিয়্যা ইল্লা 'ঈসাব্নু মারইয়ামা" হাদীসের উত্তরঃ

মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীস অস্বীকারকারী কোন কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত হাদীসটি তাদের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। যা নিম্নে উত্তর সহ বর্ণিত হলো।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ.

অর্থাৎ দিন দিন সকল ব্যাপার কঠিন হয়ে যাবে। দুনিয়া ক্ষয় হবে। মানুষ কৃপণ হবে। সর্ব নিকৃষ্ট মানুষসমূহের উপরই একদা কিয়ামত কায়িম হবে। আর মাহ্দী হচ্ছেন 'ঈসা বিন্ মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)।

(ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৪০-১৩৪১ 'হাকিম ৪/৪৪১-৪৪২)

উক্ত হাদীসটি দুর্বল। কারণ, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আল্লামাহ্ আয্দী বলেনঃ মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী মুন্কার হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ 'হাকিম বলেনঃ তিনি অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেনঃ তাঁর হাদীস "লা মাহ্দিয়্যা ইল্লা 'ঈসাব্নু মারইয়ামা" হাদীসটি মুন্কার তথা অগ্রহণযোগ্য। (মীযানুল ই'তিদাল ৩/৫৩৫)

শায়খুল ইসলাম 'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবুও আবূ মুহাম্মাদ ইব্নুল ওয়ালীদ আল-বাগদাদী এবং অন্যান্যরা উক্ত হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য হাদীস বলে ধারণা করেছেন ; অথচ তা নির্ভরযোগ্য হাদীস নয়। ইমাম ইব্নু মাজাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ইউনুস থেকে, ইউনুস হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে, ইমাম শাফি'য়ী মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী নামক জনৈক ইয়েমেনী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন ; অথচ তার হাদীস কখনো প্রমাণযোগ্য নয় এবং উক্ত

হাদীসটি ইমাম শাফি'য়ীর মুস্নাদেও পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেনঃ হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসটি সরাসরি মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী থেকে শুনেননি। তেমনিভাবে ইউনুসও উক্ত হাদীসটি সরাসরি ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে শুনেনি। (মিন্হাজুস সুন্নাহ্ ৪/২১১)

আল্লামাহ্ 'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমা'হুল্লাহ) বলেনঃ মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী নামক লোকটি অজ্ঞাত। (তাক্বরীবুত তাহ্যীব ২/১৫৭)

তবে আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেনঃ উক্ত হাদীসটি সুপ্রসিদ্ধ যা ইমাম শাফি'য়ীর উস্তাদ বিশিষ্ট মুআয্যিন মুহাম্মাদ বিন্ খালিদ আল-জুন্দী আস-সান'আনী বর্ণনা করেন। তিনি ছাড়াও উক্ত হাদীসটি আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি অজ্ঞাত কেউ নন। যা ইমাম 'হাকিম ধারণা করেছেন। বরং ইমাম ইব্নু মা'ঈন (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেন। তবে কোন কোন বর্ণনাকারী উক্ত হাদীসটিকে তাঁরই মাধ্যমে আবান বিন্ আবী 'আইয়াস সূত্রে 'হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন। আমার উস্তাদ আবূ ল 'হাজ্জাজ মিয্যী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব তাহ্যীবুল কামালে জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি স্বপ্ন যোগে হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) কে দেখেছেন। তিনি বলেনঃ ইউনুস বিন্ আব্দুল আ'লা স্বাদাফী আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে। আমি এমন হাদীস কখনো বলিনি। ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইউনুস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। স্বপ্ন দিয়ে তাঁর কোন সমালোচনা করা যাবে না।

তবে উক্ত হাদীসটি প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মাহ্দী সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস বিরোধী। তাই অন্যান্য হাদীসগুলোকে 'ঈসা (ﷺ) অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেরই ধরতে হবে। তবে পরের ধরলেও কোন অসুবিধে নেই। কারণ, চিন্তা করলে তা বিপরীতমুখী মনে হয় না। বরং বলতে হয়, সত্যিকার মাহ্দী হচ্ছেন 'ঈসা (ﷺ)। তবে তিনি ছাড়া অন্য আরেক জনও তো মাহ্দী হতে পারেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। (আন-নিহায়াহ্ ১/৩২)

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ হয়তো বা উক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ মাহ্দী হচ্ছেন 'ঈসা (ﷺ)। আর এভাবেই তখন সব ধরনের হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে। তখন আর পরস্পরের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। (আত-তাযকিরাহ্ ফী আহ্ওয়ালিল মাউতা' ৬১৭)

অতএব উক্ত হাদীসটিকে শুদ্ধ ধরে নিলেও তা অন্যান্য হাদীসের মুকাবিলায় কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে কারোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই যা উক্ত হাদীসটিতে বিদ্যমান।

২. মাসীহুদ-দাজ্জালঃ

মাসীহ্ শব্দটি যেমন আরবী পরিভাষায় একান্ত সত্যবাদীর অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে তা ব্যবহৃত হয় চরম মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্টের অর্থেও। 'ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন একান্ত সত্যবাদী এবং দাজ্জাল হচ্ছে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাঁরা উভয়ই বিশেষ বিশেষ অর্থে মাসীহ্।

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা দু'জন বিপরীতমুখী মাসীহ্ সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে 'ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন হিদায়াতের পতাকাবাহী সত্য মাসীহ্। যিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিতেন। মৃতকে করতেন জীবিত। আর দাজ্জাল হচ্ছে ভ্রষ্টতার ধ্বজাধারী মিথ্যুক মাসীহ্। সে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে। যেমনঃ বৃষ্টি বর্ষণ এবং জমিনকে ফল ও শস্যে ভরে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাজ্জালকে মাসীহ্ এ কারণেই বলা হয় যে, তার ডান চোখটি থাকবে তখন বন্ধ। যেন তা একদম মুছে ফেলা হয়েছে অথবা এ কারণেই বলা হয় যে, তখন সে চল্লিশ দিনে পুরো দুনিয়া ভ্রমণ করবে।

দাজাল শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে মেলানো বা মেশানো। সুতরাং দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রণকারী অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শনকারী। এর বহু বচন দাজ্জালূন অথবা দাজাজিলাহ্। দাজ্জাল শব্দটি অনেকগুলো অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাধারণত দাজ্জাল বলতে মিথ্যুক মাসীহ্ তথা কানা দাজ্জালকেই বুঝানো হয়। দাজ্জালকে দাজ্জাল এ কারণেই বলা হয় যে, সে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে লুকাবে অথবা সে নিজ কুফরিকে মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখবে অথবা সে তার সংখ্যাধিক্য দিয়ে অসত্যকে লুকিয়ে রাখবে।

দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

দাজ্জাল আদম (ﷺ) এরই একজন সন্তান। হাদীস ভাণ্ডারে তার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে মানুষ তাকে চিনে তার অনিষ্টসমূহ থেকে বাঁচতে পারে। মু'মিনরা রাসূল (ﷺ) প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর ভিত্তি করে তাকে চিনে ফেলবে। শুধু ভাগ্যাহত মূর্খরাই তাকে চিনতে পারবে না।

সে হবে রক্ত বর্ণের খাটো একজন স্থুলকায় যুবক। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। যতটুকু থাকবে তাও হবে কোঁকড়ানো।

হাঁটার সময় তার পায়ের গোড়ালী দু'টো পাতার তুলনায় একটু দূরে থাকবে। তার গলোদেশ হবে খানিকটা চওড়া। তার ডান চোখটি থাকবে বন্ধ। যেন তা একদম মুছে ফেলা হয়েছে। তার বাম চোখের কোনার গোস্ত টি হবে বড়ো। তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফ, ফা ও রা অক্ষর তিনটি অথবা কাফির শব্দটি। প্রত্যেক শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলমান তা পড়তে পারবে এবং তার কোন সন্তান হবে না।

১. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ... فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيْمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا الدَّجَّالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ.

অর্থাৎ একদা আমি ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। (অতঃপর রাসূল (ﷺ) হযরত 'ঈসা (عليه السلام) ও দাজ্জালের কথা আলোচনা করেন। দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ) সে স্থূলকায় একজন রক্তিম পুরুষ। মাথার চুল কোঁকড়ানো। ডান চোখটি কানা। যেন সে চোখটি অন্যটার চাইতে খানিকটা উঁচু। আমি বললামঃ লোকটি কে? তাঁরা বললোঃ এ হচ্ছে দাজ্জাল। ইব্নু ক্বাত্বানের সাথে তার খুব একটা মিল রয়েছে। (বুখারী ৩৪৪১; মুসলিম ১৭১)

২. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) একদা সাহাবাদের সামনে দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কানা নন। তবে জেনে রাখো, মাসী'হুদ্ দাজ্জালের ডান চোখ কানা। যেন সে চোখটি অন্যটার চাইতে খানিকটা উঁচু। (বুখারী ৩৪৩৯; মুসলিম ১৬৯)

৩. নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ

إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّيْ أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ قَطَنٍ.

অর্থাৎ সে চুল কোঁকড়ানো একটি যুবক। যার (ডান) চোখটি অন্যটার চাইতে খানিকটা উঁচু। আব্দুল 'উয্‌যা বিন্ ক্বাত্বানের সাথে তার খুব একটা মিল রয়েছে। (মুসলিম ২৯৩৭)

৪. 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مَسِيْحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيْرٌ أَفْحَجُ، جَعْدٌ أَعْوَرُ، مَطْمُوْسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا جَحْرَاءُ، فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মাসী'হুদ-দাজ্জাল একজন খাটো স্থূলকায় পুরুষ। কানা চুল কোঁকড়ানো। যেন তার চোখটি একদম মুছে ফেলা হয়েছে। তা একেবারে উঁচুও নয় এবং একেবারে গভীরেও নয়। তোমাদের পক্ষে তাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলে এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু কানা নন। (আবূ দাউদ/'আউন ১১/৪৪৩)

৫. আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

وَأَمَّا مَسِيْحُ الضَّلَالَةِ فَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، عَرِيْضُ النَّحْرِ، فِيْهِ دَفَأٌ.

অর্থাৎ তবে ভ্রষ্টতার মাসীহ্ এর (ডান) চোখ তো কানা। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল নেই। তার গলোদেশও খানিকটা চৌড়া এবং তার মধ্যে একটুখানি বক্রতাও রয়েছে। (আহ্‌মাদ ১৫/২৮-৩০)

৬. 'হুযাইফাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ.

অর্থাৎ দাজ্জালের বাম চোখটি কানা। তার মাথার চুল যা আছে তা খুব ঘন ও তুলনামূলক অনেক বেশি। (মুসলিম ২৯৩৪)

উক্ত বর্ণনায় দাজ্জালের বাম চোখটি কানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় তার ডান চোখটি কানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ তার উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত। একটির তো কোন জ্যোতিই নেই। আর অন্যটি কানা।

৭. আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ.

অর্থাৎ তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা রয়েছে কাফির শব্দটি।

(বুখারী ৭১৩১; মুসলিম ২৯৩৩)

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে,

ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

অর্থাৎ অতঃপর তিনি কাফ, ফা ও রা অক্ষর তিনটি ভিন্নভাবে বলেন। যা প্রতিটি মুসলমান পড়তে সক্ষম হবে।

ইমাম মুসলিম 'হুযাইফাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেনঃ

يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ.

অর্থাৎ তা প্রতিটি মু'মিন পড়তে সক্ষম হবে। চাই সে লেখাপড়া জানুক অথবা নাই জানুক।

উক্ত লেখাটি বাস্তব লেখা। তবে তা কাফিররা পড়তে সক্ষম হবে না।

৮. তামীম দারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি গোয়েন্দা পশুটির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيْهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا.

অর্থাৎ অতঃপর আমরা দ্রুত রওয়ানা করে উক্ত গির্জা খানায় ঢুকে পড়লাম এবং তাতে দেখতে পেলাম এক প্রকাণ্ড মানুষ। যা আমার জীবনে এ সর্বপ্রথম দেখলাম। দেখলাম তাকে কঠিনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে।

(মুসলিম ২৯৪২)

৯. 'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

অর্থাৎ আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জাল এর মতো প্রকাণ্ড আর কোন সৃষ্টি এ দুনিয়াতে আসবে না। (মুসলিম ২৯৪৬)

১০. একদা ইব্নু স্বাইয়াদ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেঃ

أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا يُوْلَدُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى.

অর্থাৎ তুমি কি শুনোনি যে, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না। সে থাকবে একেবারেই নিঃসন্তান। আবূ সাঈদ বললেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। (মুসলিম ২৯৪৬)

দাজ্জাল কি জীবিত? দাজ্জাল কি রাসূলের যুগেও ছিলো?

উক্ত প্রশ্ন দু'টির উত্তরের পূর্বে ইব্‌নু স্বাইয়াদের ব্যাপারটি ভালোভাবে জানা দরকার। সে কি দাজ্জাল ছিলো? না কি নয়। ইব্‌নু স্বাইয়াদ যদি দাজ্জাল না হয়ে থাকে তা হলে দাজ্জাল নামের কেউ কি এখন জীবিত আছে? না কি সে সময় মতো জন্ম নিবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার পূর্বে এখন ইব্‌নু স্বাইয়াদ সম্পর্কে কিছু জানা যাক।

ইব্‌নু স্বাইয়াদ

তার নাম সাফী অথবা আব্দুল্লাহ্। তার পিতার নাম স্বাইয়াদ অথবা স্বা'য়িদ। সে ছিলো মদীনার ইহুদিদের একজন। কেউ কেউ তাকে আন্‌সারীও বলেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনা আগমনের সময় সে ছিলো ছোট। ইমাম ইব্‌নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার ছেলে 'উমারাহ্ বিশিষ্ট তাবি'য়ী ছিলেন। ইমাম মালিক ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম যাহাবী তাঁর কিতাব "তাজরীদু আসমা'ইস্ সা'হাবা"য় ইব্‌নু স্বাইয়াদ সম্পর্কে বলেনঃ সে আব্দুল্লাহ্ বিন্ স্বাইয়াদ অথবা স্বা'ইদ। তার পিতা ছিলো ইহুদি। আব্দুল্লাহ্ ছিলো কানা ও খতনা করা এবং সেই ছিলো একদা দাজ্জাল নামে পরিচিত। সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছে ঠিকই তবে তখন মুসলমান হয়নি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং সে হচ্ছে তাবি'য়ী।

ইমাম ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব "ইস্বাবা"য় ইমাম যাহাবীর কথা উল্লেখ পূর্বক বলেনঃ তার ছেলে হযরত 'উমারা বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ স্বাইয়াদ। তিনি ছিলেন হযরত সা'ঈদ বিন্ মুসাইয়িবের ছাত্র। ইমাম মালিক ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ ইব্‌নু স্বাইয়াদকে সাহাবী বলার কোন যুক্তি নেই। কারণ, সে যদি দাজ্জাল হয় তা হলে সে সাহাবী হতে পারে না। কারণ, দাজ্জাল তো কাফির থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তা হলে তো সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ পাওয়ার সময় মুসলমান ছিলো না। তবে সে যদি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে থাকে যা ইমাম যাহাবী বলেছেন তা হলে সে হবে তাবি'য়ী।

ইমাম ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব "তাহযীবুত তাহযীবে" 'উমারা বিন্ স্বাইয়াদ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি হচ্ছেন 'উমারা বিন্ আব্দুল্লাহ্

বিন্ স্বাইয়াদ আল-আন্সারী। আবূ আইয়ূব মাদানী। তিনি জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্, সা'ঈদ বিন্ মুসাইয়িব, 'আত্বা বিন্ ইয়াসার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যাহ্হাক বিন্ 'উসমান খুযামী, মালিক বিন্ আনাস্ ও অন্যান্যরা। ইব্নু মা'ঈন ও ইমাম নাসায়ী বলেনঃ তিনি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। ইমাম আবূ 'হাতিম বলেনঃ তাঁর হাদীস বর্ণনা করা যায়। ইমাম ইব্নু সা'আদ বলেনঃ তিনি তো নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁর হাদীস খুবই কম।

তার অবস্থাঃ

ইব্নু স্বাইয়াদ ছিলো দাজ্জাল। সে ভবিষ্যত সম্পর্কে কথা বলতো। কখনো ঠিক বলতো আর কখনো ভুল। তার ব্যাপারটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ তাকে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পরীক্ষা করেনঃ

ইব্নু স্বাইয়াদের ব্যাপারটি যখন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত হয় তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ব্যাপারটি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই তিনি লুক্কায়িতভাবে মাঝে মাঝে তার নিকট এমনভাবে উপস্থিত হতেন যাতে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থান টের না পায়। যেন সরাসরি তার কথা শুনে তার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আবার কখনো কখনো তিনি তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে তার ব্যাপার জানতে চাইতেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ইব্নু স্বাইয়াদের সাক্ষাতে গেলেন। তখন সে বিন্ মাগালা গোত্রের বাসস্থানের পার্শ্বে কিছু বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলা করছিলো। তখন সে সাবালক হতে যাচ্ছিলো। সে রাসূল এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাতে মৃদু আঘাত করে বলেনঃ তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্'র রাসূল? তখন সে বললোঃ আমি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি এক অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাসূল। অতঃপর ইব্নু স্বাইয়াদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেঃ আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমি আল্লাহ্'র রাসূল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রিসালাত অস্বীকার করে বলেনঃ বরং আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলে বিশ্বাসী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আরো জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি দেখতে পাও? সে বললোঃ আমার কাছে কখনো সত্যবাদী আসে। আবার কখনো মিথ্যাবাদী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বললেনঃ তুমি ব্যাপারটি সঠিকভাবে ধরতে পারোনি। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আরো বললেনঃ আমি মনে মনে একটি কথা ভাবছি সেটা কি তুমি বলতে পারো ? তখন সে বললোঃ আপনি দুখ তথা দুখান শব্দটি ভাবছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি তোমার নির্দিষ্ট গণ্ডী কখনো এড়াতে পারবে না। তখন হযরত 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ হে রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে হত্যা করে দেবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি সে দাজ্জালই হয় তা হলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে দাজ্জালই না হয় তা হলে তাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই।

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা পথি মধ্যে ইব্‌নু স্বাইয়াদের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর ও 'উমরের সাক্ষাৎ হয়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দেও যে, আমি আল্লাহ্'র রাসূল? সে বললোঃ আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্'র রাসূল ? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্‌তা ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছি। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছো তাই বলোঃ তখন সে বললোঃ আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি সাগর বক্ষে ইবলিসের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছো। আর কি দেখতে পাচ্ছো তাই বলোঃ সে বললোঃ আমি দু' জন সত্যবাদী এবং এক জন মিথ্যাবাদী অথবা দু' জন মিথ্যাবাদী এবং এক জন সত্যবাদী দেখতে পাচ্ছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার ব্যাপারটি এলোমেলো। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করো।

(বুখারী ১৩৫৪; মুসলিম ২৯৩০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন্ কা'বকে নিয়ে ইব্‌নু স্বাইয়াদের বাগান বাড়ির দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি চাচ্ছেন ইব্‌নু স্বাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার কিছু কথা শুনুক। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখলেন, সে চাদর মুড়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে এবং তার মুখ থেকে রামযাহ্ অথবা যামরাহ্ শব্দ বেরুচ্ছে। ইতিমধ্যে ইব্‌নু স্বাইয়াদের মা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খেজুর গাছের গোড়ার পেছনে লুকিয়ে থাকতে দেখে ইব্‌নু স্বাইয়াদকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে স্বাফ! এই যে মুহাম্মাদ তোমার পার্শ্বে। এ কথা শুনে ইব্‌নু স্বাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার মা যদি তাকে সতর্ক না করতো তা হলে তার ব্যাপারটা জানা সম্ভব হতো। (বুখারী ১৩৫৫; মুসলিম ২৯৩১)

আবূ যর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (ﷺ) একদা আমাকে ইব্‌নু স্বাইয়াদের মায়ের নিকট পাঠিয়ে বললেনঃ তার মাকে জিজ্ঞাসা করবে তাকে কত মাস পেটে ধারণ করেছে। তার মা বললোঃ আমি তাকে বারো মাস পেটে ধারণ করেছি। আরেকবার আমাকে পাঠিয়ে বললেনঃ তার মাকে জিজ্ঞাসা করবে সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কি ধরনের আওয়াজ করলো। তার মা বললোঃ সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই এক মাসের সন্তানের ন্যায় চিৎকার করে উঠলো। অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেনঃ আমি মনে মনে একটি কথা ভাবছি সেটা কি তুমি বলতে পারো ? তখন সে বললোঃ আপনি আমার জন্য একটি ধূসর বর্ণের ছাগলের চেহারা ও দুখানের কথা ভাবছেন। সে দুখান বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা বলতে পারেনি। বরং বললোঃ দুখ, দুখ।

রাসূল (ﷺ) দুখান শব্দ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেছেন। যেন তার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।

রাসূল (ﷺ) দুখান বলতে নিম্নোক্ত আয়াতের দুখান শব্দটির প্রতি ইঙ্গিত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾.

অর্থাৎ অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন আকাশ প্রকটভাবে ধুম্রাচ্ছন্ন হবে। (দুখান : ১০)

মূলতঃ ইব্‌নু স্বাইয়াদ গণকদের ন্যায় জিনের ভাষায় কথা বলে। যা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা। তখন রাসূল (ﷺ) ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, তার মূলে রয়েছে জিন শয়তান।

তার মৃত্যুঃ

জাবির (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সে হার্‌রা'র যুদ্ধে একদা আত্মগোপন করে। আল্লামাহ্ ইব্‌নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত বর্ণনাকে শুদ্ধ বলেছেন। কারো কারোর বর্ণনায় সে মদীনাতেই মৃত্যু বরণ করে এবং সবাই তার নামাযে জানাযায় অংশ গ্রহণ করে। তবে এ বর্ণনাটি দুর্বল বলে প্রমাণিত।

ইব্‌নু স্বাইয়াদ কি সেই প্রসিদ্ধ দাজ্জাল যে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে আসবেঃ

ইব্‌নু স্বাইয়াদের ঘটনা ও রাসূল (ﷺ) তাকে পরীক্ষা করার ব্যাপারটি এটাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ) তার ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে সঠিক কিছু জানেননি। 'উমার (রাঃ) তার ব্যাপারে আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলতেন যে, সে সত্যিই দাজ্জাল। আর রাসূল (ﷺ) তাকে কিছুই

বলতেন না। হযরত জাবির, আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার এবং আবূ যরও এমন মন্তব্য করেন।

মুহাম্মাদ বিন্ মুন্কাদির (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদই সত্যিকার দাজ্জাল। আমি বললামঃ আপনি আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছেন ? তিনি বলেনঃ আমি 'উমরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এভাবে কসম খেয়ে বলতে শুনেছি ; অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কিছুই বলেননি। (বুখারী ৭৩৫৫; মুসলিম ২৯২৯)

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলতেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ করছি না যে, ইব্নু স্বাইয়াদই প্রকৃত দাজ্জাল। (আবূ দাউদ ১১/৪৮৩)

যায়েদ বিন্ ওয়াহাব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদ দাজ্জাল বলে দশ বার কসম খাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় সে দাজ্জাল নয় বলে এক বার কসম খাওয়ার চাইতে। (আহ্মাদ ৫/১৯৭-১৯৮)

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) মদীনার কোন এক গলিতে ইব্নু স্বাইয়াদকে দেখে তাকে এমন এক কথা বললেন যা শুনে সে ইব্নু 'উমরের উপর খুব রাগান্বিত হয়। সে এমনভাবে রাগে ফুলে গিয়েছে যে, যেন গলিটি তাকে দিয়ে পুরো ভর্তি হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তাঁর বোন 'হাফ্স্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট গেলে তিনি তাঁকে বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর দয়া করুন! ইব্নু স্বাইয়াদের সাথে তোমার কি ?! তুমি কি জানো না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একদা কোন এক রাগের মাথায় ইব্নু স্বাইয়াদ দাজ্জাল রূপে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম ২৯৩২)

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদের সাথে আমার দু' বার সাক্ষাৎ হয়। একদা আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তুমি কি বলোঃ এ দাজ্জাল। সে বললোঃ না, আল্লাহ্'র কসম! সে দাজ্জাল নয়। আমি বললামঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ্'র কসম! তোমাদের কেউ কেউ আমাকে বলেছেঃ সে কখনো মরবে না যতক্ষণ না সে তোমাদের সবার চাইতে বেশি সন্তান ও সম্পদশালী হয়। সে আজ তেমনই হয়েছে। তিনি বলেনঃ এভাবে তাদের সাথে কিছুক্ষণ

আলোচনার পর আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম। এরপর তার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলে দেখলাম, তার চোখটি বিকৃত হয়ে গেলো। আমি বললামঃ তোমার চোখটি কখন এমন হলো ? সে বললোঃ আমি জানি না। আমি বললামঃ তুমি জানো না ? অথচ চোখটি তোমারই মাথায়। সে বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তোমার এ লাঠির মাথায় দু'টো চোখ লাগিয়ে দিতে পারেন। অতঃপর সে গাধার ন্যায় এক কঠিন চিৎকার করলো। আমার কোন কোন সাথী ধারণা করেছে, আমি তাকে মারতে মারতে আমার লাঠিটি ভেঙ্গে ফেলেছি। আল্লাহ্'র কসম! আমি এমন হবে বলে ইতিপূর্বে এতটুকুও ধারণা করতে পারিনি। অতঃপর ইব্নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁর বোন হাফসার নিকট গেলে তিনি বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদের সাথে তোমার কি ?! তুমি কি জানো না রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ একদা কোন এক রাগের মাথায় ইব্নু স্বাইয়াদ দাজ্জাল রূপে আবির্ভূত হবে।

ইব্নু স্বাইয়াদ মানুষের এ সকল মন্তব্য শুনে খুবই কষ্ট পেতো। সে বলতোঃ আমি দাজ্জাল নই। রাসূল (ﷺ) দাজ্জালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমার উপর প্রযোজ্য নয়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা হজ্জ বা 'উমরাহ্ করতে বের হয়েছিলাম। তখন ইব্নু স্বাইয়াদ আমাদের সাথে ছিলো। পথিমধ্যে আমরা এক জায়গায় মঞ্জিল করলে সবাই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। শুধু আমি আর ইব্নু স্বাইয়াদই যথাস্থানে ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তার ব্যাপারে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কারণ, তার ব্যাপারে মানুষ অনেক কিছুই বলে থাকে। ইতিমধ্যে সে তার জিনিসপত্রগুলো আমার জিনিসপত্রের সাথেই রাখলো। আমি তাকে বললামঃ গরম খুবই প্রচণ্ড। তাই তুমি যদি জিনিসপত্রগুলো অমুক গাছের নিচে রাখতে। তখন সে তাই করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের নিকট একটি ছাগলপাল নিয়ে আসা হলে সে এক বড় পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলো। বললোঃ আবূ সাঈদ! দুধ পান করো। আমি বললামঃ গরম তো খুবই বেশি। এ দিকে দুধও গরম। তাই আমি দুধ পান করবো না। মূলতঃ আমি তার হাত থেকে দুধ পান করতে চাচ্ছিলাম না। সে বললোঃ হে আবূ সাঈদ! আমার মনে চায় রশি টাঙ্গিয়ে কোন একটি গাছের সাথে ফাঁসি দেই। মানুষের এ সব মন্তব্য শুনতে আর একটুও ভালো লাগছে না। হে আবূ সাঈদ! অন্যদের কাছে রাসূল (ﷺ) এর কোন হাদীস লুকিয়ে থাকলেও আনসারীদের কাছে তো

আর কোন হাদীস লুকিয়ে নেই। সে বললোঃ আপনি তো রাসূল (ﷺ) এর হাদীস সম্পর্কে ভালোই জানেন। রাসূল (ﷺ) কি বলেন নি ? দাজ্জাল কাফির। আমি তো মুসলমান। রাসূল (ﷺ) কি বলেন নি ? দাজ্জালের কোন সন্তান থাকবে না। আমি তো মদীনাতে আমার ছেলে-সন্তান রেখে এসেছি। রাসূল (ﷺ) কি বলেন নি ? দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় ঢুকতে পারবে না। আমি তো মদীনা থেকে বের হয়েছি মক্কার উদ্দেশ্যে। আবূ সাঈদ বলেনঃ আমি তাকে অত্যন্ত নিরুপায় মনে করছিলাম। অতঃপর সে বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি দাজ্জালকে চিনি। দাজ্জালের জন্মস্থান এবং বর্তমানের অবস্থান সবই আমি জানি। তখন আমি বললামঃ তুমি ধ্বংস হও। (মুসলিম ২৯২৭)

অন্য বর্ণনায় আছে, ইব্নু স্বাইয়াদ বলেঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি জানি সে (দাজ্জাল) এখন কোথায়। এমনকি আমি তার মাতা-পিতাকেও চিনি। তখন তাকে বলা হলোঃ তোমার কি মনে চায় দাজ্জাল হতে ? সে বললোঃ আমাকে দাজ্জাল হতে বলা হলে আমি তা অপছন্দ করবো না।

'উলামায়ে কেরাম ইব্নু স্বাইয়াদের দ্বিমত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেনঃ সে দাজ্জাল। যা ইব্নু 'উমার ও আবূ সা'ঈদ (رضي الله عنه) এর হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় এবং এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কয়েকজন সাহাবার মতামতও উল্লিখিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদ দাজ্জাল নয়। যা হযরত তামীম আদ-দারীর হাদীস থেকে বুঝা যায়।

ফাত্বিমা বিন্তে ক্বাইস (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল (ﷺ) এর আহ্বানকারীর ডাক শুনেছি। তিনি বলছেনঃ নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তখন আমরা সবাই দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটলাম। রাসূল (ﷺ) নামায শেষ করে মিম্বরের উপর বসে হাঁসতে শুরু করলেন এবং বললেনঃ কেউ নিজ স্থান ছাড়বে না। সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি জানো, আমি কি জন্য তোমাদেরকে ডেকেছি ? সাহাবাগণ বললেনঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি আজ তোমাদেরকে কোন আশা বা ভয় দেখানোর জন্য একত্রিত করিনি। আমি তোমাদেরকে এ জন্যই একত্রিত করেছি যে, তামীম আদ-দারী নামক জনৈক ব্যক্তি (যে ইতিপূর্বে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে) আমার নিকট এমন এক ঘটনা বর্ণনা করেছে যার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় সে ঘটনার সাথে যা আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে

দাজ্জাল সম্পর্কে শুনিয়েছি। তামীম বলেছেঃ সে একদা লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয়ের তিরিশ জনকে নিয়ে সাগর ভ্রমনে বের হলো। পথিমধ্যে এক মাস যাবত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ তাদেরকে কোথায় পৌঁছিয়েছে তারা কেউ তা জানে না। পরিশেষে তারা সূর্যাস্তের দিকের এক সাগর দ্বীপে পাড়ি জমালো। তারা একদা জাহাজের ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়ে উক্ত দ্বীপে নেমে পড়লো। তারা দ্বীপে ঢুকতেই তাদের সাথে এমন এক প্রাণীর সাক্ষাৎ হলো যার লোমের অত্যাধিক্যের কারণে তার আগ-পাছ চেনা যাচ্ছিলো না। তারা বললোঃ তুমি ধ্বংস হও! তুমি কে? সে বললোঃ আমি জাস্‌সাসাহ্ তথা গোয়েন্দা তথ্য সংরক্ষণকারী। তোমরা গির্জায় বসা লোকটির নিকট যাও। সে তো তোমাদের খবর শুনতে অধীর আগ্রহী। তখন আমরা দ্রুত তার নিকট গেলাম। তাকে দেখে আমরা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম। মনে হলো সে একজন শয়তান। সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে বাইসান শহরের খেজুর গাছগুলো সমর্কে কিছু জানাতে পারবে ? আমরা বললামঃ খেজুর গাছ সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাচ্ছো ? সে বললোঃ সেখানকার খেজুর গাছগুলোতে কি এখনো খেজুর ধরে ? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ এমন এক সময় আসবে যখন সে খেজুর গাছগুলোতে আর খেজুর ধরবে না। সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে ত্বাবারিয়্যাহ্ উপসাগর সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবে ? আমরা বললামঃ ত্বাবারিয়্যাহ্ উপসাগর সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাচ্ছো ? সে বললোঃ সেখানে কি এখনো পানি পাওয়া যায় ? আমরা বললামঃ সেখানে এখনো প্রচুর পানি ? সে বললোঃ এমন এক সময় আসবে যখন সে উপসাগরে আর পানি পাওয়া যাবে না। সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে যুগার নামক কুয়া সমর্কে কিছু জানাতে পারবে ? আমরা বললামঃ যুগার নামক কুয়া সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাচ্ছো ? সে বললোঃ সেখানকার কুয়ায় কি পানি পাওয়া যায় ? সে কুয়ার পানি দিয়ে কি সেখানকার লোকেরা চাষাবাদ করে? আমরা বললামঃ সে কুয়ায় এখনো প্রচুর পানি এবং সে কুয়ার পানি দিয়ে সেখানকার লোকেরা এখনো চাষাবাদ করে। সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে অশিক্ষিতদের নবী সমর্কে কিছু জানাতে পারবে ? সে এখন কি করছে ? আমরা বললামঃ সে এখন মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব তথা মদীনায় পাড়ি জমিয়েছে। সে বললোঃ আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে ? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ যুদ্ধ কেমন চলছে ? আমরা বললামঃ সে তার আশপাশের আরবদের উপর জয়ী হয়েছে এবং তারা তার আনুগত্য স্বীকার

করেছে। সে বললোঃ তাই কি ? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। সে বললোঃ তার আনুগত্য স্বীকার করা তাদের জন্য অনেক ভালো। আমি কি তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু বলবো ? আমি হলাম মাসী'হুদ-দাজ্জাল। আমাকে অচিরেই বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি বের হবো এবং বিশ্বের সর্ব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। এমন কোন এলাকা বাকি থাকবে না যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যেই অবতরণ করবো না। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য হারাম। যখনই আমি এর কোনটিতে ঢুকতে যাবো তখনই জনৈক ফিরিশ্তা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাকে প্রতিরোধ করবে। সেখানকার প্রত্যেক গিরি পথে থাকবে অনেকগুলো ফিরিশ্তা যারা আমার প্রবেশ থেকে শহরটিকে রক্ষা করবে।

ফাত্বিমা বিন্তে ক্বাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ রাসূল (ﷺ) নিজ হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বলেনঃ এটিই তো তাইবাহ্, এটিই তো তাইবাহ্, এটিই তো তাইবাহ্। আরে আমি কি তোমাদেরকে ঘটনাটি বলেছি। সাহাবাগণ বললেনঃ হ্যাঁ। মূলতঃ আমি তামীম দারীর ঘটনা শুনে সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি। কারণ, তার ঘটনার সাথে আমার বর্ণিত ঘটনার হুবহু মিল রয়েছে। এমনকি মক্কা-মদীনার ব্যাপারটিও। সে সিরিয়া বা ইয়েমেন সাগরে অবস্থানরত। না, বরং সে পূর্ব দিক থেকেই আবির্ভূত হবে। (মুসলিম ২৯৪২)

ইব্নু স্বাইয়াদ সম্পর্কে আলিমদের উক্তিসমূহঃ

ইমাম কুরত্বী বলেনঃ সত্য কথা এই যে, ইব্নু স্বাইয়াদই হলো দাজ্জাল। এটা কখনো অসম্ভব নয় যে, সে কখনো দ্বীপে অবস্থান করবে। আর কখনো সাহাবাদের মাঝে। (আত-তাযকিরাহ্ ৭০২)

ইমাম নববী বলেনঃ বিশিষ্ট আলিম সম্প্রদায় ধারণা করেন যে, ইব্নু স্বাইয়াদের ব্যাপারটি খুবই জটিল। সে কি প্রশিদ্ধ দাজ্জাল না কি অন্য কেউ। তবে সে নিঃসন্দেহে দাজ্জালসমূহের একজন।

আলিম সম্প্রদায় আরো বলেনঃ হাদীসগুলোর বর্ণনা দেখলে মনে হয়, রাসূল (ﷺ) এর নিকট ইব্নু স্বাইয়াদের ব্যাপারে এমন কোন ওহী আসে নাই যে, সে কি দাজ্জাল না কি নয়। তবে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে দাজ্জালের কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ইব্নু স্বাইয়াদের মাঝে এ জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য সম্ভাবনাময়ভাবে বিদ্যমান ছিলো। তাই রাসূল (ﷺ) তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি যে, সে দাজ্জাল না কি নয়।

তাই তো রাসূল (ﷺ) একদা হযরত 'উমার (রাঃ) কে বললেনঃ সে যদি দাজ্জাল হয়ে থাকে তা হলে তুমি তাকে কখনোই হত্যা করতে পারবে না।

আর ইব্‌নু স্বাইয়াদ যে বললোঃ সে মুসলমান। আর দাজ্জাল তো কাফির। তার সন্তান আছে ; অথচ দাজ্জাল হবে নিঃসন্তান। সে মদীনায় বসবাসরত এবং মক্কার দিকে রওয়ানা দিয়েছে। এতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, রাসূল (ﷺ) দাজ্জালের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা সে যখন দাজ্জাল রূপে বের হবে তখনকার এবং যখন তার ফিতনা শুরু হবে।

তার ব্যাপারটি যে জটিল এবং সে যে একজন দাজ্জাল তা এ জন্য যে, সে একদা রাসূল (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে বলেঃ আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল। সে দাবি করেছে যে, তার নিকট সত্য ও মিথ্যাবাদী আসে। সে পানির উপর আর্‌শ দেখতে পায়। সে দাজ্জাল হওয়া অপছন্দ করছে না। সে দাজ্জাল ও দাজ্জালের জন্মস্থান চিনে এবং দাজ্জাল এখন কোথায় তাও সে বলতে পারে। সে রাগে ফুলে-ফেঁপে যেন পুরো গলি ভরে দেয়।

তার ইসলাম, হজ্জ ও জিহাদ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয় যে, সে দাজ্জাল নয়। (শর্‌হুন-নববী লি মুসলিম ১৮/৪৬-৪৭)

ইমাম শওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইব্‌নু স্বাইয়াদকে নিয়ে আলিমদের খুব মতানৈক্য রয়েছে এবং তার ব্যাপারটি খুবই জটিল। তার ব্যাপারে সব ধরনের কথাই বলা হয়েছে। তার ব্যাপারে হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, রাসূল (ﷺ) তার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। সে কি দাজ্জাল না কি নয়। তবে রাসূল (ﷺ) এর সন্দেহের দু'টি উত্তর দেয়া যেতে পারে। তার একটি হচ্ছে, রাসূল (ﷺ) ইব্‌নু স্বাইয়াদের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, সে নিশ্চয়ই দাজ্জাল। তবে তিনি যখন ওহীর মাধ্যমে জেনেছেন যে, সে দাজ্জাল তখন তিনি ইব্‌নু স্বাইয়াদ দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে হযরত 'উমরের কসমকে অস্বীকার করেননি। আরেক উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে, আরবরা কখনো কখনো সন্দেহজনকভাবে কথা বলে ; অথচ উক্ত কথায় কোন সন্দেহ নেই। (নাইলুল-আওতার ৭/২৩০-২৩১)

ইমাম বায়হাক্বী তামীম দারীর হাদীসটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, শেষ যুগের বড় দাজ্জাল

কিন্তু ইব্‌নু স্বাইয়াদ নয়। বরং সে অনেকগুলো মিথ্যুক দাজ্জালের একজন যাদের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

মনে হয়, যাঁরা ইব্‌নু স্বাইয়াদকে দাজ্জাল বলে নিশ্চিত হয়েছেন তাঁরা তামীম দারীর হাদীসটি শুনেননি। কারণ, এতদুভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন খুবই কঠিন। এমন তো হওয়া সত্যিই অসম্ভব যে, রাসূল (ﷺ) এর যুগে যে লোকটি ছেলে বয়সী ছিলো যার সাথে রাসূল (ﷺ) স্বয়ং কথা বলেছেন সে লোকটিই রাসূল (ﷺ) এর শেষ যুগে বুড়ো হয়ে সাগরের কোন এক উপদ্বীপে লোহার শিকল দিয়ে বন্দী অবস্থায় বসবাস করবে এবং রাসূল (ﷺ) আবির্ভূত হয়েছেন কি না সে ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কসম খাওয়ার ব্যাপরটিও এমন। তিনিও প্রথমে তামীম দারীর হাদীসটি শুনেননি। যখন শুনেছেন তখন আর কসম খাননি।

তবে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইব্‌নু স্বাইয়াদই দাজ্জাল। যদিও সে মুসলমান এবং যদিও সে মদীনায় প্রবেশ করেছে। এমনকি যদিও সে মৃত্যু বরণ করেছে। আর তিনি তামীম দারীর হাদীসটিরও অন্যতম বর্ণনাকারী। তা হলে তিনি হাদীসটি শুনেননি বলাও অসম্ভব। তিনি এও বলতেনঃ আমরা ইব্‌নু স্বাইয়াদকে হার্‌রার দিন খুঁজে পাইনি।

হাস্‌সান বিন্ আব্দুর রহ্‌মান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ যখন ইস্পাহান শহর বিজয় হয় তখন আমাদের সেনা ঘাঁটি ও ইয়াহুদিয়্যাহ্ এলাকার মাঝে বেশি দূরত্ব ছিলো না। তখন আমরা মাঝে মাঝে সে এলাকায় যেতাম এবং আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চয়ন করে আনতাম। একদা আমি অত্র এলাকায় গেলে দেখি ইহুদিরা ঢোল-ঢক্কর বাজাচ্ছে এবং খুব নাচানাচি করছে। আমি তাদের মধ্যকার আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললোঃ আজ আমাদের সেই রাষ্ট্রপতির আগমন। যাঁকে নিয়ে আমরা আরবদের উপর বিজয়ী হবো। অতঃপর আমি তারই বাড়ির ছাদে রাত্রি যাপন করি। সেখানেই আমি ফজরের নামায আদায় করলাম। যখন সূর্য উঠলো তখন আমি তাদের সৈন্যদের মাঝে খুব শোরগোল এবং সেদিক থেকে প্রচুর ধূলিকনা উড়তে দেখলাম। তাকিয়ে দেখি জনৈক ব্যক্তি রায়হানের তৈরি একটি গম্বুজের নিচে বসা। আর ইহুদিরা তার আশে-পাশে ঢোল-ঢক্কর বাজাচ্ছে এবং খুব নাচানাচি করছে। ভালো করে দেখি সেই লোকটিই তো ইব্‌নু স্বাইয়াদ। অতঃপর ইব্‌নু স্বাইয়াদ উক্ত শহরে ঢুকে পড়লো। আর কখনো সে সেখান থেকে বের হলো না। (ফাত্‌হুল-বারী ৩/৩২৭-৩২৮)

শাইখুল-ইসলাম 'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ ইব্নু স্বাইয়াদের ব্যাপারটি জটিল হওয়ার দরুন কোন কোন সাহাবী তাকে দাজ্জাল বলে ধারণা করেছেন। রাসূল (ﷺ) সর্ব প্রথম তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলেও পরবর্তীতে তিনি জেনেছেন যে, সে দাজ্জাল নয়। বরং সে শয়তান প্রকৃতির জ্যোতিষী। এ কারণে রাসূল (ﷺ) তাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে যেতেন। (আল-ফুরক্বান ৭৭)

ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মূল কথা হচ্ছে, ইব্নু স্বাইয়াদ সেই দাজ্জাল নয় যে শেষ যুগে বের হবে। যা ফাতিমা বিন্তে ক্বাইস্ তথা তামীম দারীর হাদীস থেকে বুঝা যায়। (আন-নিহায়াহ্/আল-ফিতানু ওয়াল-মালাহিম ১/৭০)

'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ দাজ্জাল তো সেই ব্যক্তি যাকে তামীম দারী বন্দী অবস্থায় দেখেছেন। আর ইব্নু স্বাইয়াদ তো একজন শয়তান যে দাজ্জাল রূপে সে যুগে আবির্ভূত হয়েছে। পরিশেষে সে ইস্পাহান গিয়ে মূল দাজ্জালের সাথে গায়েব হয়ে যায়। (ফাত্হুল-বারী ১৩/৩২৮)

ইব্নু স্বাইয়াদ নবুওয়াতের দাবি করার পরও রাসূল (ﷺ) তখন তাকে শাস্তি দেননি এ কারণে যে, তখন মদীনার ইহুদি ও রাসূল (ﷺ) এর মাঝে একটি শান্তি চুক্তি বিদ্যমান ছিলো। আর ইব্নু স্বাইয়াদ তাদেরই একজন অথবা এ কারণে যে, তখনো ইব্নু স্বাইয়াদ সাবালক হয়নি অথবা এ জন্য যে, সে সরাসরি নবুওয়াতের দাবি করেনি। বরং সে রিসালাতের দাবির প্রতি ইঙ্গিত করেছে মাত্র যা নবুওয়াতের দাবি করা প্রমাণ করে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন দুনিয়াতে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠান তেমনিভাবে কাফিরদের নিকট শয়তানও পাঠান।

(আল-ফাত্'হুর-রাব্বানি ২৪/৬৪-৬৫ ফাত্'হুল-বারী ৬/১৭২)

দাজ্জালের আবির্ভাব কোথায়ঃ

দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে বের হবে। খুরাসান তথা ইস্পাহানের ইয়াহুদিয়্যাহ্ নামক এলাকা থেকে। অতঃপর সে পুরো বিশ্বে ভ্রমণ করবে। এমন কোন এলাকা বাকি থাকবে না যেখানে সে প্রবেশ করবে না। তবে মক্কা-মদীনায় সে ঢুকতে পারবে না। কারণ, ফিরিশ্তাগণ উক্ত এলাকাদ্বয় পাহারা দিবেন।

ফাতিমা বিন্তে ক্বাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ সে (দাজ্জাল) সিরিয়া বা ইয়েমেন সাগরে অবস্থানরত। না, বরং সে পূর্ব দিক থেকেই আবির্ভূত হবে। (মুসলিম ২৯৪২)

আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জাল পূর্ব এলাকা তথা খুরাসান শহর থেকে বের হবে।

(তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৬/৪৯৫)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জাল ইস্পাহান শহরের ইয়াহুদিয়্যাহ্ নামক এলাকা থেকে বের হবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদি। (আল-ফাত্'হুর-রাব্বানি ২৪/৭৩ ফাত্'হুল-বারী ১৩/৩২৮)

দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে নাঃ

ফাতিমা বিন্তে ক্বাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জাল বললোঃ আমি হলাম মাসী'হুদ-দাজ্জাল। আমাকে অচিরেই বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি বের হবো এবং বিশ্বের সর্ব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। এমন কোন এলাকা বাকি থাকবে না যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যেই অবতরণ করবো না। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য হারাম। যখনই আমি এর কোনটিতে ঢুকতে যাবো তখনই জনৈক ফিরিশ্তা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাকে প্রতিরোধ করবে। সেখানকার প্রত্যেক গিরি পথে থাকবে অনেকগুলো ফিরিশ্তা যারা আমার প্রবেশ থেকে শহরটিকে রক্ষা করবে।

মূলতঃ দাজ্জাল চারটি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। সেগুলো হচ্ছে, মক্কা মসজিদ, মদীনা মসজিদ, তূর মসজিদ ও আক্বস্বা মসজিদ।

জুনাদাহ্ বিন্ আবূ উমাইয়াহ্ আয্দী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি ও জনৈক আন্সারী সাহাবী জনৈক সাহাবীর নিকট গিয়ে বললামঃ আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছেন আমাদেরকে বলুন। তখন তিনি বললেনঃ... দাজ্জাল চল্লিশ দিন দুনিয়াতে অবস্থান করবে। সে এরই মধ্যে সকল জায়গায় পৌঁছবে। তবে সে চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে নাঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, তূর মসজিদ ও আক্বস্বা মসজিদ। (আল-ফাত্'হুর-রাব্বানি ২৪/৭৬ ফাত্'হুল-বারী ১৩/১০৫)

দাজ্জালের অনুসারীঃ

দাজ্জালের অনুসারী হবে ইহুদি, অনারব ও তুর্কিরা। তাতে সব শ্রেণীর লোকই থাকবে। বিশেষ করে মহিলা ও গ্রাম্য লোক।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

অর্থাৎ ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের গায়ে থাকবে চাদর। (মুসলিম ২৯৪৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের মাথায় থাকবে তাজ।

(আল-ফাত্‌হুর-রাব্বানি ২৪/৭৩ ফাত্‌হুল-বারী ১৩/২৩৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার (দাজ্জাল) অনুসারী হবে এমন লোক যাদের চেহারা চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট।

ইমাম ইব্‌নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেনঃ মনে হয় এরা তুর্কি।

(আন-নিহায়াহ্‌/আল-ফিতানু ওয়াল-মালাহিম ১/১১৭)

কিছু কিছু অনারবও উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দাজ্জালের অনুসারী অধিকাংশ গ্রাম্য লোক এ জন্যই হবে যে, কারণ মূর্খতা তাদের মধ্যেই অনেক বেশি।

আবূ উমামাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জালের ফিতনা এটাও যে, সে জনৈক গ্রাম্য লোককে বলবেঃ আমি যদি তোমার মাতা-পিতাকে জীবিত করে দেখাতে পারি তা হলে কি তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রভু। সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন দু'টি শয়তান তার মাতা-পিতার ছবি ধারণ করে বলবেঃ হে আমার ছেলে! এর অনুসরণ করো। এ হচ্ছে তোমার প্রভু।

(ইব্‌নু মাজাহ্‌ ২/১৩৫৯-১৩৬৩ স'হীহুল-জামি', হাদীস ৭৭৫২)

আর মেয়েলোকের ব্যাপারটি তো আরো করুণ। কারণ, তারা সহজেই অভিভূত হয় এবং তাদের মধ্যে মূর্খতাও অনেক বেশি।

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ একদা দাজ্জাল মদীনার "মারক্বানাহ্‌" নামক ঢালু উপত্যকায় অবতরণ করবে। তখন মদীনার অধিকাংশ মহিলাই তার নিকট পাড়ি জমাবে। তখন পুরুষরা দাজ্জালের নিকট যাওয়ার ভয়ে তাদের স্ত্রী, মাতা, কন্যা, বোন ও ফুফুকে রশি দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখবে।

(আহ্‌মাদ্‌, হাদীস ৫৩৫৩)

দাজ্জালের ফিতনাঃ

দাজ্জালের ফিতনা হলো আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল ফিতনার বড়ো ফিতনা। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এমন এক বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন যা একজন বুদ্ধিমান মানুষকেও বোকা বানিয়ে ছাড়বে।

তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার জান্নাত হবে বাস্তবে জাহান্নাম এবং তার জাহান্নাম হবে বাস্তবে জান্নাত। তার সাথে থাকবে অনেকগুলো নদ-নদী এবং রুটির পাহাড়। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে বললে আকাশ তখন বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে জমিনকে ফসল ফলাতে বললে জমিন তখন ফসল ফলাবে। জমিনের সকল ধন-ভাণ্ডার তার পিছে পিছে চলবে। পুরো বিশ্ব সে অতি অল্প সময়ে বিচরণ করবে। যেমন বাতাস তাড়িত বৃষ্টি অতি দ্রুত বয়ে যায়।

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা। চুল হবে এলোমেলো। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার জাহান্নাম হবে বাস্তবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে বাস্তবে জাহান্নাম। (মুসলিম ২৯৩৪)

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ আমি নিশ্চয়ই জানি দাজ্জালের সাথে কি থাকবে। তার সাথে থাকবে দু'টি প্রবহমান নদী। একটির দিকে তাকালে মনে হবে তাতে রয়েছে স্বচ্ছ সাদা পানি। অন্যটির দিকে তাকালে মনে হবে তাতে রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। তোমাদের কেউ তার সাক্ষাৎ পেলে সে যেন চোখ বন্ধ করে উক্ত নদীতে নেমে পড়ে যাতে জ্বলন্ত আগুন রয়েছে বলে মনে হয়। মাথা নিচু করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। কারণ, সেটিই হবে তখনকার ঠাণ্ডা পানি। (মুসলিম ২৯৩৪)

নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ সাহাবাগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! দাজ্জাল দুনিয়াতে কতো দিন অবস্থান করবে ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ চল্লিশ দিন। তার মধ্যে এক দিন হবে এক বছরের ন্যায়। আরেক দিন হবে এক মাসের ন্যায়। আরেক দিন হবে এক সপ্তাহের ন্যায়। আর বাকী দিনগুলো হবে এখনকার দিনের ন্যায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! সে কতো দ্রুত জমিনে বিচরণ করবে ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হাওয়া তাড়িত বৃষ্টি তথা তুফানের ন্যায়। সে কিছু লোকের কাছে গিয়ে তাদেরকে তার উপর ঈমান আনার আহ্বান করলে তারা তার উপর ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে আদেশ করলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিনকে আদেশ করলে জমিন প্রচুর ফসল ফলাবে। তাদের গৃহ পালিত পশুগুলোর স্তনসমূহ দুধে ভরে যাবে। মোটা-তাজা ও হৃষ্ট-পুষ্ট হবে। আরো কিছু লোকের কাছে গিয়ে তাদেরকে তার উপর ঈমান আনার আহ্বান

করলে তারা তার উপর ঈমান আনবে না। যখন সে উক্ত এলাকা ছেড়ে যাবে তখন সে এলাকায় আর বৃষ্টি হবে না। মানুষের হাতে কোন সম্পদ থাকবে না। সে কোন মরুভূমি অতিক্রম করার সময় মরুভূমিকে আদেশ করবে তার সকল ধন-ভাণ্ডার বের করে দিতে। তখন মরুভূমির সকল গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার মৌমাছির ন্যায় তার পিছু নিবে। অতঃপর সে জনৈক সুঠাম দেহের যুবককে ডেকে কাছে আনবে এবং তাকে তলোয়ার মেরে দু' টুকরো করে ফেলবে। অতঃপর তাকে আবারো ডাকলে সে হাঁসতে হাঁসতে তার দিকে আসবে। (মুসলিম ২৯৩৭)

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) এর বর্ণনায় রয়েছে, দাজ্জাল যাঁকে হত্যা করবে তিনি হবেন সে যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালকে বলবেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ইতিপূর্বে সংবাদ দিয়েছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ আমি যদি একে হত্যা করে আবারো জীবিত করতে পারি তবুও কি তোমরা আমার প্রভু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে ? সবাই বলবেঃ না, তখন সে লোকটিকে হত্যা করে আবারো জীবিত করবে। তখন লোকটি বলবেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আজ আমি তোমার ব্যাপারে পূর্বের চাইতে আরো বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তখন দাজ্জাল তাঁকে আবারো হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে আর তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। (বুখারী ৭১৩২; মুসলিম ২৯৩৮)

দাজ্জালকে অস্বীকারকারীগণঃ

ইতপূর্বের হাদীসসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। সে বাস্তব এক মানুষ। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেকগুলো অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু শায়েখ মুহাম্মাদ 'আব্দুহ্ তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জালের ব্যাপারটি একটি ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী। শায়েখ আবূ 'উবায়্যাহ্ও উক্ত মত পোষণ করেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল একটি বাতিল শক্তির নাম। সে মানুষ নয়।

আমরা বলবোঃ হাদীসগুলো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, দাজ্জাল একজন মানুষ এবং এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মাঝে বাস্তবে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

এ ছাড়া শায়েখ আবূ 'উবায়্যাহ্ নিজেই ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) এর "আল-ফিতানু ওয়াল-মালা'হিম" কিতাবে দাজ্জালের দু' চোখের মাঝখানে কাফির শব্দটি লেখা থাকা এবং কেউ যে মৃত্যুর পূর্বে তার প্রভুকে দেখবে

না এ সংক্রান্ত হাদীসটির টীকায় তিনি বলেনঃ উক্ত হাদীসটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, দাজ্জালের প্রভু দাবি করাটা নিতান্তই মিথ্যা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করুক এবং তার উপর তাঁর পূর্ণ অসন্তুষ্টি ও অভিশাপ নাযিল হোক!

উক্ত টীকায় তিনি দাজ্জাল মানুষ হওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করলেন। আশা করি নিম্নোক্ত হাদীসটি তাঁদের উপর বর্তাবে না। কারণ, তাঁরা গবেষণাগত ভুল করেছেন। ইচ্ছাকৃত নয়।

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের ইন্তিকালের পর অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করবে। যারা রজম তথা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা, দাজ্জাল, পরকালের সুপারিশ, কবরের শাস্তি এবং পুড়ে যাওয়ার পর জাহান্নাম থেকে কিছু লোকের বের হওয়ার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করবে। (আহ্মাদ, হাদীস ১৫৭)

কারো কারোর নিকট উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দাজ্জালের অলৌকিক ব্যাপারগুলো সত্যিই বাস্তবঃ

ইতিপূর্বে দাজ্জালের যে অলৌকিক ক্ষমতাগুলো উল্লিখিত হয়েছে তা সত্যিই বাস্তব। তা কোন কাল্পনিক কথা নয়।

তবে 'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হায্ম এবং ইমাম ত্বা'হাভী (রাহিমাহুমাল্লাহ) তা অস্বীকার করেন। আবূ 'আলী আল-জুব্বায়ী আল-মু'তাযিলীও বলেনঃ এগুলো বাস্তব নয়। নতুবা রাসূলের মু'জিযাহ্ এবং যাদুকরের অলৌকিক ক্ষমতার মাঝে কোন পার্থক্যই থাকে না। এরপর 'আল্লামাহ্ শায়েখ রশিদ রেযাও দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ এটি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিয়ম বহির্ভূত। কারণ, তা নবীদের মু'জিযাহ্ সমতুল্য অথবা তারও ঊর্ধ্বে ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর অত্যন্ত দয়া করে তাদেরই হিদায়াতের জন্য নবীদেরকে মু'জিযাহ্ দিয়ে পাঠিয়েছেন। কুর'আনের ভাষায় যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আরো বড়ো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে দাজ্জালকে পাঠাবেন তা কখনো হতে পারে না। কারণ, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা-মদীনা ছাড়া পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করবে। অন্য দিকে দাজ্জাল সংক্রান্তবিপরীতমুখী হাদীসগুলো কুর'আনকে বিশেষিত বা রহিত করতে পারে না। তিনি বিপরীতমুখী হাদীসগুলোর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেনঃ কোন কোন হাদীসে রয়েছে তার

সাথে থাকবে রুটির পাহাড় এবং মধু ও পানির নদী। জান্নাত ও জাহান্নাম। আবার অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ﷺ) একদা হযরত মুগীরা رضي الله عنه কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ দাজ্জাল তোমার কি ক্ষতিটুকুই না করবে বলো তো? কারণ, তিনি রাসূল (ﷺ) কে দাজ্জাল সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জিজ্ঞাসা করতেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি লোকমুখে শুনতে পেলাম যে, তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির নদী। রাসূল (ﷺ) বললেনঃ বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার অবস্থান এতো নিম্নে যে, তিনি তাকে এ সকল ক্ষমতা দিয়ে আবার তার সত্যতাও প্রমাণ করবেন এমন কোন প্রশ্নই আসে না। বরং তার সাথে থাকবে মিথ্যা ও কুফরির সুস্পষ্ট প্রমাণ। (বুখারী ৭১২২; মুসলিম ২১৫২)

শায়েখ আবূ 'উবায়্যাহ্ও দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো অস্বীকার করেন। তিনি এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর টিকায় বলেনঃ এ রকম মারাত্মক ফিতনার সম্মুখে বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই কোন ভাবে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। দাজ্জাল আবার মানব জন সম্মুখে কাউকে জীবন দিবে আবার কাউকে মৃত্যু দিবে ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ জন্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন যে, তারা উক্ত ফিতনার সম্মুখে এতটুকুও টিকে থাকতে পারেনি তা কিভাবে সম্ভব ? কারণ, এ কথা তো সবারই জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্'র উপর অত্যন্ত দয়ালু এবং পরম করুণাময়। সুতরাং তিনি নিজ বান্দাহ্'র সাথে এমন নির্মম কাণ্ডই বা করতে যাবেন কেন ? অন্য দিকে দাজ্জাল তো আবার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এতো সম্মানীও নয় যে, তিনি তাকে এতো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বেশির ভাগ মানুষের ঈমান-আক্বীদায় মারাত্মক কম্পন সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন।

দাজ্জাল অস্বীকারকারীদের উত্তরঃ

১. দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা সংক্রান্ত হাদীসগুলো সঠিক ও বিশুদ্ধ। সুতরাং কিছু ছুতা-নাতা দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর অপব্যাখ্যা দেয়া কোনভাবেই ঠিক হবে না। মূলতঃ দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মাঝে এমন কোন বৈপরীত্য নেই যে, যার কোন সহজ সমাধান বের করা সম্ভবপর নয়।

এ দিকে মুগীরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির শেষাংশের অর্থ এই যে, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার অবস্থান এতো নিম্নে যে, তিনি তাকে এ সকল ক্ষমতা দিয়ে কোন ঈমানদারকে পথভ্রষ্ট করবেন এমন কোন প্রশ্নই

আসে না। বরং এতে করে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যাবে। সন্দেহে পড়বে শুধু ওরাই যাদের ঈমান ঠিক নেই। এ কারণেই তো দাজ্জাল যাকে হত্যা করবে সে জীবিত হয়ে বলবেঃ ইতিপূর্বে তোমার সম্পর্কে আমার এতো অভিজ্ঞতা ছিলো যা এখন অর্জিত হয়েছে।

২. উক্ত হাদীসটিকে যদি তার প্রকাশ্য অর্থে ধরা যায় তা হলে এমনো তো হতে পারে যে, রাসূল (ﷺ) ওহীর মাধ্যমে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো জানার পূর্বেই এমন কথা বলেছেন। কারণ, হযরত মুগীরা (رضي الله عنه) নিজেই বলেছেনঃ আমি লোকমুখে শুনতে পেয়েছি যে, তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির নদী।

৩. দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো সত্যিই বাস্তব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ সকল ক্ষমতা দিবেন মানুষের পরীক্ষার জন্য। নবীদের মু'জিযাহ্'র সাথে তা কখনো মিশে যাবে না। কারণ, এমন কোন বর্ণনা নেই যে, দাজ্জাল তখন নবুওয়াতের দাবি করবে। বরং সে তখন প্রভু বলে দাবি করবে।

৪. 'আল্লামাহ্ রশিদ রেযা যে, শুধু চল্লিশ দিনের মধ্যে দাজ্জালের মক্কা-মদীনা ছাড়া পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করা অসম্ভব মনে করলেন তা ঠিক নয়। কারণ, তা শুধুমাত্র চল্লিশ দিন নয়। বরং এর কোন কোন দিন এক বছরের সমতুল্য। আবার কোন কোন দিন এক মাসের এবং কোন কোন দিন এক সপ্তাহের সমতুল্য হবে।

৫. দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিয়ম বহির্ভূত নয়। কারণ, তা হলে আপাত দৃষ্টিতে নবীদের মু'জিযাহ্গুলোও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিয়ম বহির্ভূত বলে মনে হবে। মূলতঃ যখন তা নিয়ম বহির্ভূত নয় তখন দাজ্জালের ব্যাপারটিও নিয়ম বহির্ভূত হবে কেন ?

৬. দাজ্জালের ব্যাপারটিকে যদি নিয়ম বহির্ভূতই মনে করা হয় তা হলে বলতে হবে, তখনকার সময়টিতে তো এ ছাড়া আরো অনেকগুলো নিয়ম বহির্ভূত কাজও সংঘটিত হবে। যা ইতিপূর্বে কখনো সংঘটিত হয়নি। তখনকার সময়টিই তো হবে ফিতনার সময়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা যে, দাজ্জালকে অনেকগুলো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মানুষদেরকে পরীক্ষা করবেন তা কখনো তাঁর দয়া বিরোধী নয়। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে তাঁর নবীর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। তার ফিতনা থেকে বাঁচার পথ শিখিয়েছেন।

দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাগুলো যে সত্য এবং বাস্তব এ সংক্রান্ত আলিমদের কিছু কথাঃ

ক্বাযী 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসগুলো যা ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন তা সত্যপন্থীদের জন্য এ ব্যাপারে এক বিরাট প্রমাণ যে, দাজ্জাল একদা অবশ্যই দুনিয়াতে পদার্পণ করবে। সে এক বাস্তব মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঠিয়ে তাঁর বান্দাহ্দেরকে পরীক্ষা করবেন এবং তিনি নিজেই তাকে এমন কিছু ক্ষমতা দিবেন যা উক্ত পরীক্ষার জন্য একান্ত সহায়ক। সে মানুষ মেরে তাকে আবারো জীবিত করবে। পুরো দুনিয়া তখন হবে সুজলা সুফলা। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। আরো থাকবে দু'টি নদী। দুনিয়ার সকল ধন-ভাণ্ডার তার পিছু নিবে। তার আদেশেই আকাশ বৃষ্টি ও জমিন ফসল দিবে। এ সব কিছু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ক্ষমতা ও তাঁর ইচ্ছাধীন। তাই তো তিনি পরিশেষে তাকে অক্ষম বানিয়ে দিবেন। তখন সে আর কাউকে হত্যা করতে পারবে না। বরং তাকেই তখন হত্যা করবেন 'ঈসা (ﷺ)।

এটিই হচ্ছে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত এবং সকল মুহাদ্দিস ও মুফতিদের একান্ত মতাদর্শ। তবে খারিজী, জাহ্মী এবং কিছু মু'তাযিলাহ্ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে। তাদের ধারণা, সে যদি সত্যই হতো তা হলে তাকে নবীদের মতো মু'জিযাহ্ দিয়ে এতো শক্তিশালী করা হতো না। তবে তাদের উক্ত মতামতের সত্য কোন ভিত্তি নেই। কারণ, সে তো আর নিজকে তখন নবী বলে দাবি করছে না। বরং সে তো তখন নিজকে ইলাহ্ বলেই দাবি করবে এবং তার এ দাবি যে অসত্য তা তার শরীরই প্রমাণ করবে। কারণ, সে কানা হবে এবং তার কপালেই লেখা থাকবে সে কাফির।

এরপরও যে তাকে দিয়ে ধোঁকা খাবে সে অবশ্যই অত্যন্ত ভীতু, দুনিয়ালোভী এবং ঈমানশূন্য। সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তি তাকে দিয়ে কখনো ধোঁকা খাবে না। (শর'হুন-নাওয়াওয়ী ১৮/৫৮-৫৯ ফাত'হুল-বারী ১৩/১০৫)

ইমাম ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জালকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে তাঁর বান্দাহ্দেরকে পরীক্ষা করবেন। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেউ তার কথা শুনলে সে আকাশকে আদেশ করা মাত্রই আকাশ বৃষ্টি দিবে। জমিনকে আদেশ করা মাত্রই জমিন এতো বেশি ফলন দিবে যে, যা তাদের এবং তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জন্য একেবারেই যথেষ্ট। যা খেয়ে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো দুধেল ও মোটা-তাজা হয়ে যাবে। যে তার কথা শুনবে না সে তো অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, চতুষ্পদ জন্তুর

মৃত্যু, জান-মালের ঘাটতি ইত্যাদিতে ভুগবে। মৌমাছির দলের ন্যায় দুনিয়ার সকল ধন-ভাণ্ডার তার পিছু নিবে। জনৈক যুবককে হত্যা করে তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবে। এ সব কিন্তু কোন কল্পকাহিনী নয়। বরং তা নিতান্ত সত্য। যা কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাহ্দেরকে পরীক্ষা করবেন। তাতে সন্দেহকারীরা পথভ্রষ্ট হবে। ঈমানদারদের ঈমান আরো বেড়ে যাবে। (নিহাইয়াহ্/আল-ফিতানু ওয়াল-মালা'হিম ১/১২১)

দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষাঃ

আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজ উম্মতদেরকে রক্ষা করার জন্য কিছু পথ বাতলিয়েছেন যা নিম্নে উল্লিখিত হলোঃ

১. ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে, ঈমানের বলে বলীয়ান হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সকল নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিবে। যে গুলোর মধ্যে তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই। তা হলে বুঝতে পারবে যে, আরে দাজ্জাল তো মানুষ। সে তো খায় এবং পান করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো খানও না এবং পানও করেন না। দাজ্জাল তো কানা। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো কানা নন। দাজ্জালকে তো সবাই দেখতে পাচ্ছে। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে তো মৃত্যুর পূর্বে কেউই দেখতে পাবে না।

২. দাজ্জালের ফিতনা থেকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত আশ্রয় কামনা করবে। বিশেষ করে নামাযের শেষ বৈঠকে।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) সর্বদা নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেনঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব, মাসীহ্ নামক দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সর্ব প্রকার গুনাহ্ ও ঋণ থেকে। (বুখারী ৮৩২; মুসলিম ৫৮৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে শিক্ষা দিতেন নামাযের কোন সূরা। তিনি বলতেনঃ বলোঃ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব, মাসীহ্ নামক দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে। (মুসলিম ৫৯০)

ইমাম ত্বাউস (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে আদেশ করতেন যদি সে নামাযে উক্ত দো'আ না পড়তো।

এ থেকে বুঝা যায়, আমাদের সাল্ফে সালিহীনগণ নিজ সন্তানদেরকে উক্ত দো'আ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কতোই না যত্নবান ছিলেন।

'আল্লামাহ্ সাফ্ফারিনী বলেনঃ প্রত্যেক আলিমের জন্য উচিত সর্ব স্তরের পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদের মাঝে দাজ্জালের হাদীসসমূহের প্রচার-প্রসার করা। কারণ, দাজ্জাল বের হওয়ার অন্যতম আলামত হচ্ছে মানুষ তার ব্যাপার ভুলে যাওয়া এবং মসজিদের মিম্বরে তাকে নিয়ে আলোচনা না হওয়া।

তিনি আরো বলেনঃ বিশেষ করে আমাদের এ বিপদ সঙ্কুল ফিতনার যুগে দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসসমূহের প্রচার-প্রসার অত্যাবশ্যক। যাতে সুন্নাতের কোন প্রচার-প্রসার নেই। বরং বহু সুন্নাতই এ যুগে বিদ্'আতের রূপ ধারণ করেছে এবং বিদ্'আত হয়ে গেছে এ যুগের অনুকরণীয় শরীয়ত। (লাওয়ামি' ২/১০৬-১০৭)

৩. সূরা কাহাফের প্রথম ও শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করে নিবে এবং দাজ্জাল বের হলে তার উপর তা পড়বে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাত করলে তার উপর সূরা কাহাফের শুরুর কিছু আয়াত পাঠ করবে। (মুসলিম ২৯৩৭)

আবূ দ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ، وَقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে নিবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে। বর্ণনাকারী শু'বাহ্ বলেনঃ

সূরা কাহাফের শেষের দশটি আয়াত। হাম্মাম বলেনঃ সূরা কাহাফের শুরুর দশটি আয়াত। (মুসলিম ৮০৯)

৪. দাজ্জাল থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকবে। এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে এখন থেকেই মক্কা-মদীনায় স্থায়ী বসবাস শুরু করা। কারণ, উক্ত পবিত্র স্থানদ্বয়ে দাজ্জাল কখনো ঢুকতে পারবে না। দাজ্জাল থেকে দূরে থাকা আবশ্যক এ জন্য যে, দাজ্জাল হবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তখনকার এক অলৌকিক ক্ষমতার অধীকারী। যা সকল মানুষের জন্য পরীক্ষা সরূপ। দেখা যাবে তখনকার একজন স্থীর ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিও নিজের অজান্তে তার অনুসারী হয়ে যাবে। তাই তার থেকে সর্বাত্মক দূরবর্তী মানুষই হবে তখনকার সব চাইতে নিরাপদ ব্যক্তি।

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

অর্থাৎ কেউ দাজ্জালের খবর পেলে সে যেন তার থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। কারণ, আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে আসবে। তার বিশ্বাস সে একজন খাঁটি মু'মিন। অতঃপর সে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। কারণ, সে দাজ্জালের নিকট কিছু সন্দেহ মূলক কর্মকাণ্ড দেখতে পাবে। (স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬১৭৭)

কুর'আনে দাজ্জালের উল্লেখঃ

আমাদের পবিত্র কুর'আন মাজীদে দাজ্জালের ব্যাপারটি কেন উল্লিখিত হয়নি এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমগণ কয়েকটি মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. নিম্নোক্ত আয়াতে দাজ্জালের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও তা প্রকাশ্যভাবে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾.

অর্থাৎ যে দিন তোমার প্রভুর কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে সে দিন আর এমন কোন লোকের ঈমান তার ফায়েদায় আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল করেনি।

(আন্'আম : ১৫৮)

রাসূল (ﷺ) উক্ত কয়েকটি নিদর্শনের বর্ণনায় তিনিটি বস্তু উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে দাজ্জাল হচ্ছে একটি।

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

অর্থাৎ দুনিয়াতে যখন তিনটি বস্তু প্রকাশ পাবে তখন আর এমন কোন লোকের ঈমান তার ফায়েদায় আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল করেনি। উক্ত বস্তু তিনটি হচ্ছে, পশ্চিম তথা সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা, দাজ্জাল ও জমিনের এক অলৌকিক প্রাণী। (মুসলিম ১৫৮)

২. কুর'আন মাজীদে 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ দিকে 'ঈসা (عليه السلام) ই তো দাজ্জালকে হত্যা করবেন। সুতরাং হিদায়েতের মাসীহ্ তথা 'ঈসা (عليه السلام) এর ব্যাপারটি উল্লেখ করে ভ্রষ্টতার মাসীহ্ তথা দাজ্জালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এমন প্রচলন রয়েছে যে, কোন বস্তুকে উল্লেখ করে তার বিপরীতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

৩. নিম্নোক্ত আয়াতেও দাজ্জালের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও তা প্রকাশ্যভাবে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾.

অর্থাৎ মানব সৃষ্টি অপেক্ষা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি অবশ্যই কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (গাফির/মু'মিন : ৫৭)

উক্ত আয়াতে মানুষ সৃষ্টি বলতে দাজ্জাল সৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে।

আবূ ল-'আলিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মানব সৃষ্টির মধ্যে দাজ্জালের চাইতেও আরো বড়ো সৃষ্টি আর কি হতে পারে ? তাই তো একদা ইহুদিরা তাকে মহান ভেবে তার পিছু নিবে। (কুরতুবী ১৫/৩২৫)

'আল্লামাহ্ ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যদি উক্ত কথা সঠিক হয়ে থাকে তা হলে তা হবে সত্যিই একটি সুন্দর উত্তর। যার বর্ণনার দায়িত্ব রাসূল (ﷺ) নিজেই গ্রহণ করেছেন। (ফাত্'হুল-বারী ১৩/৯২)

৪. কুর'আন মাজীদে দাজ্জালের ব্যাপারটি এ জন্যই উল্লিখিত হয়নি কারণ সে তো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ সৃষ্টি। সে প্রভুত্বের দাবি করবে ; অথচ সে একজন মানুষ।

এ দিকে ফির'আউন প্রভুত্বের দাবিদার হলেও তার কথা কুর'আন মাজীদে এ জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে কারণ সে তো গত হয়ে গিয়েছে এবং তার ব্যাপারটি মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু দাজ্জালের ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ, সে শেষ যুগে আসবে। সুতরাং তার ব্যাপারটি সবার জন্য পরীক্ষা সরূপ। উপরন্তু তার প্রভুত্বের দাবির ব্যাপারটিও বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, তার শরীরই হবে প্রকাশ্য ত্রুটিযুক্ত। যা তার প্রভুত্বের দাবির জন্য কোনভাবেই মানানসই নয়। আর এ কথা সবারই জানা যে, কখনো কোন বস্তুর উল্লেখ এ জন্যই করা হয় না কারণ তা সবার নিকট সুস্পষ্ট। যেমনিভাবে রাসূল (ﷺ) হযরত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের ব্যাপারটি নিজের জীবদ্দশায় লিখে যাননি। কারণ, তা সবার নিকটই সুস্পষ্ট। তাঁর সম্মান সবার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঈমানদাররা কখনো আবূ বকর ছাড়া কাউকে (প্রথম খলীফা হিসেবে) মেনে নিবে না। (মুসলিম ২৩৮৭)

এগুলোর মধ্যে প্রথম উত্তরটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

দাজ্জালের ধ্বংসঃ

অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'ঈসা (عليه السلام) ই একদা দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আর তা এভাবে যে, দাজ্জাল যখন মক্কা-মদীনা ছাড়া পুরো বিশ্ব চষে বেড়াবে, তার অনুসারীরাই সর্বাধিক হবে এবং তার ফিতনা ব্যাপক হবে, যা থেকে গুটি কয়েক ঈমানদার ছাড়া আর কেউই রক্ষা পাবে না তখনই 'ঈসা (عليه السلام) দামেস্কের পূর্ব মিনারায় অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে তখন ঈমানদাররা চার দিক থেকে ঘিরে রাখবে। তখন তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দাজ্জালকে খুঁজবেন। দাজ্জাল তখন বায়তুল মাক্বদিস অভিমুখে রওয়ানা করবে। আর তখনই তার সাথে 'ঈসা (عليه السلام) এর সাক্ষাৎ

হবে লুদ্দ গেইটের নিকটে। দাজ্জাল তাঁকে দেখেই গলে যাবে যেমনিভাবে গলে যায় লবণ। তখন 'ঈসা (ﷺ) বলবেনঃ তোমার জন্য রয়েছে আমার পক্ষ থেকে এক অব্যর্থ মার। অতঃপর 'ঈসা (ﷺ) তাকে নিজ বর্শা দিয়ে হত্যা করবেন এবং তার অনুসারীরা পরাজিত হবে। তখন মু'মিনরা তাদের পিছু নিবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি যে কোন পাথর ও গাছপালা তখন মুসলমানদেরকে ডেকে বলবেঃ হে মুসলিম! হে আব্দুল্লাহ্! এই যে, জনৈক ইহুদি আমার পেছনে লুক্কায়িত। এসো, তাকে হত্যা করো। তবে "গারক্বাদ্" নামক গাছটি এমন কথা বলবে না। কারণ, সেটি ইহুদিদের গাছ। (আন-নিহায়াহ্/আল-ফিতানু ওয়াল-মালা'হিম ১/১২৮-১২৯)

নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লিখিত হলোঃ

১. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَـرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল বেরুবে। অতঃপর সে চল্লিশ (দিন, মাস অথবা বছর) অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) কে পাঠাবেন। দেখতে যেন তিনি 'উরওয়াহ্ বিন্ মাস্'উদ্। তখন তিনি তাকে খুঁজে হত্যা করবে।

(মুসলিম ২৯৪০)

২. মুজাম্মি' বিন্ জারিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ.

অর্থাৎ 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) লুদ্দ গেইটের নিকটেই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। (তিরমিযী, হাদীস ২২৪৪)

নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারটি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

... فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْـتَهِيْ طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

অর্থাৎ ('ঈসা (ﷺ) এর অবতরণের পর) কোন কাফিরই তাঁর ('ঈসা (ﷺ) এর) শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ ততটুকু যাবে যতটুকু যাবে তাঁর দৃষ্টি। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন এবং লুদ্দ গেইটের নিকটে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম ২৯৩৭)

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ خَفْقَةٍ مِنَ الدِّيْنِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ... ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ، فَيُنَادِيْ مِنَ السَّحَرِ، فَيَقُوْلُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا إِلَى الْكَذَّابِ الْخَبِيْثِ، فَيَقُوْلُوْنَ: هَذَا رَجُلٌ جِنِّيٌّ، فَيَنْطَلِقُوْنَ، فَإِذَا هُمْ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ (ﷺ)، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالُ لَهُ : تَقَدَّمْ يَا رُوْحَ اللهِ، فَيَقُوْلُ : لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ، فَلْيُصَلِّ بِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ؛ خَرَجُوْا إِلَيْهِ، فَحِيْنَ يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِيْ الْمَاءِ، فَيَمْشِيْ إِلَيْهِ، فَيَقْتُلُهُ، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ يُنَادِيْ : يَا رُوْحَ اللهِ! هَذَا يَهُوْدِيٌّ، فَلَا يَتْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُهُ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ.

অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞানের কঠিন দুর্যোগাবস্থায় 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তিনি সেহ্রীর সময় মানুষকে ডাক দিয়ে বলবেনঃ হে মানব সকল! তোমরা কেন এ খবীস মিথ্যাবাদীকে প্রতিহত করার জন্য বের হচ্ছো না ? তখন সবাই বলবেঃ আরে এ তো একজন জিন পুরুষ। তখন মানুষ সে দিকে রওয়ানা করবে এবং তাকে দেখে বলবেঃ না, আরে ইনি তো 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম)! ইতিমধ্যে ফজরের নামাযের ইক্বামত দেওয়া হবে। তাঁকে বলা হবেঃ আপনিই ইমামতি করুন হে আল্লাহ্ প্রেরিত বিশেষ রূহ্! তিনি বলবেনঃ তোমাদের ইমামই তোমাদের ইমামতি করুক। যখন তিনি ফজরের নামায শেষ করবেন তখন সবাই তাঁর নিকট জড়ো হবে। মিথ্যুক (দাজ্জাল) যখন তাঁকে দেখবে তখন সে গলে যাবে যেমনিভাবে গলে যায় পানিতে লবণ। তখন তিনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করবেন। এমনকি যে কোন পাথর ও গাছপালা তখন তাঁকে ডেকে বলবেঃ হে আল্লাহ্ প্রেরিত বিশেষ রূহ্! এই যে, জনৈক ইহুদি আমার পেছনে লুক্কায়িত। তখন তিনি তাঁর কথিত অনুসারী বলে দাবিদার সবাইকে হত্যা করবেন। কাউকে ছাড়বেন না। (আহ্মাদ/আল-ফাত্'হুর-রাব্বানী ২৪/৮৫-৮৬)

৩. 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণঃ

'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

'ঈসা (ﷺ) এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যঃ

তিনি ছিলেন একজন মাঝারি আকৃতির পুরুষ। বেশি লম্বাও নন এবং বেশি খাটোও নন। তিনি হলেন রক্ত বর্ণের, হৃষ্টপুষ্ট, প্রশস্ত বক্ষ ও কাঁধে ঝুলানো লম্বা চুল বিশিষ্ট। যেন তিনি এখনই বাথরুম থেকে বের হয়েছেন। সব সময় তিনি চুলগুলো আঁচড়ে রাখতেন।

নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লিখিত হলোঃ

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ لَقِيْتُ عِيْسَى (فَنَعَتَهُ فَقَالَ:) رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَـرَجَ مِـنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِيْ الْحَمَّامَ.

অর্থাৎ যখন আমার ইস্‌রা' (রাত্রিকালীন ভ্রমণ) হয়েছিলো তখন আমার সঙ্গে 'ঈসা (ﷺ) এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি রক্ত বর্ণের একজন মাঝারি আকৃতির মানুষ। যেন এখনই বাথরুম থেকে বের হয়েছেন। (বুখারী ৩৪৩৭)

২. 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ عِيْسَى وَمُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ.

অর্থাৎ আমি 'ঈসা, মূসা ও ইব্রাহীম (আলাইহিমুস-সালাম) কে দেখেছি। 'ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন রক্ত বর্ণের, হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট। (বুখারী ৩৪৩৮)

৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ... وَإِذَا عِيْسَى ابْنُ مَـرْيَمَ (ﷺ) قَـائِمٌ يُصَلِّيْ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيْ.

অর্থাৎ আমি একদা আমাকে নবীদের একটি দলের মাঝে দেখতে পেলাম।... হঠাৎ দেখলাম 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। তাঁর আকৃতির সাথে 'উরওয়াহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ সাক্বাফীর খুব একটা মিল রয়েছে। (মুসলিম ১৭২)

৪. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

أُرَانِيْ اللَّيْلَةَ فِيْ الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

অর্থাৎ গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কা'বা ঘরের পার্শ্বেই অবস্থিত। দেখতে পেলাম জনৈক সুদর্শন ব্যক্তিকে। যেমনটি সুদর্শন কোন পুরুষ হতে পারে। তিনি একেবারে সাদাও নন এবং কালোও নন। তাঁর লম্বা চুলগুলো নিজ কাঁধেই আছড়ে পড়ছে। তবে চুলগুলো আঁচড়ানো। তাঁর মাথা থেকে এখনো পানির ফোঁটা পড়ছে। তিনি দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত দু'টো রেখেই কা'বা ঘর তাওয়াফ করছেন। আমি উপস্থিতদের জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে ? তারা বললোঃ ইনি হচ্ছেন হযরত মাসীহ্ বিন্ মার্ইয়াম। (বুখারী ৩৪৪০; মুসলিম ১৬৯)

'ঈসা (عليه السلام) যেভাবে অবতরণ করবেনঃ

দাজ্জাল বের হয়ে যখন দুনিয়াতে ফিতনা-ফ্যাসাদ শুরু করবে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (عليه السلام) কে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি সিরিয়ার পূর্ব দামেস্কের সাদা মিনারার নিকটেই অবতরণ করবেন। তাঁর গায়ে থাকবে লাল ও জাফরান বর্ণের দু'টি কাপড়। তখন তাঁর হাত দু'টো থাকবে দু' ফিরিশ্তার ডানার উপর। তিনি মাথা নিচু করলে তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। উঁচু করলে মুক্তা ঝরবে। কোন কাফিরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ ততটুকু যাবে যতটুকু যাবে তাঁর দৃষ্টি।

তিনি সে যুগের আল্লাহ্ প্রদত্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দলের নিকটেই অবতরণ করবেন। যারা তখন সত্যকে আল্লাহ্'র জমিনে বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তারা যখন দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সবাই একত্রিত হবে তখনই 'ঈসা (عليه السلام) তাদের উপর অবতীর্ণ হবেন। তখনকার সময়টি হবে নামাযের সময়। তখন তিনি উক্ত দলের ইমামের পেছনেই নামায আদায় করবেন।

'আল্লামাহ্ ইব্‌নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ৭৪১ হিজরী সনে মুসলমান্‌রা উক্ত মিনারটি সাদা পাথর দিয়ে তৈরি করে। যা ছিলো খ্রিস্টানদের সম্পদেই তৈরি। কারণ, তারাই পূর্বের মিনারটিকে পুড়িয়ে দেয় এবং তারাই ইহার ক্ষতিপূরণ দেয়। যা সত্যিই নবুওয়াতের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ব্যবস্থা এ কারণেই করেছেন যে, যেন তাদের নিজস্ব টাকায় বানানো মিনারটিতেই 'ঈসা (ﷺ) অবতরণ করতে পারেন। শূকর হত্যা ও ক্রুশ চিহ্ন ভাঙ্গতে পারেন। তিনি তখন তাদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না। ইসলাম অথবা হত্যা। সকল প্রকার কাফিরেরই তখন এমতাবস্থা হবে।

নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারটি বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِيْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ দাজ্জাল যখন এমন প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) কে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি সিরিয়ার পূর্ব দামেস্কের সাদা মিনারার নিকটেই অবতরণ করবেন। তাঁর গায়ে থাকবে লাল ও জাফরান বর্ণের দু'টি কাপড়। তখন তাঁর হাত দু'টো থাকবে দু' ফিরিশ্‌তার ডানার উপর। তিনি মাথা নিচু করলে তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। উঁচু করলে মুক্তার মতো পানি ঝরবে। কোন কাফিরই তাঁর ('ঈসা (ﷺ) এর) শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ ততটুকু যাবে যতটুকু যাবে তাঁর দৃষ্টি। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন এবং লুদ্দ গেইটের নিকটে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন তারা সবাই 'ঈসা বিন্

মার্ইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) এর নিকট আসবেন। তখন তিনি তাদের চেহারার ধুলোবালি মুছে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের জান্নাতের অবস্থানসমূহ জানিয়ে দিবেন। (মুসলিম ২৯৩৭)

'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণের প্রমাণসমূহঃ

'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ কুর'আন ও বিশুদ্ধ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা কিয়ামতের বড়ো আলামতগুলোর অন্যতম।

'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণের ব্যাপারে কুর'আনের প্রমাণঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ... وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾.

অর্থাৎ যখন 'ঈসা বিন্ মার্ইয়ামের দৃষ্টান্ত উপস্থান করা হলো তখন তোমার বংশ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।... নিশ্চয়ই 'ঈসা'র (অবতরণ) কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করো না। (যুখরুফ : ৫৭-৬১)

উক্ত আয়াতটির দ্বিতীয় কিরাত ব্যাপারটিকে আরো শক্তিশালী করে। যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই 'ঈসা'র (অবতরণ) কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন। (কুরতুবী ১৬/১০৫)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ... بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا، وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا﴾.

অর্থাৎ উপরন্তু তাদের (ইহুদিদের) এ কথা বলার জন্য যে, আমরা আল্লাহ্'র রাসূল 'ঈসা বিন্ মার্ইয়ামকে হত্যা করেছি। মূলতঃ তারা ওকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি। বরং হত্যাকৃত ব্যক্তিটিকে

'ঈসার আকৃতি দিয়ে তাদেরকে সংশয়ে ফেলা হয়েছে।... বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। আহ্‌লে কিতাবদের প্রত্যেকেই 'ঈসা'র মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন 'ঈসাই তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। (নিসা' : ১৫৭-১৫৯)

'হাসান বস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আল্লাহ্'র কসম! 'ঈসা (عليه السلام) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এখনো জীবিত। যখন তিনি আবারো দুনিয়াতে অবতরণ করবেন তখন তাঁর প্রতি সবাই ঈমান আনবে। (ত্বাবারী ১/১৮)

'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণের ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণঃ

'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণের ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণগুলো অনেক বেশি ও মুতাওয়াতির। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লিখিত হলো।

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক রূপে 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (عليه السلام) অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন। মানুষের ধন-সম্পদ তখন এতো বেড়ে যাবে যে, তা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলার জন্য একটি সিজদাহ্ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চাইতেও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (বুখারী ৩৪৪৮; মুসলিম ১৫৫)

২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟!.

অর্থাৎ তোমাদের তখন কেমন লাগবে যখন 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (عليه السلام) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তখন তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য থেকেই ?! (বুখারী ৩৪৪৮; মুসলিম ১৫৫)

৩. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (عليه السلام) فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُوْلُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের একদল সর্বদা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিশ্বের বুকে নিজেদের মাথা উঁচু করে সম্মানের জীবন যাপন করবে। ইতিমধ্যে 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (আলাইহিস্ সালাম) দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর 'ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে উদ্দেশ্য করে বলবেনঃ আসুন, আমাদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। তখন তিনি বলবেনঃ না, আমি নামায পড়াবো না। তোমরা একে অপরের আমীর। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য এক বিশেষ সম্মান। (মুসলিম ১৫৬)

৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنِّيْ أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ.

অর্থাৎ নবীগণ যেন একে অপরের সৎ ভাই। তাদের মা ভিন্ন। ধর্ম এক। আর আমিই 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর সব চাইতে নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, আমি ও তাঁর মাঝে আর কোন নবী নেই। তিনি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের পূর্বে) দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে অতিসত্বর চিনে ফেলবে। (আহ্মাদ ২/৪০৬)

'ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সত্যিই মুতাওয়াতিরঃ

ইতিপূর্বে 'ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর অবতরণ সংক্রান্ত কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এতদ্ সংক্রান্ত সকল হাদীস উল্লেখ করা সত্যিই অপ্রয়োজনীয়। কারণ, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো আপনি যে কোন সহীহ

হাদীস গ্রন্থ, সুনান, মাসানীদ ইত্যাদিতে সহজেই পেয়ে যাবেন। এখন আমাদের যা জানার বিষয় তা হচ্ছে এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সত্যিই মুতাওয়াতির। যা যুগ শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট আলিমগণ স্বীকার করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হলোঃ

'আল্লামাহ্ ইব্নু জরীর (রাহিমাহুল্লাহ) ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'ঈসা (ﷺ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে আলিমদের অনৈক্য উল্লেখের পর বলেনঃ উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে আমার কাছে উঠিয়ে নিয়ে আসবো। উক্ত অর্থ এ জন্যই বলতে হবে যে, কারণ শেষ যুগে 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারটি রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে মুতাওয়াতির রিওয়াতে বর্ণিত। অতঃপর তিনি এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন। (ত্বাবারী ৩/২৯১)

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে মুতাওয়াতির রিওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'ঈসা (ﷺ) কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক রূপে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর তিনি এ সংক্রান্ত আঠারোটি হাদীস বর্ণনা করেন। (ইব্নু কাসীর : ৭/২২৩)

'আল্লামাহ্ সিদ্দীক হাসান খান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীস অনেক বেশি। 'আল্লামাহ্ শওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) এ সংক্রান্ত উনত্রিশটি হাদীস উল্লেখ করেন। যা সহীহ, হাসান ও গ্রহণযোগ্য দুর্বল। এর কিছু দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। আর কিছু মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে। এর পাশাপাশি এ ব্যাপারে সাহাবাদেরও অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে। যা তাঁরা রাসূল (ﷺ) থেকে শুনেছেন বলে ধরে নেয়া হয়। অতঃপর তিনি অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করে বলেনঃ আমি ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে। (আল-ইযা'আহ্ ১৬০)

'আল্লামাহ্ গুমারী বলেনঃ 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ সংক্রান্ত কথা সাহাবা, তাবি'য়ীন, তাবে' তাবি'য়ীন এবং সকল মাযহাবের ইমাম ও আলিমগণ যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন।

তিনি আরো বলেনঃ 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণের ব্যাপারটি মুতাওয়াতির হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। যা একমাত্র গণ্ড মূর্খ ছাড়া আর কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ, তা প্রতি যুগে একটি বড়ো দল

অন্য আরেকটি বড়ো দল থেকে বর্ণনা করেছে। এমনকি তা পরিশেষে হাদীসের কিতাবগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। যা এক প্রজন্মের পর অন্য প্রজন্ম সঠিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

('আক্বীদাতু আহ্লিস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্ : ৫, ১২)

অতঃপর তিনি পঁচিশ জনেরও বেশি সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন। যাঁরা উক্ত বিষয়ে রাসূল (ﷺ) এর হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের থেকে বর্ণনা করেন ত্রিশ জনেরও বেশি তাবি'য়ী। এর চাইতেও আরো বেশি বর্ণনা করেন তাবে' তাবি'য়ীন।... এমনকি তা হাদীসের ইমামগণ তাঁদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেন। যা সহীহ্ হাদীস বিশারদ ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইব্নু খুযাইমাহ্, ইব্নু হিব্বান, 'হাকিম, আবূ 'আওয়ানাহ্, ইস্মা'ঈলী, যিয়া' আল-মাক্বদিসী সহ আরো অন্যন্যরা বর্ণনা করেন। অন্য দিকে মুস্নাদ গ্রন্থকার ইমাম ত্বয়ালিসী, ইস'হাক্ব বিন্ রাহুয়া, আহ্মাদ বিন্ 'হাম্বাল, 'উস্মান বিন্ আবূ শাইবাহ্, আবূ ইয়া'লা, বায্যার, দাইলামী সহ আরো অন্যান্যরাও হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ ছাড়া জাওয়ামি', মুস্বান্নাফাত, সুনান, তাফসীর বিল-মা'সূর, মা'আজিম, আজযা', গারা'ইব, মু'জিযাত, ত্বাবাক্বাত এবং মালা'হিম লেখকরাও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রাহিমাহুল্লাহ) ''আত-তাস্বরীহ্ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ্" কিতাবে এ সংক্রান্ত সত্তরটিরও বেশি হাদীস উল্লেখ করেন।

'আল্লামাহ্ শামসুল হক্ব আযীম আবাদী (রাহিমাহুল্লাহ) '''আউনুল মা'বূদ" কিতাবে লিখেনঃ কিয়ামতের পূর্বে স্বশরীরে আকাশ থেকে 'ঈসা বিন্ মার্ইয়াম (عليه السلام) এর অবতরণ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের বিশেষ মতবাদ। ('আউনুল-মা'বূদ : ১১/৪৫৭)

শায়েখ আহ্মেদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ শেষ যুগে 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণের ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত। কারণ, এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু এ ব্যাপারটি ইসলামের একটি সুস্পষ্ট বিষয়। যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বরং কেউ তা অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

(ক্বুরত্বুবী/টিকা ৬/৪৬০)

তিনি আরো বলেনঃ বর্তমান যুগের কিছু সংস্কারপন্থী আলিমের দাবিদাররা কিয়ামতের পূর্বে তথা দুনিয়ার শেষ লগ্নে 'ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট হাদীসগুলোর কখনো অপব্যাখ্যা আবার কখনো

সরাসরি অস্বীকার করেছে। মূলতঃ তারা গায়েবে বিশ্বাস করে না অথবা বিশ্বাস করতে চায় না ; অথচ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো আর্থিক মুতাওয়াতির। যা ইসলামের একটি সুস্পষ্ট ব্যাপারও বটে। সুতরাং এর অপব্যাখ্যা বা অস্বীকার কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। (আহ্‌মাদ/টিকা ১২/২৫৭)

'আল্লামাহ্ শায়েখ মুহাম্মাদ না'সিরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ কথা জেনে রাখো যে, দাজ্জাল ও 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। সুতরাং এগুলোর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। ওদের কথায় কখনো ধোঁকা খাবে না যারা বলেঃ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো একক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। মূলতঃ এরা হাদীস সম্পর্কে একেবারেই মূর্খ। কারণ, তারা এ হাদীসগুলোর সকল বর্ণনধারা সম্পর্কে অবগত নয়।

বিষয়টি কিন্তু সাধারণ নয়। যা অবহেলা করা যায়। বরং তা একান্ত 'আক্বীদাগত ব্যাপার। যা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের একটি বিশেষ 'আক্বীদা বলে পরিগণিত।

ইমাম আহ্‌মাদ বিন্ হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের 'আক্বীদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আরেকটি আক্বীদা হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, দাজ্জাল একদা বেরুবে। যার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে "কাফির"। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিশ্বাস করবে এবং এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, ব্যাপারটি অবশ্যই ঘটবে। ইতিমধ্যে 'ঈসা (ﷺ) অবতীর্ণ হবেন এবং তিনি লুদ্দ নামক গেইটের নিকট তাকে হত্যা করবেন। (ত্বাবাকাতুল-'হানাবিলাহ্ ১/২৪৩)

ইমাম আবূ ল-'হাসান আশ্'আরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের 'আক্বীদা হলো এই যে,... তারা দাজ্জালের বের হওয়া স্বীকার করে এবং 'ঈসা (ﷺ) যে তাকে হত্যা করবেন তাও বিশ্বাস করে। (মাক্বালাতুল-ইসলামিয়্যিন ১/৩৪৫-৩৪৮)

ইমাম ত্বা'হাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমরা কিয়ামতের সকল আলামতে বিশ্বাসী। যেমনঃ দাজ্জালের বের হওয়া এবং আকাশ থেকে 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ। (শর'হুল-আক্বীদাতিত-ত্বা'হাওয়িয়্যাহ্/ আলবানী ৫৬৪)

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ এবং তাঁর দাজ্জালকে হত্যা করার বিষয়টি বাস্তব সত্য। কারণ, এ ব্যাপারে অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত্ হয়েছে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং শরীয়তও এর বিরোধিতা করে না। সুতরাং তা মানতেই হবে। (শরহ্ সহীহি মুসলিম ১৮/৭৫)

'আল্লামাহ্ শাইখুল-ইসলাম ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'ঈসা (ﷺ) অবশ্যই দুনিয়াতে অবতরণ করবেন।... যা অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। আর এ কারণেই তিনি দ্বিতীয় আকাশে অবস্থান করছেন ; অথচ তিনি ইউসুফ, ইদ্রীস ও হারূন (আলাইহিস্‌সালাম) চেয়েও উত্তম। আদম (ﷺ) তো দুনিয়ার আকাশে এ জন্যই আছেন। কারণ, তাঁর নিকট তাঁর সকল সন্তানের রূহ্ উপস্থাপন করা হয়। (ফাতাওয়া ৪/৩২৯)

অন্য কেউ নন শুধুমাত্র 'ঈসা (ﷺ) ই কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এমন কেন ?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট আলিমগণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. 'ঈসা (ﷺ) সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা এই যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্যই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনিই তাদেরকে হত্যা করবেন। যেমনিভাবে হত্যা করবেন তাদের গুরু মিথ্যুক দাজ্জালকে।

২. 'ঈসা (ﷺ) একদা ইঞ্জিলের মধ্যে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করে তাঁর উম্মত হওয়ার আশা প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ ব্যাপারে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন। তাই তিনি শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতরণ করে ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে পুনর্জীবিত করবেন।

'আল্লামাহ্ ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ইস-সাহাবাহ্" নামক কিতাবে 'ঈসা (ﷺ) এর জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম একজন সাহাবী। তিনি একদা একজন গুরুত্বপূর্ণ নবীও ছিলেন। তিনি ইসরা' এর রাত্রিতে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের মধ্যে পরস্পর সালাম বিনিময় হয়। তাই তিনি রাসূল (ﷺ) এর সর্বশেষ সাহাবী।

৩. 'ঈসা (ﷺ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। যাতে তাঁকে জমিনেই দাফন করা সম্ভব হয়। কারণ, মাটির সৃষ্টি মাটিতেই মৃত্যু বরণ করবে। অন্য কোথাও নয়।

৪. 'ঈসা (ﷺ) খ্রিস্টানদেরকে মিথ্যুক প্রমাণিত করতেই শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তিনি তাদের বাতিল দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করবেন। তখন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই থাকবে না। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া

থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন তথা তিনি ইসলাম ছাড়া জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না।

৫. 'ঈসা (ﷺ) এর উক্ত বিশেষত্ব এ জন্যই যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) একদা তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ আমি মানুষদের মধ্যে 'ঈসা (ﷺ) এর সব চাইতে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, তাঁর ও আমার মাঝে আর কোন নবী আসেননি। (বুখারী ৩৪৪২; মুসলিম ২৩৬৫)

তেমনিভাবে 'ঈসা (ﷺ) ও আমাদের রাসূল (ﷺ) এর আগমন সম্পর্কে মানুষদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

রাসূল (ﷺ) কে একদা তাঁর নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আমি তো ইব্রাহীম (ﷺ) এর দো'আ এবং 'ঈসা (ﷺ) এর সুসংবাদ। (আহ্মাদ ৪/১২৭, ৫/২৬২)

'ঈসা (ﷺ) কোন্ শরীয়তের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন ?

'ঈসা (ﷺ) মুহাম্মাদী শরীয়তের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। কারণ, তিনি হবেন তখন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর একান্ত অনুসারী। তিনি তখন কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না। কারণ, ইসলাম ধর্মই সর্বশেষ ধর্ম। যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কখনো রহিত হবে না। সুতরাং 'ঈসা (ﷺ) হবেন এ উম্মতের একজন যোগ্য প্রশাসক। যিনি ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পর আর কোন নবী আসবেন না। তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।

'ঈসা (ﷺ) দুনিয়াতে অবতরণ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মুহাম্মাদী শরীয়তের প্রয়োজনীয় সব কিছু শিখিয়ে দিবেন। যাতে তিনি তা দিয়ে মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং নিজেও তা আমল করতে পারেন। তখন মু'মিনরা তাঁর কাছেই একত্রিত হবে এবং তাঁকেই তাদের বিচারক রূপে মেনে নিবে।

'ঈসা (ﷺ) যে দুনিয়া থেকে একেবারেই জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন যা ইতিপূর্বে ইসলাম ধর্মে বলবৎ থাকবে তা এ কথা প্রমাণ করে না যে, তিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন। বরং রাসূল (ﷺ) নিজেই জিযিয়া করের বিধানটি যে 'ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে ; এর পরে যে তা আর বলবৎ থাকবে না তা নিজ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং তিনিই তা রহিত হওয়ার সময় বাতলিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী করণীয় ঘোষণা করেছেন।

'ঈসা (ﷺ) এর যুগে সামগ্রিক নিরাপত্তা বাস্তবায়িত হবে এবং সমূহ বরকত নাযিল হবেঃ

'ঈসা (ﷺ) এর যুগটি হবে শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার যুগ। আল্লাহ্ তা'আলা সে যুগে প্রচুর বৃষ্টি দিবেন। জমিন তার সকল উর্বর শক্তি বিনিয়োগ করে প্রচুর ফলন দিবে। পুরো দুনিয়া সম্পদে ভরে যাবে। সকল ধরনের শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ তিরোহিত হবে।

নাওয়াস্ বিন্ সাম'আন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) দাজ্জাল, 'ঈসা (ﷺ) ও ইয়াজূজ-মা'জূজের আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক বৃষ্টি দিবেন যা থেকে মাটি বা পশমের কোন ঘরই কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তখন জমিন ধুয়ে-মুছে একেবারে আয়নার ন্যায় চকচক করতে থাকবে। অতঃপর জমিনকে বলা হবেঃ নিজের সকল উর্বর শক্তি বিনিয়োগ করো এবং সকল প্রকারের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করো। তখন এক গোষ্ঠী মানুষ একটি আনার খেয়ে তার খোসার নিচে ছায়া গ্রহণ করবে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা গৃহ পালিত পশুর স্তনে বরকত দিয়ে দিবেন। তখন একটি উটের দুধ এক দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। একটি গাভীর দুধ একটি বড়ো বংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। একটি ছাগলের দুধ একটি ছোট বংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুসলিম ২৯৩৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ নবীগণ একে অপরের বিমাতা ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন। তবে ধর্ম এক। আমি 'ঈসা (ﷺ) এর অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, আমি ও তাঁর মাঝে আর কোন নবী আসেননি। তিনি আবারো (আকাশ থেকে) দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যুগেই আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। দুনিয়ার বুকে তখন পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি তখন উট ও সিংহ, গাভী ও চিতা বাঘ, ছাগল ও নেকড়ে একই সাথে চারণ ভূমিতে বিচরণ করবে এবং বাচ্চারা সাপ নিয়ে খেলা করবে ; অথচ একে অপরের কোন ক্ষতিই করবে না। (আহ্মাদ ২/৪০৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম (ﷺ) (তোমাদের মাঝে) এক জন ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি

ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন। সতেজ উটও তখন পরিত্যক্ত হবে। তার পিঠে তখন আর কেউ চড়বে না। সকল ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা তখন তিরোহিত হবে। তিনি তখন মানুষদেরকে ধন-সম্পদ নিতে ডাকবেন ; অথচ কেউই তা নিতে আসবে না। (মুসলিম ২৪৩)

'ঈসা (ﷺ) এর জীবন ও মৃত্যুঃ

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, 'ঈসা (ﷺ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার পর সাত বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে চার বছর।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (ﷺ) কে দুনিয়াতে পাঠাবেন। দেখতে যেন তিনি সাহাবী 'উরওয়াহ্ বিন্ মাস্'ঊদ। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করবেন। তখন সাত বছর যাবত মানুষ দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করবে যে, পাশাপাশি অবস্থানরত দু' জনের মধ্যে কোন শত্রুতাই থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে এমন একটি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন। যার দরুন তখন দুনিয়ার বুকে এমন কোন ব্যক্তি বেঁচে থাকবে না যার অন্ত রে সামান্যটুকু ঈমান বা কল্যাণ রয়েছে।

ইমাম আহ্মাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর তিনি ('ঈসা (ﷺ)) দুনিয়াতে চল্লিশ বছর অবস্থান করে পরিশেষে মৃত্যু বরণ করবেন। মুসলমানরাই তখন তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে।

(আহ্মাদ্ ২/৪০৬ আবূ দাউদ, হাদীস ৪৩২৪)

উপরের দু'টো বর্ণনাই সঠিক। তবে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন এ ভাবেই সম্ভব যে, 'ঈসা (ﷺ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার পর দুনিয়াতে সাত বছরই অবস্থান করেন। আর তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় তেত্রিশ বছর বয়সে। তা হলে তাঁর সর্বমোট বয়স চল্লিশ বছর যা দ্বিতীয় বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

৪. ইয়াজূজ-মা'জূজঃ

এদের মূলঃ

ইয়াজূজ-মা'জূজ শব্দ দু'টো আরবী নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ শব্দ দু'টো আরবী। শব্দ দু'টোকে যদি আরবীই ধরা হয় তা হলে তা أَجَّ

التَّهَبَتْ : إِذَا النَّارُ أَجِيْجًا (আগুন খুব প্রজ্বলিত তথা লেলিহান হয়েছে) অথবা أُجَاجٌ (অতি লবণাক্ত পানি) শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। কেউ কেউ বলেছেনঃ তা أَجٌّ (দ্রুত ধাবমান) শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেনঃ মা'জূজ শব্দটি مَاجَ : إِذَا اضْطَرَبَ (অস্থির) শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ক্বারীগণ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ শব্দ দু'টো (أ) (হামযাহ্) ছাড়া পড়েছেন। তখন (ا) আলিফ দু'টোকে বাড়তি বলে গণ্য করা হবে যার মূল হবে يَجَّ وَ مَجَّ । তবে হযরত 'আস্বিম (أ) (হামযাহ্) সহ পড়েছেন। শব্দ দু'টোর মূল যাই ধরে নেয়া হোক না কেন সেগুলোর সাথে তাদের অবস্থার চমৎকার একটা মিল রয়েছে।

ইয়াজূজ-মা'জূজ মূলতঃ মানুষ। যারা আদম ও হাওয়ারই সন্তান। কেউ কেউ বলেছেনঃ তারা শুধু হযরত আদমেরই সন্তান। হাওয়ার নয়। তাঁরা বলেনঃ একদা আদম (ﷺ) এর যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তাঁর বীর্য মাটির সাথে মিশে যায়। আর সেখান থেকেই এদের জন্ম। তবে এ কথার সঠিক কোনো ভিত্তি নেই। (নিহায়াহ/আল-ফিতানু ওয়াল-মালাহিম ১/১৫২-১৫৩)

উক্ত কথা একমাত্র কা'ব (رضي الله عنه) থেকেই বর্ণিত এবং তা বিশুদ্ধ হাদীস পরিপন্থীও বটে। যাতে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াজূজ-মা'জূজ নূহ (ﷺ) এর সন্তান। আর তিনি তো নিশ্চিত হাওয়ারই সন্তান। (ফাত'হুল-বারী ১৩/১০৭)

ইয়াজূজ-মা'জূজ মূলতঃ তুর্কীদের পিতা নূহ (ﷺ) এর ছেলে ইয়াফিসের সন্তান।

আবূ সা'ঈদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ একদা আল্লাহ্ তা'আলা আদম (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে বলবেনঃ হে আদম! তখন আদম (ﷺ) বলবেনঃ আমি উপস্থিত এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। তিনি বলবেনঃ জাহান্নামী কারা ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামী। এ কথা শুনে তখন ছোট বাচ্চার চুল পেকে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা নিজ পেটের সন্তান (সময়ের আগে) প্রসব করে দিবে এবং সকল মানুষকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় মনে হবে ; অথচ তারা মূলতঃ নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হবে তখন অতি কঠিন। সাহাবাগণ

বললেনঃ আমাদের মধ্যকার কেই বা সে এক জন ? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ তোমরা এ কথা শুনে অবশ্যই খুশি হবে যে, সংখ্যায় তোমাদের একজনের বিপরীতে থাকবে ইয়াজূজ-মা'জূজ এক হাজার।

(বুখারী ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ ইয়াজূজ-মা'জূজ হচ্ছে আদম (عليه السلام) এরই সন্তান। তাদেরকে যদি সাধারণ মানব সমাজে ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে তারা ওদের স্বাভাবিক জীবন যাপন বিনষ্ট করে দিবে। তাদের কেউ মরবে না যতক্ষণ না তার সন্তান-সন্ততি এক হাজার বা তার বেশিতে না পৌঁছুবে।

(মিন্'হাতুল-মা'বূদ ফি তারতীবি মুস্নাদিত-ত্বায়ালিসী ২/২১৯)

তাদের গঠন প্রকৃতিঃ

তাদেরকে দেখতে মোঘল তুর্কীদের মতো মনে হবে। তাদের চোখ হবে ছোট। নাক হবে ছোট ও চেপটা। চুল হবে লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট।

ইমাম আহ্মাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ইব্নু 'হারমালাহ্ থেকে তিনি তাঁর খালা থেকে বর্ণনা করেনঃ তাঁর খালা বলেনঃ একদা রাসূল (ﷺ) তাঁর খুতবায় বলেনঃ তোমরা বলছোঃ কোন শত্রু নেই ; অথচ তোমরা ইয়াজূজ-মা'জূজ আসা পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলা করেই যাবে। যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত। চোখ হবে ছোট। চুল হবে লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে দ্রুত নিচে পদার্পণ করবে। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট। (আহ্মাদ্ ৫/২৭১)

ইয়াজূজ-মা'জূজের আবির্ভাবের প্রমাণসমূহঃ

কুর'আনের প্রমাণসমূহঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ﴾.

অর্থাৎ এমনকি যখন ইয়াজূজ-মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে নিচে ছুটে আসবে। আর তখনই অমোঘ প্রতিশ্রুতি তথা কিয়ামত আসন্ন হবে। তখন অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। বরং আমরা ছিলাম সরাসরি যালিম। (আম্বিয়া' : ৯৬-৯৭)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا، قَالُوْا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ، فَأَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، آتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا، حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُوْنِيْ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا، فَمَا اسْطَاعُوْا أَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِيْ الصُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾.

অর্থাৎ আবার সে অন্য পথ ধরলো। যখন সে দু' পর্বত প্রাচীরের মাঝখানে পৌঁছুলো তখন সে এগুলোর পেছনে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। তারা বললোঃ হে যুল-ক্বারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ-মা'জূজরা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই আমরা আপনাকে কিছু কর দিলে আপনি কি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবেন ? সে বললোঃ আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমার জন্য অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করো যাতে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি শক্ত প্রাচীর তৈরি করতে পারি। তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো লৌহ টুকরো নিয়ে আসো। যখন লৌহ প্রস্ত গুলো উভয় পাড়াহের সমান্তরাল হলো তখন সে বললোঃ তোমরা তাতে ফুঁ দিতে থাকো। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হবে তখন তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো গলিত তামা নিয়ে আসবে যা আমি লৌহপ্রস্তগুলোর উপর ঢেলে দেবো। এরপর ইয়াজূজ-মা'জূজ তা আর অতিক্রম করতে

পারলো না ; না পারলো তা ভেদ করতে। তখন যুল-ক্বারনাইন বললোঃ উক্ত কাজের সফলতা আমার প্রভুর নিচক অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) ঘনিয়ে আসবে তখন তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো। তখন তারা দলের পর দল তরঙ্গের ন্যায় মানব বসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তখনই শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে সবাইকে একত্রিত করা হবে। (কাহ্ফ : ৯২-৯৯)

হাদীসের প্রমাণসমূহঃ

ইয়াজূজ-মা'জূজ সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা সত্যিই অনেক বেশি। যা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পড়ে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১. যায়নাব বিন্তে জা'হ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আরবদের জন্য বড়ো আফসোস! কারণ, তাদের জন্য এক কঠিন অকল্যাণ অপেক্ষা করছে। আজ ইয়াজূজ-মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু খুলে ফেলা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বয় গোলাকার করে দেখিয়েছেন। যায়নাব বিন্তে জা'হ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা সবাই কি একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবো ; অথচ আমাদের মাঝে নেককার লোকও রয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ অবশ্যই, যখন অশ্লীলতা ও অপকর্ম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃতি লাভ করবে।

(বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮; মুসলিম ২৮৮০)

২. নাওয়াস্ বিন্ সাম্'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর বর্ণনা শেষে ইরশাদ করেনঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট এ মর্মে অহী পাঠাবেন যে, আমি দুনিয়াতে আমার এমন কিছু বান্দাহ্ পাঠাচ্ছি যাদের মুকাবিলা করা কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তুমি আমার মু'মিন বান্দাহ্দেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে উঠে যাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজূজ-মা'জূজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারিয়া উপসাগরের সকল পানি পান করে ফেলবে। অতঃপর শেষ দলটি এসে বলবেঃ এ উপসাগরে তো একদা পানি ছিলো। এখন কোথায়?! এরা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। এখনকার এক শত দীনার চাইতেও তখনকার একটি ষাঁড়ের মাথা তাদের জন্য অনেক

উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তখন 'ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সাথীরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। তখন তারা এক মুহূর্তে সবাই মরে যাবে। অতঃপর 'ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সাথীরা জমিনে অবতরণ করবেন। তাঁরা জমিনে এমন এক বিঘা জায়গাও খালি পাবেন না যেখানে তাদের গায়ের চর্বি ও দুর্গন্ধ নেই। তখন 'ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সাথীরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক দল পাখী পাঠাবেন যেগুলো দেখতে বখ্তী উটের ঘাড়ের ন্যায়। পাখীগুলো এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নিক্ষেপ করবে যেখানে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্ তা'আলা চান। (মুসলিম ২৯৩৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "এ উপসাগরে তো একদা পানি ছিলো" এ কথা বলার পর তারা চলতে চলতে ঘন গাছ বিশিষ্ট একটি পাহাড়ের পাদ দেশে পৌঁছুবে। যা বাইতুল মাক্বদিসের পাহাড় বলে পরিচিত। তখন তারা বলবেঃ আমরা জমিনের সবাইকে মেরে ফেলেছি। আসো! এবার আমরা আকাশে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে হত্যা করবো। তখন তাদের বর্শা-বল্লম আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। যা আল্লাহ্ তা'আলা রক্তাক্ত করে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। (মুসলিম ২৯৩৭)

৩. 'হুযাইফাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ তোমরা কি আলাপ-আলোচনা করছিলে ? আমরা বললামঃ আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা (عليه السلام) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধসঃ পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হচ্ছে ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে। (মুসলিম ২৯০১)

৪. আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ইস্রা'র রাত্রিতে আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্রাহীম; মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিমুস্সালাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সবাই তখন পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা উক্ত আলোচনার জন্য 'ঈসা (عليه السلام) কে

আবেদন করলে তিনি দাজ্জালের হত্যার ব্যাপারটি আলোচনা করার পর বলেনঃ এরপর মানুষ তাদের নিজ নিজ শহরে চলে যাবে। তখন হঠাৎ তাদের সম্মুখীন হবে ইয়াজূজ-মা'জূজ। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত অবতরণ করবে। তারা কোন পানির পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে এবং কোন বস্তুর পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা ধ্বংস করে ফেলবে। তখন তারা আমার নিকট আশ্রয় নিলে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করবো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মেরে ফেলবেন। তখন পুরো বিশ্ব তাদের দুর্গন্ধে গন্ধময় হয়ে যাবে। পুনরায় তারা আবারো আমার নিকট আশ্রয় নিবে। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করলে আকাশ ভারী বৃষ্টি বর্ষণ করবে। অতঃপর বৃষ্টির পানি তাদের শরীরগুলোকে স্থল ভাগ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবে।

('হাকিম ৪/৪৮৮-৪৮৯ আহ্মাদ্ ৪/১৮৯-১৯০)

৫. আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল () ইরশাদ করেনঃ একদা ইয়াজূজ-মা'জূজ মানব সমাজে পদার্পণ করে সকল পানি পান করে ফেলবে। তাদেরকে দেখে মানুষ পালিয়ে যাবে। তখন তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলে রক্তাক্ত হয়ে তীরগুলো তাদের নিকট ফিরে আসবে। তখন তারা বলবেঃ বিশ্ববাসীকে তো পরাজিতই করলাম। আর এখন আকাশবাসীর উপরও জয়ী হলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। তখন তারা এক মুহূর্তেই সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! বিশ্বের সকল পশু তখন এদের গোস্ত খেয়ে মোটা-তাজা হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৮/৫৯৭-৫৯৯ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৬৪-১৩৬৫ 'হাকিম ৪/৪৮৮)

ইয়াজূজ-মা'জূজের প্রাচীরঃ

যুল-ক্বারনাইন বাদশাহ্ উক্ত প্রাচীর নির্মাণ করেন। যাতে ইয়াজূজ-মা'জূজ ও তাদের প্রতিপক্ষদের মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿قَالُوْا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ، فَأَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾.

অর্থাৎ তারা বললোঃ হে যুল-ক্বারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ-মা'জূজরা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই আমরা আপনাকে কিছু কর দিলে আপনি কি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবেন ? সে বললোঃ আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমার জন্য অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করো যাতে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি শক্ত প্রাচীর তৈরি করতে পারি। (কাহ্‌ফ : ৯৪-৯৫)

উক্ত প্রাচীরটি বিশ্বের পূর্ব দিকে। যা কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُوْنِهَا سِتْرًا﴾.

অর্থাৎ চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছালো তখন সে দেখলো ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। (কাহ্‌ফ : ৯০)

তবে উক্ত প্রাচীরের সঠিক স্থান এখনো কেউ টের করতে পারেনি। তবুও আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রাচীরটি এখনো বিদ্যমান। যখন কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন ইয়াজূজ-মা'জূজ তা ভেঙ্গে চুরমার করে জনসমাজে অবতরণ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ، وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾.

অর্থাৎ তখন যুল-ক্বারনাইন বললোঃ উক্ত কাজের সফলতা আমার প্রভুর নিছক অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) ঘনিয়ে আসবে তখন তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো। তখন তারা দলের পর দল তরঙ্গের ন্যায় মানব বসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তখনই শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে সবাইকে একত্রিত করা হবে। (কাহ্‌ফ : ৯৮-৯৯)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ তারা (ইয়াজূজ-মা'জূজ) প্রতি দিন প্রাচীরটি খনন করবে। ছিদ্র করতে একটু বাকি থাকাবস্থায় তাদের নেতা বলবেঃ এখন তোমরা চলে যাও। আগামী কাল তা তোমরা ছিদ্র করে ফেলবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তা আগের মতো করে শক্ত দিবেন। এভাবেই তারা প্রতিদিন করতে থাকবে। যখন তারা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছুবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জনসমাজে পাঠাতে ইচ্ছে করবেন তখন তাদের নেতা বলবেঃ এখন তোমরা চলে যাও। আগামী কাল ইন্শাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ চায় তো) তা তোমরা ছিদ্র করে ফেলবে। তখন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীরটি খনন করা অবস্থায় থেকে যাবে। অতঃপর পরের দিন তারা প্রচীরটি ছিদ্র করে জনসমাজে বের হয়ে যাবে। তখন তারা জমিনের সকল পানি পান করে ফেলবে এবং মানুষ তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে।

(তিরমিযী ৮/৫৯৭-৫৯৯ ইব্নু মাজাহ্ ২/১৩৬৪-১৩৬৫ 'হাকিম ৪/৪৮৮)

৫. তিনটি ভূমিধসঃ

কিয়ামতের পূর্বে তিনটি ভয়াবহ ভূমিধস দেখা দিবে।

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَالْعَاشِرَةُ : نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (عليه السلام).

অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত পরিলক্ষিত হয় ; পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধোঁয়া, দাজ্জাল, পৃথিবীর একটি বিশেষ পশু, ইয়াজূজ-মা'জূজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, 'আদানের গভীর অঞ্চল থেকে এমন এক আগুন বের হবে যা সকল মানুষকে (হাশরের মাঠের দিকে) পরিচালিত করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দশম নিদর্শন হচ্ছে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণ।

(মুসলিম ২৯০১)

উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُخْسَفُ بِالْأَرْضِ وَفِيْهَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَكْثَرَ أَهْلُهَا الْخَبَثَ.

অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর অচিরেই তিনটি ভূমিধস দেখা দিবে। পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। হযরত উম্মু সালামাহ্ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! বিশ্ব কি ধসে যাবে ; অথচ তাতে থাকবে অনেকগুলো নেককার লোক ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ অবশ্যই, যখন বিশ্ববাসী অশ্লীলতা বাড়িয়ে দিবে। (মাজমা'উয-যাওয়ায়িদ ৮/১১)

উক্ত তিনটি ভূমিধস এখনো ঘটেনি।

আল্লামাহ্ ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ভূমিধস বিশ্বের অনেক জায়গায়ই সংঘটিত হয়েছে। তবে উক্ত তিনটি ভূমিধস সেগুলোর চাইতেও অনেক ভয়াবহ এবং সুবিস্তৃত। (ফাত্'হুল-বারী ১৩/৮৪)

৬. ধোঁয়াঃ

কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক আকারে ধোঁয়া বের হওয়া কিয়ামতের একটি বড়ো নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ، يَغْشَى النَّاسَ، هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾.

অর্থাৎ অতএব তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যে দিন স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে আকাশ। যা আবৃত করে ফেলবে গোটা মানব জাতিকে। এটা হবে সত্যিই এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (দুখান : ১০-১১)

উক্ত ধোঁয়া বলতে কোন ধোঁয়াকে বুঝানো হয় এবং তা কি ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছে ? না কি তা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. উক্ত ধোঁয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেই দেখা গিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কার কাফিরদেরকে তাঁকে না মানার দরুন বদ্ দো'আ দিয়েছিলেন তখন তারা আকাশে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখছিলো।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ পাঁচটি ব্যাপার ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছেঃ নিশ্চিত শাস্তি যা বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, রোমানদের পরাজয়, বড়ো ধরনের ধর-পাকড়, চন্দ্র দ্বিখণ্ডন ও ধোঁয়া।

যখন কিন্দাহ্ অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি ধোঁয়া সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলেছিলোঃ কিয়ামতের দিন ধোঁয়া মুনাফিকদের কানে ও চোখে প্রবেশ করবে তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি সঠিকভাবে কিছু জানে সে যেন তাই বলে। আর যে ব্যক্তি সঠিকভাবে কিছুই জানে না সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভালো জানেন। কারণ, কোন না জানা বিষয় সম্পর্কে এ কথা বলা যে, আমি তা জানি না তাও জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নবীকে বলেনঃ

﴿قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾.

অর্থাৎ (হে রাসূল!) তুমি বলোঃ আমি এ জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আর আমি কথা বানিয়ে বলা লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। (স্বাদ্ : ৮৬)

ইব্নু মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করতে খুব দেরি করছিলো বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এ বলে বদ্ দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে কাফিরদের ব্যাপারে সহযোগিতা করুন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেমনিভাবে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়েছেন হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর যুগে। তখন মক্কার কাফিরদেরকে দুর্ভিক্ষ পেয়ে বসে। তখন তারা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত পশু ও হাঁড় খেতে শুরু করেছে। এমনকি তারা আকাশের দিকে তাকালে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখতে পেতো।

'আল্লামাহ্ ইব্নু জারীর ত্বাবারী বলেনঃ উক্ত মতটিই যুক্তিযুক্ত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশ বংশের কাফিরদের শির্কের কথা আলোচনার পরপরই তাদেরকে ধোঁয়ার হুমকি দেন। সুতরাং তাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেয়াই যুক্তিযুক্ত। (ত্বাবারী ২৫/১১৪)

২. উক্ত ধোঁয়া এখনো দেখা যায়নি। কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই তা দেখা যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ এবং অন্যান্য কিছু সাহাবী ও তাবি'য়ীন উক্ত মত পোষণ করেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবূ মুলাইকাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ একদা ভোর বেলায় আমি আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমি গত রাত্রিতে এতটুকুও ঘুমাইনি। আমি বললামঃ

কেন? তিনি বললেনঃ আমি শুনেছি, লেজ বিশিষ্ট তারকাটি উদিত হয়েছে। তখন আমি এ কথা মনে করে ভয় পেলাম যে, এখন ধোঁয়া দেখা দিবে। তাই আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমাইনি। (ত্বাবারী ২৫/১১৩ ইব্নু কাসীর ৭/২৩৫)

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ উপরোক্ত সনদ ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পর্যন্ত শুদ্ধ। কয়েকটি শুদ্ধ হাদীসও এরই সমর্থন করে। যাতে উক্ত ধোঁয়াকে কিয়ামতের বড়ো নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দিকে কুর'আন মাজীদে যে ধোঁয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা তো একেবারেই সুস্পষ্ট ধোঁয়া যা সবাই দেখতে পাবে। কিন্তু ইব্নু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তা খেয়ালী ধোঁয়া। বাস্তব নয়। আবার এটাও দেখার বিষয় যে, কুর'আন মাজীদে উল্লিখিত ধোঁয়া সকল মানুষকে আবৃত করবে। শুধু মক্কাবাসীকে নয় এবং তা খেয়ালীও নয়।

এ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার ইহুদি ইব্নু স্বাইয়াদকে উক্ত আয়াতের ধোঁয়ার বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন যা এ কথাই প্রমাণ করে যে, উক্ত ধোঁয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ ধোঁয়া দু' ধরনের। যার একটি মক্কার মুশ্রিকরা দেখেছে। আর অন্যটি কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই দেখা যাবে। যা ইমাম মুজাহিদ ও 'আল্লামাহ্ কুরতুবীর অভিমত।

ধোঁয়ার ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণসমূহঃ

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

অর্থাৎ তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হচ্ছে ; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত। (মুসলিম ২৯৪৭)

২. 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত পরিলক্ষিত হয় ; পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধোঁয়া, দাজ্জাল, পৃথিবীর একটি বিশেষ পশু, ইয়াজূজ-মা'জূজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, 'আদানের গভীর অঞ্চল

থেকে এমন এক আগুন বের হবে যা সকল মানুষকে (হাশরের মাঠের দিকে) পরিচালিত করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দশম নিদর্শন হচ্ছে ঈসা (ﷺ) এর অবতরণ। (মুসলিম ২৯০১)

৩. আবূ মালিক আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে তিনটি জিনিসের ভয় দেখিয়েছেন। যার একটি হচ্ছে ধোঁয়া। যা মু'মিনদের উপর সর্দির ন্যায় প্রভাব ফেলবে। আর কাফিরদের পেট ফুলে তা কান দিয়ে বের হবে।

(ত্বাবারী ২০/১১৪ ইব্নু কাসীর ৭/২৩৫)

৭. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাঃ

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা কিয়ামতের আরেকটি বড়ো নিদর্শন। যা কুর'আন মাজীদ ও বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

কুর'আনের প্রমাণসমূহঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾.

অর্থাৎ যে দিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে। (আন্'আম : ১৫৮)

ইমাম ত্বাবারী এ ব্যাপারে তাফসীরবিদদের কয়েকটি মত উল্লেখের পর বলেনঃ এ মতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সত্য মত হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারটি তখনই হবে যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যা রাসূল (ﷺ) এর অনেকগুলো হাদীস কর্তৃকও প্রমাণিত। (ত্বাবারী ৮/১০৩)

হাদীসের প্রমাণসমূহঃ

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা সংক্রান্ত হাদীস সত্যিই অনেকগুলো। যার কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হলো।

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ، فَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই (খাঁটি) ঈমান আনবে। তবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে।

(বুখারী ৬৫০৬; মুসলিম ১৫৭)

২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ... وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ، فَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না দু'টি বড়ো পক্ষ যুদ্ধ করে।... এবং যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই (খাঁটি) ঈমান আনবে। তবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে। (বুখারী ৭১২০)

৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

অর্থাৎ তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হচ্ছে ; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত। (মুসলিম ২৯৪৭)

৪. 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ তোমরা কি আলাপ-আলোচনা করছিলে ? আমরা বললামঃ আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَـانَ، وَالدَّجَّـالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা। (মুসলিম ২৯০১)

৫. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে একটি হাদীস মুখস্থ করেছি যা আমি এখনো ভুলিনি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا....

অর্থাৎ সর্ব প্রথম (কিয়ামতের) যে নিদর্শনটি দেখা যাবে তা হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা।... (মুসলিম ২৯৪১ আহ্মাদ্, হাদীস ৬৮৮১)

৬. আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বললেনঃ তোমরা কি জানো এ সূর্যটি কোথায় যায় ? সাহাবাগণ বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বললেনঃ সূর্যটি যেতে যেতে আর্শের নিচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজ্দায় পড়ে যায়। সে সিজ্দায় পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়ঃ উঠো। যে ভাবে এসেছো ওভাবেই চলে যাও। তখন সে পূর্ব দিক থেকেই পুনরায় উঠে। অতঃপর আবারো সূর্যটি যেতে যেতে আর্শের নিচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজ্দায় পড়ে যায়। সে সিজ্দায় পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়ঃ উঠো। যে ভাবে এসেছো ওভাবেই চলে যাও। তখন সে পূর্ব দিক থেকেই পুনরায় উঠে। মানুষ তাতে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পায় না। এ ভাবেই সে একদা আর্শের নিচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজ্দায় পড়ে যাবে। তখন তাকে বলা হবেঃ উঠো। পশ্চিম দিক থেকে উদিত হও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। রাসূল

(ﷺ) সাহাবাগণকে বললেনঃ তোমরা কি জানো সে সময়টি কখন? সে সময়টি তখন যখন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে। (বুখারী ৩১৯৯, ৭৪২৪; মুসলিম ১৫৯)

উক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামাহ্ রশীদ রেযার মন্তব্য ও উহার উত্তরঃ

আল্লামাহ্ রশীদ রেযা বলেনঃ উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন ধারায় ইব্রাহীম বিন্ ইয়াযীদ বিন্ শরীক আত-তাইমী থেকে তিনি আবূ যর থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম আহ্মাদ্ বলেনঃ বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বিন্ ইয়াযীদ আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে কখনো সাক্ষাৎ করেননি। ইমাম দারাকুত্বনী বলেনঃ তিনি হাফ্স্বা ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে কোন হাদীসই শুনেননি। এমনকি তাঁদের যুগও পাননি। 'আল্লামাহ্ ইব্নুল-মাদীনি বলেনঃ তিনি 'আলী এবং ইব্নু 'আব্বাস্ (রাঃ) থেকেও কোন হাদীস শুনেননি।

এভাবে তিনি অন্যান্য হাদীসও এঁদের থেকে ""আন্" (থেকে) শব্দে বর্ণনা করেন ; অথচ তিনি এঁদের থেকে সরাসরি কোন হাদীসই শুনেননি। সুতরাং তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হলেও তিনি যাঁর নাম উল্লেখ না করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী নাও হতে পারেন।

তাঁর মন্তব্যটি খুবই ভয়ানক। কারণ, তিনি বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে কথা তুলেছেন ; অথচ সকল মুসলমান এগুলোর বিশুদ্ধতার উপর একমত।

এ দিকে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, ইব্রাহীম বিন্ ইয়াযীদ বিন্ শরীক আত-তাইমী তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা আবূ যর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর তাঁর পিতা তো 'উমর, 'আলী, আবূ যর, ইব্নু মাস্'উদ্ এবং অন্যান্য সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামাহ্ ইব্নু মা'য়ীন, ইব্নু হিব্বান, ইব্নু সা'দ্ এবং ইব্নু 'হাজার তাঁকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেন।

এ ছাড়াও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় বর্ণনাকারী ইব্রাহীমের তাঁর পিতা থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনার ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়েছে। আর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কোন হাদীস তাঁর উপরের বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি শুনার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করলে তা মেনে নিতে হয়।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার পর আর কারোর কোন ঈমান বা তাওবা গ্রহণ যোগ্য হবে নাঃ

যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে তখন আর নতুন করে কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। না কোন পাপীর তাওবা গ্রহণ করা হবে। কারণ, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠা আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড়ো নিদর্শন। যা সে যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিই সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করবে। তখন সকল সত্যই উদ্ভাসিত হবে। সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় আয়াতসমূহ স্বীকার ও বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। অতএব যেমন আল্লাহ্ তা'আলার মানব বিধ্বংসী আযাব দেখলে নতুন করে আর কারোর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না এটাও তেমন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سُنَّةَ اللهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ﴾.

অর্থাৎ অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রতক্ষ্য করলো তখন বললোঃ আমরা এক আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রতক্ষ্য করলো তখন তাদের ঈমান আর তাদের কোন উপকারে আসলো না। আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ম পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাহ্দের মাঝে চালু আছে। আর তখনই তো কাফিররা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গাফির/মু'মিন : ৮৪-৮৫)

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার পর নতুন করে কারোর ঈমান তার কোন ফায়েদায় আসবে না এ জন্য যে, উক্ত নিদর্শন দেখার পর তার ভেতর এমন ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হবে যে, যার ফলে তখন তার ভেতরকার সকল কুপ্রবৃত্তি মরে যাবে এবং তার শরীরের সকল শক্তি নেতিয়ে পড়বে। তখন মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, যেন তাদের মৃত্যু এসে গেছে। কারণ, তখন তারা নিশ্চিত যে, কিয়ামত অতি সন্নিকটে। তখন সবার মধ্যেই গুনাহ্'র সকল ইচ্ছা নিভে যাবে। সুতরাং মুমূর্ষু ব্যক্তির তাওবা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না তেমন এদের ঈমান এবং তাওবাও তখন গ্রহণযোগ্য হবে না।

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এমন সময় কোন কাফির ঈমান আনলে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে কোন ঈমানদার ইতিপূর্বে নেক আমল করে থাকলে সে অবশ্যই ভাগ্যবান। আর গুনাহ্গার হয়ে থাকলে তার তাওবাহ্ এখন আর তার কোন লাভে আসবে না। (ইব্নু কাসীর ৩/৩৭১)

কুর'আন ও হাদীস এ ব্যাপারে অতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾.

অর্থাৎ যে দিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে। (আন্'আম : ১৫৮)

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُوْلَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكَفَى النَّاسَ الْعَمَلُ.

অর্থাৎ হিজরত (কাফির এলাকা ছেড়ে যাওয়া) বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা কবুল করা হবে। আর তাওবা কবুল করা হবে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে তখন প্রত্যেকের অন্তরে যা আছে তার উপরই মোহর মেরে দেয়া হবে। তখন মানুষকে আর তার আমল নিয়ে ভাবতে হবে না। তথা পূর্বের আমলই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহ্মাদ্, হাদীস ১৬৭১ মাজ্মা'উয-যাওয়ায়িদ ৫/২৫১)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেনঃ

إِنَّ اللهَ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি গেইট খুলে রেখেছেন যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। তা বন্ধ করা হবে না যতক্ষণ না সূর্য সে দিক থেকে উঠে। এ দিকেই আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করে বলেনঃ যে দিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকে।

(তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৯/৫১৭-৫১৮)

কারো কারোর ধারণা, যাদের ঈমান গ্রহণ করা হবে না তারা এমন কাফির যারা সরাসরি সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠতে দেখেছে। তবে এরপর

সময় দীর্ঘায়িত হলে এবং মানুষ তা ভুলে গেলে কাফিরদের ঈমানও গ্রহণ করা হবে এবং গুনাহ্গারের তাওবাও গ্রহণ করা হবে।

আল্লামাহ্ কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্'র তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার রূহ্ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যখন রূহ্ তার গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন আর তার কোন তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তখন বান্দাহ্ জান্নাত বা জাহান্নামে তার অবস্থান দেখতে পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠতে দেখে অথবা নিকট অতীতে সে যুগের সবাই তা দেখেছে এমন সংবাদ নিশ্চিতভাবে তার কাছে পৌঁছে সেও এমন। সুতরাং তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তখন আল্লাহ্, রাসূল এবং তাঁদের ওয়াদা সম্পর্কে তার জ্ঞান নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী। তবে এরপর যদি দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায় এবং মানুষ তা ভুলতে বসে তথা তা নিয়ে তেমন আর আলোচনা হয় না এমনকি বিশেষ বিশেষ মানুষ ছাড়া তা আর কেউ জানে না তখন যে ব্যক্তি ঈমান আনবে অথবা তাওবা করবে তা তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে। (কুরতুবী ৭/১৪৬-১৪৭ তাযকিরাহ্ ৭০৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার পর মানুষ আরো এক শ' বিশ বছর বেঁচে থাকবে।

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার পর তাওবা কবুল করা হবে না যতক্ষণ না এক বিকট চিৎকার শুনা যায়। যখন এক বিকট চিৎকার শুনা যাবে তখন অনেক লোকই মারা যাবে। সুতরাং যারা ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা তাওবা করেছে অতঃপর চিৎকার ধ্বনিতে মারা গেছে তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে না। তবে যারা তারপর তাওবা করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। (তাযকিরাহ্ ৭০৫-৭০৬)

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার দীর্ঘ সময় পর তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতটি মূলতঃ সঠিক নয়। কারণ, এ সংক্রান্ত সকল কুর'আন ও হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার পর নতুন করে আর কারোর কোন তাওবা বা ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই সে উক্ত নিদর্শন দেখুক অথবা নাই দেখুক।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন প্রথম নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে তখন (আমলনামা লেখার) কলম রেখে দেয়া হবে এবং লেখক ফিরিশ্তাদেরকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। তখন মানুষের শরীরই তার আমলের সাক্ষ্য দিবে। (ত্বাবারী ৮/১০৩ ফাত্'হুল-বারী ১১/৩৫৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ তাওবার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠে। (ত্বাবারী ৮/১০১)

আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি বেলায় নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন যেন দিনের পাপীরা তাঁর কাছে তাওবা করতে পারে। তেমনিভাবে তিনি দিনের বেলায়ও নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন যেন রাত্রের পাপীরা তাঁর কাছে তাওবা করতে পারে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠে।

(মুসলিম ২৭৫৯)

উক্ত হাদীসে তাওবা কবুল করার শেষ সময় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার সময়টিকেই ধরে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এরপর আর তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ দিকে 'আল্লামাহ্ কুরতুবী কর্তৃক উপরোল্লিখিত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমরের হাদীসটি 'হাফিজ ইব্নু 'হাজারের মতে রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। অন্য দিকে 'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাঃ) এর হাদীসটিরও সঠিক কোন ভিত্তি নেই। (ফাত্'হুল-বারী ১১/৩৫৫)

৮. একটি অলৌকিক পশুঃ

শেষ যুগে পৃথিবীতে একটি অলৌকিক পশুর আবির্ভাবও কিয়ামতের আরেকটি বড়ো আলামত। যা কুর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

পশুটির আবির্ভাবের প্রমাণসমূহঃ

ক. কুর'আনের প্রমাণঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ﴾.

অর্থাৎ যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন আমি (আলামত স্বরূপ) তাদের জন্য জমিন থেকে

একটি পশু বের করবো। যা তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার (আল্লাহ্'র) নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (নাম্‌ল : ৮২)

উক্ত আয়াতে সরাসরি পশুটির কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর তা তখনই বের হবে যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সকল বিধি-বিধান ছেড়ে বসবে এবং সত্য ধর্মকে বিকৃত করে ফেলবে।

আলিমগণ ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ "যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে" এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যখন মানুষ গুনাহ্ ও হঠকারিতার সীমা ছাড়িয়ে যাবে, কুর'আন মাজীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তথা তা নিয়ে কোন চিন্তা-ফিকির করবে না এবং তার বিধি-বিধানও কোনভাবেই মেনে নিবে না, গুনাহ্'র মাঝে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাবে যে, কোন উপদেশ বা নসীহত তাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য জমিন থেকে একটি পশু বের করবেন যা তাদের সাথে কথা বলবে। (তায্‌কিরাহ্ : ৬৯৭)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ঘোষিত শাস্তি এসে যাওয়া মানে আলিমগণের মৃত্যু, জ্ঞানের বিলোপ এবং কুর'আন উঠে যাওয়া। অতএব তোমরা কুর'আন মাজীদ বেশি বেশি তিলাওয়াত করো তা উঠিয়ে নেয়ার আগেভাগেই। শ্রোতাগণ বললেনঃ এ কুর'আনগুলো উঠিয়ে নেয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের অন্তরে যা রক্ষিত আছে তা কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে ? তিনি বললেনঃ একদা একটি রাত্রি অতিবাহিত করার পর যখন তারা সকালে উপনীত হবে তখন তাদের অন্তর কুর'আনশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পড়াও ভুলে যাবে। তখন তারা জাহিলী যুগের কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আর তখনই তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে। (কুরতুবী ১৩/২৩৪)

খ. হাদীসের প্রমাণঃ

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

অর্থাৎ তিনটি বস্তু যে দিন বের হয়ে আসবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে না থাকেঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, দাজ্জাল ও জমিন থেকে বের হওয়া একটি বিশেষ পশু। (মুসলিম ১৫৮)

২. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদীস মুখস্থ করেছি যা এখনো ভুলিনি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّـةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبًا.

অর্থাৎ কিয়ামতের সর্ব প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং এক উত্তপ্ত সকালে মানব জনপদে একটি বিশেষ পশুর বের হওয়া। দু'টোর যেটিই আগে বের হোক না কেন অপরটি তার পিছে পিছেই বের হবে। (মুসলিম ২৯৪১)

৩. 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ তোমরা কি আলাপ-আলোচনা করছিলে ? আমরা বললামঃ আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَـانَ، وَالدَّجَّـالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেনঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা। (মুসলিম ২৯০১)

৪. আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ (কিয়ামতের পূর্বক্ষণে) একটি বিশেষ পশু বের হয়ে মানুষের নাকের ডগায় দাগ দিবে। ধীরে ধীরে এ দাগ দেয়া লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি কেউ একটি উট কিনলে যখন তাকে বলা

হবেঃ উটটি কার থেকে কিনেছো ? তখন সে বলবেঃ একজন দাগ দেয়া লোক থেকে। (আহ্মাদ ৫/২৬৮)

৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

অর্থাৎ তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হচ্ছে ; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত। (মুসলিম ২৯৪৭)

৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ যখন পশুটি বের হবে তখন তার সাথে থাকবে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর লাঠি এবং সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর আংটি। তখন সে কাফিরের নাকে আংটি দিয়ে দাগ দিবে এবং মু'মিনের চেহারা লাঠি দিয়ে (কপালের দিক থেকে) সাদা করে দিবে। অতঃপর সবাই একত্রে খানা খেতে বসলে একে অপরকে হে মু'মিন! অথবা হে কাফির! বলে ডাকবে। (আহ্মাদ ১৫/৭৯-৮২)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি খুবই দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পশুটির ধরনঃ

পশুটির ধরন নিয়ে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নে উল্লিখিত হলোঃ

১. আল্লামাহ্ কুরতুবী বলেনঃ এ সম্পর্কে আলিমদের সর্ব প্রথম কথা হলোঃ পশুটি সালিহ্ (আলাইহিস সালাম) এর উটের বংশধর এবং এটিই সঠিক মন্তব্য।

২. উক্ত পশুটি হচ্ছে তামীমে দারীর হাদীসে উল্লিখিত সংবাদবাহী পশুটি। উক্ত মতটি আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত বলে মনে করা হয়।

তবে তামীমে দারীর হাদীসে উল্লিখিত সংবাদবাহী পশুটি যে কিয়ামতের পূর্বে আবারো বেরুবে উক্ত হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই।

অন্য দিকে উক্ত পশুটি কাফিরদেরকে কুফরির জন্য ধমকাবে যা সংবাদবাহী পশুটির চরিত্র নয়।

৩. উক্ত পশুটি সেই বিষধর সাপ যা কা'বা শরীফের দেয়ালে একদা অবস্থান করছিলো। কুরাইশদের কা'বা নির্মাণের সময় যাকে একটি শকুন এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। উক্ত মতটি আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত বলে মনে করা হয়।

৪. উক্ত পশুটি এমন একজন মানুষ যিনি একদা কাফির ও বিদ্'আতপন্থীদের সাথে বাহাসে লিপ্ত হবেন।

উক্ত পশুটি যদি মানুষই হয়ে থাকে তা হলে তাতে কিয়ামতের বড়ো আলামত রূপে অলৌকিক আর কিছুই থাকে না। আর যদি তিনি মানুষই হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে ইমাম বা আলিম না বলে পশুই বা বলা হবে কেন ?

৫. উক্ত পশুটি কোন পশু বিশেষের নাম নয়। বরং তা জমিনে বিচরণশীল যে কোন পশুই হতে পারে। আবার হয়তো বা পশু বলতে সে বিষাক্ত জীবাণুসমূহকেই বুঝানো হচ্ছে যা মানুষের জীবন, শরীর ও স্বাস্থ্যকে ক্ষত-বিক্ষত করে একেবারেই ধ্বংস করে দিবে। সেই ক্ষত-বিক্ষত স্থান গুলোই মানুষের জন্য নিরবে-নিঃশব্দে অনেক উপদেশ বাণী বহন করবে। যা প্রকাশ্য উপদেশের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত মতটি আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত "নিহায়াহ্" কিতাবের টীকাকার আবূ 'উবাইয়ার মত।

উক্ত মতটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। যা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক. আরে এ জাতীয় জীবাণু তো অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে। আর উক্ত পশুটি তো এখনো বের হয়নি।

খ. জীবাণু তো অনেক সময় খালী চোখে দেখা যায় না। আর উক্ত পশুটিকে তো সবাই দেখতে পাবে। কারো কারোর মতে তার সাথে থাকবে মূসা (ﷺ) এর লাঠি এবং সুলাইমান (ﷺ) এর আংটি।

গ. উক্ত পশুটি তো কাফিরের নাকে আংটি দিয়ে দাগ দিবে এবং মু'মিনের চেহারা লাঠি দিয়ে (কপালের দিক থেকে) সাদা করে দিবে। আর জীবাণুগুলো তো তা করতে পারবে না।

ঘ. আমার মনে হয়, জনাব আবূ 'উবাইয়াহ্ উক্ত ব্যাখ্যাটি এ জন্যই দিয়েছেন যে, কারণ উক্ত পশুটির বর্ণনায় অনেক অলৌকিক কথাই পাওয়া যায়। তবে আমাদের অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্

তা'আলা তো সবই পারেন। আর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত শুদ্ধ হাদীসগুলো তো অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

এ দিকে আরবী ভাষার যে কোন শব্দকে তার স্বাভাবিক মূল অর্থেই মেনে নেয়া উচিৎ। যতক্ষণ না তা মেনে নেয়া অসম্ভবপর হয়। আর এখানে উক্ত শব্দটিকে তার মূল অর্থে মেনে নেয়া কখনোই অসম্ভবপর নয়।

উক্ত পশুটি যে সত্যিই অলৌকিক এবং মানুষের সাথেও কথা বলবে তা সম্ভব এ জন্যও যে, কারণ উক্ত পশুটির কথা সূরা নাম্‌লে বর্ণিত হয়েছে। আর উক্ত সূরাটিতে পিপীলিকাদের পরস্পর কথাবার্তা, সুলাইমান (ﷺ) এর সাথে হুদ্‌হুদ্ ও জ্বিনের অলৌকিক কথোপকথনের বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। যা একই ধরনের অলৌকিকতায় ভরা। সুতরাং এ প্রেক্ষাপটে মানুষের সাথে পশুটির কথাবার্তা বলা মেনে নেয়া অসম্ভব কিছু নয়।

পশুটির বের হওয়ার স্থানঃ

পশুটির বের হওয়ার স্থান নিয়ে আলিমদের মাঝে কিছু মতোভেদ রয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. পশুটি মক্কার সর্ব বৃহৎ মসজিদ থেকে বের হবে।

হুযাইফাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ পশুটি বের হবে সর্ব বৃহৎ মসজিদ থেকে। তা হঠাৎ মাটি ফেটে বের হবে। (মাজ্‌মা'উয-যাওয়ায়িদ ৮/৭-৮)

২. পশুটি তিনবার বের হবে। একবার কোন এক মরু এলাকায় বের হয়ে আবার লুকিয়ে যাবে। অতঃপর কোন এক জন বসতিতে বের হবে। সর্ব শেষে মসজিদে হারামে বের হবে।

পশুটি যা করবেঃ

পশুটি বের হয়ে মু'মিন ও কাফিরদেরকে দাগ লাগিয়ে দিবে। মু'মিনের চেহারা মূসা (ﷺ) এর লাঠি দিয়ে (কপালের দিক থেকে) সাদা করে দিবে। অতঃপর তা চকমক করতে থাকবে। আর এটিই হচ্ছে তার ঈমানের পরিচায়ক। অন্য দিকে কাফিরের নাকে সুলাইমান (ﷺ) এর আংটি দিয়ে দাগ দিবে যা হবে তার কুফরির আলামত।

সে মানুষের সাথে কথা বলবে। যা নিম্নোক্ত আয়াতে উবাই বিন্ কা'ব এর কিরাত প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾.

অর্থাৎ যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন আমি (আলামত স্বরূপ) তাদের জন্য জমিন থেকে একটি পশু বের করবো। যা তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার (আল্লাহ্'র) নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (নাম্‌ল : ৮২)

সে কাফিরদেরকে জখম করে দাগ দিবে। যা উপরোক্ত আয়াতে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাসের কিরাত প্রমাণ করে। তিনি পড়েনঃ تَكْلِمُهُمْ ।

৯. যে আগুন মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেঃ

এটি হচ্ছে কিয়ামতের সর্ব শেষ আলামত।

সে আগুন বের হওয়ার স্থানঃ

এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন বর্ণনায় রয়েছে, সে আগুন বের হবে ইয়েমেন থেকে। আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে, আদান এলাকার গভীর অঞ্চল থেকে। আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে, হায্‌রামাউত সাগর থেকে।

নিম্নে উক্ত বর্ণনাগুলো উপস্থাপিত হলোঃ

১. 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

... وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

অর্থাৎ সর্বশেষে ইয়েমেন থেকে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। (মুসলিম ২৯০১)

২. 'হুযাইফার অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

... وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

অর্থাৎ সর্বশেষে আদানের গভীর অঞ্চল থেকে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে (হাশরের ময়দানের দিকে) তাড়িয়ে নিবে। (মুসলিম ২৯০১)

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ.

অর্থাৎ অচিরেই হায্রামাউত অথবা হায্রামাউত সাগর থেকে কিয়ামতের পূর্বে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে (হাশরের মাঠে) একত্রিত করবে। (আহ্মাদ ৭/১৩৩ তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৬/৪৬৩-৪৬৪)

৪. আনাস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনেকগুলো মাস্আলা জিজ্ঞাসা করেন যেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ কিয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত কোনটি ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

অর্থাৎ সর্ব প্রথম কিয়ামতের আলামত হচ্ছে এক ধরনের আগুন যা মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে। (বুখারী ৪৪৮০)

উক্ত হাদীসে আগুনকে কিয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত এ অর্থে বলা হয়েছে যে, কারণ তার পর আর দুনিয়ার কিছুই থাকবে না। বরং এর পরপরই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। আর 'হুযাইফার হাদীসে সর্বশেষ আলামত এ জন্যই বলা হয়েছে যে, কারণ এর পূর্বে আরো নয়টি বড়ো আলামত রয়েছে। তবে এরপর আর কোন বড়ো আলামত নেই।

কোন বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত আগুন ইয়েমেন থেকে বের হবে। আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত আগুন মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে। এতে প্রকাশ্য বৈপরীত্য মনে হলেও মূলতঃ কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তা সর্ব প্রথম ইয়েমেন থেকে বের হলেও পরিশেষে তা পুরো দুনিয়া ছড়িয়ে যাবে। আর উক্ত আগুন মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নেয়া মানে শুধু পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে নয়। বরং সর্ব দিক থেকে হাঁকিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করা হবে।

অথবা উক্ত আগুন সর্ব প্রথম পূর্বের মানুষগুলোকেই হাঁকিয়ে নিবে। কারণ, পূর্ব দিকটা সকল ফিতনারই কেন্দ্রস্থল। সে হিসেবে শাম তথা ফিলিস্তীন, সিরিয়া ও তার আশপাশের এলাকা পশ্চিম দিকে।

অথবা আনাসের হাদীসে বর্ণিত আগুন বলতে ফিতনার আগুনকেই বুঝানো হয়েছে। যা পূর্বের অধিকাংশ এলাকাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতঃপর মানুষগুলো শাম ও মিশরের দিকেই ধাবিত হয়েছে। যা পরিলক্ষিত হয়েছে চেঙ্গিজ খান ও তার পরবর্তী যুগে। এ দিকে 'হুযাইফাহ্

ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমরের হাদীসদ্বয়ে আগুন বলতে বাস্তব আগুনকেই বুঝানো হয়েছে।

উক্ত আগুন কর্তৃক মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার ধরন-প্রকৃতিঃ

উক্ত আগুন সর্ব প্রথম ইয়েমেন থেকে বের হয়ে খুব দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষগুলোকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। যাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে তারা আবার তিন দলে বিভক্ত। যা নিম্নরূপঃ

ক. যারা পূর্ব থেকেই যাওয়ার জন্য খাওয়া-দাওয়া সেরে পোশাক পরে আরোহণ নিয়ে প্রস্তুত।

খ. যারা কখনো হাঁটবে আবার কখনো আরোহণ করবে। তারা একই উটের পিঠে পালাক্রমে দু' তিন চার এমনকি দশ জন পর্যন্ত আরোহণ করবে।

গ. যাদেরকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। আগুন তাদেরকে পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে সর্ব দিক থেকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত করবে। যে ব্যক্তি হাঁকানোর সময় পেছনে পড়বে তথা আসতে চাবে না আগুন তাকে গিলে ফেলবে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ তিনভাবে মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবেঃ তার মধ্যে এক জাতীয় মানুষ হবে যারা হাশরের মাঠে একত্রিত হতে খুব আগ্রহী। আরেক জাতীয় মানুষ হবে যারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারা পালাক্রমে দু' তিন চার এমনকি দশজন করে এক উঠের পিঠে চড়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। আর বাকিদেরকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। উক্ত আগুন তাদের সাথেই দুপুর বেলায় বিশ্রাম নিবে এবং তাদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে। এমনকি তাদের সাথেই সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হবে।

(বুখারী ৬৫২২; মুসলিম ২৮৬১)

২. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ একদা পূর্ব দিকের লোকদের উপর এক ধরনের আগুন পাঠানো হবে যা তাদেরকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে এবং যা তাদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে ও দুপুর বেলায় বিশ্রাম নিবে। তাদের কেউ পেছনে পড়ে গেলে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। আগুন তাদেরকে এমনভাবে হাঁকিয়ে নিবে যেমনিভাবে হাঁকিয়ে নেয়া হয় পা ভাঙ্গা উটকে।

('হাকিম ৪/৫৪৮ মাজ্মা'উয-যাওয়ায়িদ্ ৮/১২)

৩. 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বনী গিফারকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে বনী গিফার! তোমরা সঠিক বলো, পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না। কারণ, সত্যায়িত সত্যবাদী ব্যক্তি তথা রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ মানুষকে তিনভাবে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। এক দলকে একত্রিত করা হবে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রস্তুত পোশাক পরিহিত আরোহী অবস্থায়। আরেক দলকে একত্রিত করা হবে হাঁটা ও দৌড় অবস্থায়। আরেক দলকে ফিরিশ্‌তাগণ মুখের উপর টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন শ্রোতাদের কেউ বললেনঃ দু' দলের ব্যাপারটি তো আমরা সহজেই বুঝেছি। তবে ওদের ব্যাপারটিই বা কেমন যাদেরকে হাঁটা ও দৌড় অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তখন তিনি বলেনঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরোহণসমূহের উপর এক ধরনের রোগ ছড়িয়ে দিবেন। যার দরুন অধিকাংশ আরোহণই মরে যাবে। তখন পরিস্থিতি এমন হবে যে, যার কাছে একটি আকর্ষণীয় বাগান-বাড়ি রয়েছে সে তার বিনিময়ে একটি কর্মশ্রান্ত দুর্বল বয়স্ক উট খুঁজে বেড়াবে কিন্তু সে তা খুঁজে পাবে না। (আহ্মাদ্ ৫/১৬৪-১৬৫ নাসায়ী ৪/১১৬-১১৭ 'হাকিম ৪/৫৬৪)

হাশরের মাঠঃ

শেষ যুগে একদা শামের দিকে মানুষগুলোকে একত্রিত করা হবে। যা হবে তখনকার হাশরের মাঠ এবং যা অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। যা নিম্নরূপঃ

১. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ.

অর্থাৎ অচিরেই হায্রামাউত অথবা হায্রামাউত সাগর থেকে কিয়ামতের পূর্বে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে (হাশরের মাঠে) একত্রিত করবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন ? তিনি বললেনঃ তোমরা তখন শামে চলে যাবে। (আহ্মাদ্ ৭/১৩৩ তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৬/৪৬৩-৪৬৪)

২. 'হাকীম বিন্ মু'আবিয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ এখানেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। এখানেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। এখানেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। আরোহণ করে, হেঁটে এবং চেহারার উপর টেনে-হেঁচড়ে। বর্ণনাকারী ইব্নু আবী বুকাইর বলেনঃ রাসূল (ﷺ) শামের দিকে ইশারা করেই এ কথা বলেন। (আহ্মাদ্ ৪/৪৪৬-৪৪৭)

৩. বাহ্য বিন্ 'হাকীম তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ! আপনি তখন আমাকে কোথায় যেতে আদেশ করছেন ? তিনি বললেনঃ এ দিকে এবং নিজের হাত দিয়ে শামের দিকে ইশারা করলেন।

(তিরমিযী/তুহ্ফাহ্ ৬/৪৩৪-৪৩৫)

৪. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ অচিরেই হিজরতের পর হিজরত সংঘটিত হবে। মানুষ যেতে থাকবে ইব্রাহীম (عليه السلام) এর হিজরতের জায়গায়। তখন দুনিয়ার বুকে শুধু নিকৃষ্ট মানুষই বেঁচে থাকবে। জমিন তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করবে। আগুন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে শূকর ও বানরের সাথে। উক্ত আগুন তাদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে এবং দুপুর বেলায় বিশ্রাম করবে। পেছনে পড়া সকলকে গিলে ফেলবে।

(আহ্মাদ্ ১১/৯৯ আবূ দাউদ/'আউন ৭/১৫৮)

ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইব্‌নু 'উয়াইনাহ্ থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাসের তাফসীরে রয়েছে, যে ব্যক্তি শাম দেশে হাশর হবে বলে সন্দেহ করে সে যেন সূরা হাশরের প্রথমাংশ পড়ে নেয়। সেই দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা বের হয়ে যাও। সাহাবাগণ বললেনঃ কোথায় বের হয়ে যাবো ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হাশরের মাঠের দিকে। (ফাত্'হুল-বারী ১১/৩৮০ ইব্‌নু কাসীর ৮/৮৪-৮৫)

শাম দেশ 'হাশরের মাঠ এ জন্যই হবে যে, কারণ শেষ যুগে যখন পুরো বিশ্বে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে তখন শাম দেশে ঈমান ও নিরাপত্তা টিকে থাকবে। এ ছাড়াও শাম দেশের ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলো শুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. আবূ দ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, কিতাবের খুঁটিটি আমার মাথার নিচ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি ভাবলাম, তা একেবারেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এরপরও আমি উহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। দেখলাম, তা শাম দেশে গাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখো, ফিতনা যখন সর্বদা ছড়িয়ে পড়বে তখন ঈমান থাকবে শাম দেশে। (আহ্‌মাদ্ ৫/১৯৮-১৯৯ ফাত্'হুল-বারী ১২/৪০২-৪০৩)

২. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'হাওয়ালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ আমি ইস্‌রা'র (মক্কা থেকে বাইতুল-মাক্বদিস অভিমুখী রাত্রি কালীন ভ্রমণ) রাত্রিতে একটি সাদা খুঁটি দেখতে পেলাম। যেন তা একটি ঝাণ্ডা যা ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আছেন। আমি বললামঃ আপনারা কি বহন করছেন? তাঁরা বললেনঃ আমরা কিতাবের খুঁটি বহন করছি। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তা শাম দেশে রাখার জন্য।
(ফাত্'হুল-বারী ১২/৪০৩)

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'হাওয়ালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ অচিরেই তোমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েকটি সেনা দলে বিভক্ত হবে। একটি দল শামে। আরেকটি দল ইয়েমেনে। আরেকটি দল ইরাকে। হযরত ইব্‌নু 'হাওয়ালাহ্ বলেনঃ হে রাসূল! আপনি আমার জন্য এদের মধ্য থেকে একটি দল চয়ন করুন যাতে আমি তাদের সঙ্গী

হতে পারি। তিনি বললেনঃ তুমি শামের দলে যোগ দিবে। কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি। তিনি তখন তাঁর সকল প্রিয় বান্দাহ্দেরকে সেখানে একত্রিত করবেন। তোমরা যদি সেখানে না যেতে চাও তা হলে ইয়েমেনে যাবে। সেখানের পুকুরগুলো থেকে পানি পান করবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য শাম ও তার অধিবাসীদের দায়িত্ব নিয়েছেন। (আবূ দাউদ/'আউন ৭/১৬০-১৬১)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ্ আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ ছাড়াও রাসূল (ﷺ) শামের জন্য বরকতের দো'আ করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি শাম দেশে বরকত দিন। হে আল্লাহ্! আপনি ইয়েমেনে বরকত দিন। (বুখারী ৭০৯৪)

এমনকি 'ঈসা (আ) ও কিয়ামতের পূর্বে শাম দেশেই অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁকে নিয়েই সকল মু'মিন দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে।

উক্ত 'হাশর দুনিয়াতেই হবেঃ

উক্ত 'হাশর দুনিয়াতেই সংঘটিত হবে। আখিরাতে নয়। কারণ, 'হাশর মানে একত্রিত করা। উক্ত অর্থে 'হাশর চার প্রকার। দু' প্রকার দুনিয়াতে। আর দু' প্রকার আখিরাতে। দুনিয়ার দু' প্রকার 'হাশর নিম্নে উল্লিখিত হলোঃ

১. ইহুদি গোত্র বনুন-নযীরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে শাম দেশে একত্রিত করা।

২. কিয়ামতের পূর্বে সকল মানুষকে শাম দেশে একত্রিত করা। যা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

উক্ত 'হাশর যে দুনিয়াতে হবে এ ব্যাপারে আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। যা 'আল্লামাহ্ ইমাম কুরতুবী, ইব্নু কাসীর ও ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুমুল্লাহ) নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আবার কোন কোন আলিম যেমনঃ গাযালী ও 'হুলাইমী তাঁরা বলেনঃ উক্ত 'হাশর দুনিয়াতে হবে না। বরং তা হবে আখিরাতেই। তাঁরা আরো বলেনঃ

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত নেই। সুতরাং দুনিয়াতেই গুনাহ্গারদেরকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটি কোন ভাবেই মেনে নেয়া যাচ্ছে না।

৪. একটি হাদীস আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যার কাজ করে। অতএব আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় রয়েছে, মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হবে। কেউ আরোহণ করবে। কেউ পায়ে হেঁটে যাবে। আবার কাউকে টেনে-হেঁচড়ে উপস্থিত করা হবে। আর উক্ত বর্ণনার সাথে সূরা ওয়াক্বি'আর সাত নম্বর আয়াতের সাথে খুব একটা মিল রয়েছে। যা পরকালের 'হাশর সংক্রান্ত। সুতরাং উক্ত হাদীসকেও পরকালের 'হাশর সংক্রান্ত বলে ধরে নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾.

অর্থাৎ তখন তোমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (ওয়াক্বি'আহ্ : ৭)

তাঁদের প্রমাণগুলোর উত্তরঃ

১. বিশুদ্ধ হাদীসগুলো তো এটাই প্রমাণ করে যে, উক্ত 'হাশর দুনিয়াতেই হবে। আখিরাতে নয়।

২. সূরা ওয়াক্বি'আয় বর্ণিত প্রকারগুলো এবং হাদীসে বর্ণিত প্রকারগুলো এক হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, হাদীসে বর্ণিত প্রকারগুলো ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যই বলা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি খাদ্য ও আরোহণ পর্যাপ্ত থাকা অবস্থায় সফর করবে সেই হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে প্রথমেই সফর করেনি বরং যখন আরোহণের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তখন সে সফর করেছে সেই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। আর যে ব্যক্তি তাও করেনি তাকেই আগুন হাঁকিয়ে নিবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাকে টেনে-হেঁচড়ে উপস্থিত করবে।

৩. হাদীস কর্তৃক এ কথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আগুন আখিরাতের আগুন নয়। বরং তা দুনিয়ার আগুন। রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে নিজ উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও অভিহিত করেছেন।

৪. হযরত 'আলী বিন্ যায়েদ থেকে বর্ণিত হাদীসটি দুনিয়ার 'হাশর সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, হযরত 'আলী বিন্ যায়েদের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, টেনে-হেঁচড়ে নেয়ার সময় মানুষ তার

চেহারা দিয়ে টিলা ও কাঁটা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে। আর কিয়ামতের মাঠ হবে সমতল মসৃণ। তাতে কোন উঁচু-নিচু, টিলা-টক্কর বা কাঁটা নেই।

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) দুনিয়ার 'হাশর সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় বলেনঃ উক্ত হাদীসগুলোর বর্ণনশৈলী এটাই প্রমাণ করে যে, বর্ণিত 'হাশরটি দুনিয়ার 'হাশর। দুনিয়ার শেষ যুগের মানুষগুলোকেই শাম দেশে একত্রিত করা হবে। যখন খাদ্য-পানীয় সবই থাকবে। থাকবে নিজের কেনা আরোহণ। এমনকি পিছে পড়া লোকদেরকে আগুন খেয়ে ফেলবে। অথচ মূল কিয়ামতের সময় খাদ্য-পানীয়, পোশাক, আরোহণ, মৃত্যু কিছুই থাকবে না।

(নিহায়াহ্/আল-ফিতানু ওয়াল-মালাহিম ১/৩২০-৩২১)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদেরকে কিয়ামতের দিন জুতোহীন বিবস্ত্র উঠানো হবে তারা আবার বাগান পাবে কোথায় যা দিয়ে তারা উট কিনবে। (ফাত'হুল-বারী ১১/৩৮২)

পরিশিষ্টঃ

কিয়ামতের ছোট-বড় আলামতগুলোর দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা যা সংক্ষেপে জানতে পারলাম তা নিম্নরূপঃ

১. কিয়ামতের আলামতগুলোতে বিশ্বাস গায়েবে বিশ্বাসের শামিল। সুতরাং কোন মুসলমান কিয়ামতের আলামতগুলোতে বিশ্বাস না করে সত্যিকার মু'মিন হতে পারবে না।

২. কিয়ামতের আলামতগুলোতে বিশ্বাস পরকালে বিশ্বাসের শামিল।

৩. রাসূল (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় যা প্রমাণিত চাই তা মুতাওয়াতির হোক অথবা ব্যক্তি বিশেষের বর্ণনা তা বিশ্বাস করতে ও মানতে হবে। তা কখনো কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কারণ, আক্বীদা-বিশ্বাস যেমন মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তেমনিভাবে ব্যক্তি বিশেষের বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত।

৪. রাসূল (ﷺ) নিজ উম্মতকে যা ঘটে গেছে অথবা যা ঘটবে সব কিছুই বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত বর্ণনাই বেশি।

৫. কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। আর কেউ নন। চাই তিনি নবী-রাসূল হোন অথবা নিকটতম ফিরিশ্‌তা।

৬. দুনিয়ার বয়স সংক্রান্ত কোন শুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

৭. কিয়ামতের ছোট আলামতগুলোর অধিকাংশই ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। বাকি আছে শুধু সামান্য।

৮. কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো পাওয়া যাওয়া মানে সেগুলো এমনভাবে পাওয়া যাওয়া যে, এর বিপরীত বস্তুটি একেবারেই পাওয়া যাবে না অথবা খুব কমই পাওয়া যাবে।

৯. কোন বস্তু কিয়ামতের আলামত হওয়া মানে তা শরীয়তে একেবারেই নিষিদ্ধ এমন নয়। বরং তা হারামও হতে পারে। এমনকি তা ওয়াজিব, হালাল, ভালো-মন্দ সবই হতে পারে।

১০. এখন পর্যন্ত কিয়ামতের কোন বড়ো আলামত প্রকাশ পায়নি।

১১. যখন কিয়ামতের একটি বড়ো আলামত পাওয়া যাবে তখন পরপর সবই পাওয়া যাবে। যেমনিভাবে মুক্তার হার ছিঁড়ে ফেললে দানাগুলো দ্রুত পড়তে থাকে।

১২. কিয়ামতের যে আলামতগুলো ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে তা অবশ্যই রাসূল (ﷺ) এর একান্ত মু'জিযাহ্ তথা নবুওয়াতের বিশেষ প্রমাণ। কারণ, রাসূল (ﷺ) যেভাবেই বলেছেন হুবহু সেভাবেই পাওয়া গিয়েছে।

১৩. অধিকাংশ আলামত পাওয়া যাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, এ দুনিয়া অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমনটি কোন মানুষের মৃত্যুর পূর্বে তার কিছু আলামত দেখলেই বুঝা যায় যে, তার মৃত্যু অতি সন্নিকটে।

১৪. তাওবার দরোজা এখনো খোলা আছে যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে। তবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠলে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

১৫. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা মানেই কিয়ামত কায়িম হওয়া নয়। বরং এরপরও দুনিয়া আরো কিছু দিন টিকে থাকবে। বেচা-কেনা চলতে থাকবে।

১৬. কিয়ামতের সর্ব শেষ বড়ো আলামত হচ্ছে এক বিশেষ আগুন বের হওয়া যা মানুষগুলোকে শাম দেশে একত্রিত করবে। আর এটি হবে দুনিয়ার 'হাশর। কিয়ামতের 'হাশর নয়।

১৭. কিয়ামত ক্বায়িম হবে একেবারেই সর্ব নিকৃষ্ট মানুষদের উপর। নেককারদের উপর নয়।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সমাপ্ত

أشراط الساعة

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ



تأليف : مستفيض الرحمن حكيم عبد العزيز

مراجعة : عبد الحميد الفيضي المدني

دار العرفان للطباعة والنشر